NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtube.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৩ নির্বাচনের আগে ফের আইপিএস স্তরে বদল, রুটিন বদলি বলে দাবি!

ভোটার তালিকা ঘিরে নতুন প্রশ্ন, সরব শশী পাঁজা ৩

কলকাতা ১ মার্চ ২০২৬ ১৬ ফাল্গুন ১৪৩২ রবিবার উনবিংশ বর্ষ ২৫৯ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 01.03.2026, Vol.19, Issue No. 259, 8 Pages, Price 3.00

CBC 4610/13/0026/2526

পশ্চিমবঙ্গের যুবশক্তির জন্য নতুন সুযোগ সৃষ্টি

প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনায় ৬.৫ লক্ষের ও বেশি যুবক-যুবতীকে প্রশিক্ষণ- গুরুত্বপূর্ণ শিল্পক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে নতুন প্রজন্মকে দক্ষ করে তোলার উদ্যোগ

উদ্যম পোর্টালের মাধ্যমে প্রায় ৫৩ লক্ষ ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প নথিভুক্ত ; ৬৯৫০-এরও বেশি ডিপিআইআইটি স্বীকৃত স্টার্টআপের মাধ্যমে সমগ্র রাজ্যে বৃদ্ধি পাচ্ছে শিল্পোদ্যোগীর সংখ্যা

বিকশিত বাংলা
বিকশিত ভারত
প্রধানমন্ত্রী মোদীর সঙ্কল্প

ভারত সরকার

আগ্রাসী ক্রিকেটে যুদ্ধজয়ের হুংকার

বিট্টু দত্ত

আজ রবিবার কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে মরণ-বাঁচন ম্যাচে নামছে ভারত। সেমিফাইনালে উঠতে গেলে এই ম্যাচে জয়ের কোনও বিকল্প নেই। সুপার এইটের সমীকরণ এতটাই জটিল যে হার মানেই টুর্নামেন্ট থেকে বিদায়। ফলে শুরু থেকেই আগ্রাসী ক্রিকেট খেলতে প্রস্তুত ভারতীয় শিবির। তবে প্রতিপক্ষ ওয়েস্ট ইন্ডিজ হওয়ায় চ্যালেঞ্জ যে কঠিন, তা ভালোভাবেই জানে টিম ম্যানেজমেন্ট। ম্যাচের আগের দিন সাংবাদিক সম্মেলনে ভারতের সহকারী কোচ রায়ান টেন দুশখাতে স্পষ্ট জানিয়ে দেন, আগুনের জবাব আগুন দিয়েই দিতে চায় ভারত। তাঁর মতে, ওয়েস্ট ইন্ডিজের ব্যাটিং গভীরতা ভয় ধরানোর মতো। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ম্যাচে টপ ও মিডল অর্ডার ব্যর্থ হলেও শেষ দিকে জেসন হোল্ডার এবং রোমারিয়ো শেফার্ড ঝোড়ো ব্যাটিং করে দলকে লড়াইয়ের জায়গায় পৌঁছে দিয়েছিলেন। দুশখাতে বলেন, 'বিশ্বে খুব কম দলই আছে যেখানে নয় নম্বরে এমন বিধ্বংসী ব্যাটার নামে। কিন্তু এখনকার টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে এটাই বাস্তব।' তিনি আরও ব্যাখ্যা করেন, শুধু ওয়েস্ট ইন্ডিজ নয়, আধুনিক ক্রিকেটে প্রায় সব সফল দলেরই ব্যাটিং গভীরতা রয়েছে। ইংল্যান্ড, নিউ জিল্যান্ড এমনকী, ভারতের ক্ষেত্রেও তাই। ভারতের দলে অক্ষর প্যাটেলের মতো ক্রিকেটার প্রয়োজনে নীচের দিকে নেমে দলের ভারসাম্য রক্ষা করতে পারেন। দুশখাতের মতে, ওয়েস্ট ইন্ডিজ বরাবরই টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটকে তাদের শক্তি হিসেবে দেখে এবং এই মঞ্চেই তারা নিজেদের সেরাটা দিতে চায়। এই পরিস্থিতিতে ভারতের বোলিং ইউনিটের উপরই থাকবে সবচেয়ে বড় দায়িত্ব। দুশখাতে স্পষ্ট বলেন, 'টি-টোয়েন্টিতে শুধু রান আটকানোর ধারণা এখন পুরনো। উইকেট নিতে হবে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ঝুঁকি নিয়ে খেলে, তাই সুযোগ আসবেই। ২০ ওভার ধরেই চাপ বজায় রাখতে হবে, যেমনটা দক্ষিণ আফ্রিকা করেছিল।'

তালিকায় নেই ৬৪ লক্ষ নাম, বিবেচনায় ৬০ লক্ষ

নিজস্ব প্রতিবেদন: সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ ও নির্বাচন কমিশনের গাইডলাইন মেনে শনিবার রাজ্যে বিশেষ নিবিড় সংশোধনী-পরবর্তী চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হল। অসম্পূর্ণ এই চূড়ান্ত তালিকা অনুযায়ী মোট ভোটারের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৭ কোটি ৪ লক্ষ ৫৯ হাজার ২৮৪।

রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল জানিয়েছেন, খসড়া প্রকাশের সময় মোট ভোটার ছিলেন ৭ কোটি ৮ লক্ষ ১৬ হাজার ৬৩০। বিশেষ নিবিড় সংশোধনীর প্রক্রিয়ায় সংযোজন ও বিয়োজন মিলিয়ে চূড়ান্ত তালিকায় আরও ৫ লক্ষ ৪৬ হাজার ৫৩ জনের নাম বাদ গিয়েছে।

খসড়া তালিকা থেকেই আগেই ৫৮ লক্ষ ২০ হাজারের বেশি নাম বাদ পড়েছিল। ফলে সব মিলিয়ে এখনও পর্যন্ত ৬৩ লক্ষ ৬৬ হাজার ৯৫২ জনের নাম রাজ্যের ভোটার তালিকা থেকে বাদ গেল।

একই সঙ্গে মোট ৬০ লক্ষ ৬ হাজার ৬৭৫ জন ভোটারের নাম বিচারাধীন বা 'অ্যাডজুডিকেশন'-এর আওতায় রাখা হয়েছে এবং তাঁদের নামও চূড়ান্ত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এসআইআর প্রক্রিয়ায় নিযুক্ত বিচার বিভাগীয় আধিকারিকদের মাধ্যমে ওই সব ভোটারের ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হবে।

মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক জানিয়েছেন, শুনানির পর ইআরও ও এইআরও-রা সমস্ত নথি খতিয়ে দেখে সংশ্লিষ্ট ভোটারদের নাম বাদ দিয়েছেন। তবু যদি ভুলবশত কোনও নাম বাদ গিয়ে থাকে, তা হলে সেই নাম পুনরায় যুক্ত করার প্রক্রিয়াও রয়েছে। সংশ্লিষ্ট ভোটার আগামী ১৫ দিনের মধ্যে দাবি ও আপত্তি জানাতে পারবেন।

সিইও-র বার্তা

■ **এসআইআর পর্বের শেষে প্রকাশিত চূড়ান্ত ভোটার তালিকা ঘিরে বিতর্কের মাঝেই মুখ খুললেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক। শনিবার তালিকা সামনে আসার পর তিনি দাবি করেন, গোটা প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ নিয়ম মেনেই সম্পন্ন হয়েছে এবং কোনও সিদ্ধান্তই হঠাৎ করে নেওয়া হয়নি।**

সিইওর বক্তব্য, 'প্রতিটি নাম যাচাই-বাছাই করে অন্তর্ভুক্ত বা বাদ দেওয়া হয়েছে। প্রক্রিয়ার প্রতিটি ধাপেই স্বচ্ছতা বজায় রাখা হয়েছে।'

আজ পরিবর্তন যাত্রা শুরু পদ্মে

নিজস্ব প্রতিবেদন: আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে রাজ্য জুড়ে ব্যাপক কর্মসূচি ঘোষণা করল বিজেপি। আজ থেকে বিভিন্ন জেলা থেকে একযোগে শুরু হচ্ছে দলের 'পরিবর্তন যাত্রা'। সংগঠনের দাবি, দক্ষিণ ২৪ পরগনার রায়দিঘি, কোচবিহার, নদিয়ার কৃষ্ণনগর দক্ষিণ, পশ্চিম বর্ধমানের কুলটি এবং পশ্চিম মেদিনীপুরের গড়বেতা, এই পাঁচ কেন্দ্র থেকে প্রথম দফার সূচনা হবে।

দলীয় শীর্ষ নেতৃত্ব জানাচ্ছে, একই দিনে উত্তরবঙ্গ ও জঙ্গলমহলের একাধিক অংশেও সমাবেশ ও শোভাযাত্রার আয়োজন রাখা হয়েছে। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের উপস্থিতিতে উদ্বোধনী কর্মসূচিগুলি অনুষ্ঠিত হবে বলে খবর। রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'মানুষের প্রত্যাশার কথা সামনে রেখেই আমরা পথে নামছি। প্রশাসনিক ব্যর্থতা ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনমত সংগঠিত করাই আমাদের উদ্দেশ্য।' বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর বক্তব্য, 'গ্রাম থেকে শহর, সব স্তরে বিকল্প শাসনের রূপরেখা তুলে ধরা হবে।'

দলীয় সূত্রের দাবি, কয়েক হাজার কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে এই যাত্রা বহু বিধানসভা এলাকা ছুঁয়ে যাবে। পথসভা, জনসভা এবং সাংগঠনিক বৈঠকের মাধ্যমে কর্মীদের সক্রিয় করা হবে। রাজনৈতিক মহলের মতে, ভোটের আগে জনসংযোগে জোর দিতেই এই বৃহৎ কর্মসূচি, যার তাৎপর্য আগামী দিনে স্পষ্ট হবে।

ক্ষেপণাস্ত্র হামলা

■ **ইজরায়েলি হামলায় নিহত হয়েছেন ইরানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী আমির নাসিরজাদা। সূত্র মারফত এমনটাই জানিয়েছে 'রয়টার্স'। জানা যাচ্ছে, শনিবারের হামলায় মৃত্যু হয়েছে ইরানের রিভলিউশনারি গার্ডসের কমান্ডার মোহাম্মদ পাকপৌরেরও। তিনটি ভিন্ন ভিন্ন সূত্র মারফত এই তথ্য উঠে এসেছে।**

৪৭ হাজার নাম উধাও, আলোচনায় ভবানীপুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই কেন্দ্রের বিধায়ক। বেশ কিছুদিন ধরেই বিজেপির দাবি, পরবর্তী নির্বাচনে ভবানীপুরেই তারা জিতবে। সেই আবহে বিশেষ নিবিড় সংশোধনী-পরবর্তী চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রে কত নাম বাদ পড়ে, তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে জল্পনা চলছিল।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কেন্দ্রেই বাদ পড়েছে ৪৭ হাজার ৯৪ জনের নাম। পাশাপাশি আরও ১৪ হাজার ১৫৪ জনের আবেদন এখনও নিষ্পত্তির অপেক্ষায়। ফলে চূড়ান্ত বিয়োজনের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা। প্রক্রিয়া শুরুর সময় এই কেন্দ্রে মোট ভোটার ছিল ২ লক্ষ ৬ হাজার ২৯৫। গত ১৬ ডিসেম্বর প্রকাশিত খসড়া তালিকায় ৪৪ হাজার ৭৮৬ জনের নাম বাদ যায়। চূড়ান্ত তালিকায় নতুন করে আরও ২ হাজার ৩২৪ জনের নাম ছাঁটাই হয়েছে।

২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে প্রথমে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় প্রায় ২৮ হাজার ভোটে জয়ী হন। পরে উপনির্বাচনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রায় ৫৮ হাজার ভোটে জেতেন। সেই প্রেক্ষাপটে নাম বিয়োজনের প্রভাব নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী কটাক্ষ করে বলেন, 'উনি জানেন কার ভোটে জিতেছিলেন। ভবানীপুর বিজেপির জায়গা। দাঁড়ান, পালাবেন না।'

বিজেপি নেতা সুকান্ত মজুমদারের দাবি, 'যাঁদের মৃত্যু হয়েছে বা একাধিক জায়গায় নাম ছিল, তাঁদেরই বাদ দেওয়া হয়েছে। এখনও নাম তোলার সুযোগ আছে।' অন্যদিকে তৃণমূলের জয়প্রকাশ মজুমদার বলেন, 'অন্যায়ভাবে নাম কাটা গেলে পুনরায় অন্তর্ভুক্তির পথ খোলা রয়েছে। এটাকে একেবারে শেষ কথা বলা ঠিক নয়।' ভোটের আগে ভবানীপুরে এই সংখ্যাতত্ত্বই এখন রাজনীতির কেন্দ্রে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ১৫/০১/২০২৬, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ১২১৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Subrata Kumar S/o. Satya Narayan Kumar, Subrata Kumar S/o. Satyanarayan Kongar ও Subrata Kongar S/o. S. N. Kongar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৭/০২/২০২৬, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৬৮৫৪ নং এফিডেভিড বলে আমি Zinia Mukherjee D/o. Subrata Mukherjee, R/o. Abinash Bhavan, Abinash Chandra Mukherjee Road, Chinsurah, Hooghly-712103, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার জন্ম সার্টিফিকেটে (being Regn. no. 89, dt. 08.02.2000) আমার সঠিক নাম Zinia Mukherjee-এর পরিবর্তে Giniya Mukherjee লিপিবদ্ধ আছে। আমি Zinia Mukherjee & Giniya Mukherjee D/o. Subrata Mukherjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৬/০২/২০২৬, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে ৫৫৭৮ নং এফিডেভিট বলে আমি Kaushik Chakraborty S/o. Rashbihari Chakraborty ও Koushik Chakraboert, Koushik Chakraborty S/o. R Chakraborty, Rash Behari Chakraborty সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৬/০২/২০২৬, S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে ০৬ নং এফিডেভিড বলে আমি Rehana Bibi W/o. Md Reazuddin, R/o. Chak Bansberia, Near Baropara Urdu School, Bansberia, Mogra, Hooghly-712502, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পুত্রের জন্ম সার্টিফিকেটে (being Regn. no. 42/03, dt. 24.01.2003) আমার/পুত্রের মাতার সঠিক নাম Rehana Bibi-এর পরিবর্তে Rehana Bano ও আমার পুত্রের সঠিক নাম Shah Baaz Ansari-এর পরিবর্তে Shabaaz Ansari লিপিবদ্ধ আছে। আমি/পুত্রের মাতা Rehana Bibi & Rehana Bano ও আমার পুত্র Shah Baaz Ansari & Shabaaz Ansari সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি/হইয়াছে।

নাম-পদবী

গত ২৬/০২/২০২৬, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে ৫৫৭৭ নং এফিডেভিট বলে আমি Koushik Nath ও Kaushik Nath S/o. Kanai Nath সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৭/০২/২০২৬, S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে ১৮ নং এফিডেভিট বলে আমি Jalal Uddin Mondal S/o. Fakir Mahammad Mondal ও Sk Jalaluddin Mondal S/o. M. Mondal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৫/০২/২০২৬, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে ৫৩২৫ নং এফিডেভিট বলে আমি Md. Sagir ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Abdul Karim ও Md. Karim সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ২৩/০২/২০২৬, S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে ০৩ নং এফিডেভিট বলে আমি Pappu Mondal S/o. Madhu Sudhan Mondal ও Pappu Mandal S/o. M S Mondal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৫/০১/২০২৬, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৬৮৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Sushila Debi ও Mrs Sushila W/o. Krishna Shaw সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৭/০২/২০২৬, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৬৮৬৭ নং এফিডেভিড বলে আমি Nivedita Mondal W/o. Mathew Snehasis Mondal, সাকিম কেওটা শ্যামসুন্দরপুর, সাহাগঞ্জ, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৪, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Nivedita Mondal W/o. Mathew Snehasis Mondal নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Nivedita Murmu D/o. Cyril Murmu আমার বিবাহের পূর্বের নামে পরিচিত হইলাম। আমি Nivedita Murmu D/o. Cyril Murmu ও Nivedita Mondal W/o. Mathew Snehasis Mondal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

পাবলিক নোটিশ

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে শ্রী উমেশ ঢালী, পিতা রামপদ দাস, রাধারানী কলোনির বাসিন্দা, পোস্ট - সাহাগঞ্জ, থানা - চুঁচুড়া, প্রায় ২.৫০ ডেসিমেল পরিমাপের জমি উপর আবাসিক কাঠামোর স্বত্বাধিকারী, আর এস দাগ নম্বর ৩৫৮৬, মৌজা - কেওটাতে এলআর খতিয়ান নং ১৬১০৭ এর অধীনে এলআর দাগ নং ৫৯২৫, হুগলি চুঁচুড়া, পৌরসভার মধ্যে থানা – চুঁচুড়ার অধীনে জে এল নং - ৭, ওয়ার্ড নং 2, মল্লিক জয়ন্তী বাগ, হোল্ডিং নং. -৯১৫/৪৭৬/এন, এ ডি এস আর সদর হুগলি, জেলা হুগলি, পিন - ৭১২১০৪, যাহার দলিল নং ১৬৪০ সাল ২০০৩, [উক্ত পূর্বের দলিল] উল্লিখিত মালিকদের হেফাজত থেকে হারিয়ে গেছে এবং এর ফলস্বরূপ একটি এফআইআর/সাধারণ ডায়েরি চুঁচুড়া থানায় এফআইআর/সাধারণ ডায়েরি নং ১১৭৯/২৬ নিবন্ধিত হয়েছে ২০.০২.২০২৬ তারিখে। তাই যদি কোনো ব্যক্তি/এর কোনো অধিকার, শিরোনাম বা স্বার্থ বা উক্ত সম্পত্তি বা তার কোনো অংশের বিরুদ্ধে যে কোনো প্রকৃতির দাবী বা আপত্তি থাকে তাকে এই তারিখ থেকে ১৪ দিনের মধ্যে সমর্থনকারী প্রামাণ্য প্রমাণ সহ নিম্নস্বাক্ষরকারীকে লিখিতভাবে তা অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে, তা না হলে এই ধরনের কোন দাবি, আপত্তি ইত্যাদিকে মুক্ত বলে গণ্য করা হবে এবং বলা হবে, উল্লিখিত মালিক(রা) যেকোন ব্যক্তি/দের বা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে স্বাধীন ভাবে হস্তান্তর, চার্জ, বন্ধক বা বিচ্ছিন্ন করতে পারবে।

শ্রী প্রণয়ন চন্দ্র অ্যাডভোকেট
ঠিকানা: ৯৯,বাঙ্গুর অ্যাভিনিউ, ব্লক- 'সি', কলকাতা-৭০০০৫৫ যোগাযোগ নং ৮৭৭৭৪০৭০৮১
ইমেইল আইডি:instalegalservices@gmail.com

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণ দের জানানো হইতেছে যে মুল দলিল যাহা এ.ডি.এস.আর. সদর হুগলী অফিসে ২০০৩ সালে রেজিষ্ট্রীকৃত, যাহার দলিল নাম্বার ০২৯২৯/২০০৩, বুক নং-০১, ভল্যুম নং-৫৭, পাতা ১৫৯-১৬৬, (যেখানে তারাপদ স্বর্ণকার বিক্রেতা এবং শ্রীকান্ত পাত্র ক্রেতা), যাহার তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি হইল জেলা হুগলী, সাবরেজিষ্ট্রী অফিস চুঁচুড়া, থানা ও মৌজা-চুঁচুড়ার সামিল, জে. এল. নং-২০, আর.এস. দাগ নাম্বার-১৭৮২, যাহার আর.এস. খতিয়ান নং-২৭৩৪, এবং এল.আর. দাগ নাম্বার-৩৩০৮, যাহার এল.আর. খতিয়ান নং- ২৫১৯, হুগলী-চুঁচুড়া পৌরসভার অন্তর্গত, ১৮ নং ওয়ার্ড এর ১১০/৫৫/১ হোল্ডিং ভুক্ত ছাতাগলি মহল্লায় অবস্থিত জমি যাহা বাংলা মাপে ০১ কাঠা ০৮ ছটাক ০৮ বর্গফুট, যাহা আমার মক্কেল শ্রী তপন কুমার সরকার, পিতা স্বর্গীয় চিত্তরঞ্জন সরকার, হারাইয়া ফেলেছেন এবং সেটিকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছেনা। একটি জি. ডি. ই. ২৭.০২.২০২৬ চুঁচুড়া থানার অধিনে রুজু করা হইয়াছে, যাহার নং-১৭০৭ এবং একটি হলফনামা (এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট চুঁচুড়া কোর্ট হুগলী, যাহার নং-৬৫, তারিখ ২৭.০২.২০২৬.) জমা করেছেন। যদি কোনও ব্যক্তির বা সংস্থার উক্ত সম্পত্তির ক্ষেত্রে স্বত্বের অধিকার থাকে বা উক্ত দলিলে কোনও দাবি থাকে সেক্ষেত্রে বিজ্ঞপ্তি থেকে ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে নিচে উল্লেখিত ব্যক্তির সঙ্গে তথ্য প্রমান সহিত যোগাযোগ করার অনুরোধ করা হচ্ছে। অন্যথায় মনে করা হবে সম্পত্তিতে কোনো দায় নেই এবং তৎপর কোনো দাবি স্বীকৃত হবে না।

শুভ্রজিৎ দত্ত
এ্যাডভোকেট
মোবাইল নং-৭০০৩৪৩১৭৬১

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **শ্রী স্বপন কুমার রায়** পিতা ৺ললিত মোহন রায়, সাকিম ৩৯/সি এম.এম.জি. লেন, কোন্নগর, উত্তরপাড়া, হুগলী-৭১২২৩৫, মহাশয় বিগত ইং ১০/০৩/২০২৫ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-02059/2025 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমার মক্কেল **শ্রী রামপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী** পিতা ৺নবকুমার চক্রবর্ত্তী, সাকিম পশ্চিম জয়কৃষ্ণপুর, হরিপাল, হুগলী-৭১২৪০৩, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেল তপশীল- জেলা হুগলী, থানা হরিপাল, মৌজা রাধাকৃষ্ণপুর, ৬৫ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ৫৬৩/১ নং খতিয়ান হইতে আর.এস. তথা হাল এল.আর. ২৮৪/১১২৭ নং দাগে পুকুর পাড় ষোল আনায় ৪ একর ৩৪ শতক মধ্যে ৩৮ শতক তন্মধ্যে বিগত ইং ২৪/০৭/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., হরিপাল, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১)I-03057/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রীমতী গোপা দে** স্বামী শ্রী পল্লব কুমার দে, সাকিম বলরামপুর, হরিপাল, হুগলী-৭১২৪০৩, মহাশয়কে ৪.৯৮ শতক সম্পত্তি ও ২)I-03056/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী সঞ্জিত ঘাঁটি** পিতা শ্রী সহদেব ঘাটি, সাকিম রাধাকৃষ্ণপুর, হরিপাল, হুগলী-৭১২৪০৩, মহাশয়কে ৩.৩০ শতক সম্পত্তি, একুনে দুইটি পৃথক পৃথক বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতাদ্বয় **১)শ্রীমতী গোপা দে** স্বামী শ্রী পল্লব কুমার দে ও **২)শ্রী সঞ্জিত ঘাঁটি** পিতা শ্রী সহদেব ঘাটি, তাহাদের উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও হরিপাল ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু),**
চন্দননগর আদালত, হুগলী

PUBLIC NOTICE

That my client SAIYAD GIYASUDDIN lost/misplaced the original sale Deeds vide Being No. 02491/2018 & 00286/2021 registered at SR Jamalpur dated 28/09/2018 & 03/02/2021 which was in his custody. GDE Lodged at Jamalpur PS Vide GDE No. 1834, Dated 27/02/26. If anyone has any objection contact me with relevant documents within 7 days. Thereafter no claim will be accepted.

Pranayan Chandra
Advocate
Insta Legal Services
Mobile : 8777407081

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১লা মার্চ। ১৬ ই ফাল্গুন। রবি বার। ত্রয়োদশী তিথি। জন্মে কর্কট রাশি, অষ্টত্তরী চন্দ্র বিংশোত্তরী শনি র মহাদশা কাল , মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : পারিবারিক জীবনে কিছু হতাশা সহ সতর্কতা অবলম্বন। যে বান্ধবকে বিশ্বাস করে পথে পা বাড়িয়েছিলেন, তার থেকে বিরূপ মন্তব্যে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। শ্বশুর বাড়ির দুই সদস্য আজ উপকারে আসবে। হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরার কথা। ঋণ বিষয় বৃথা তর্ক বিবাদ। শিবাষ্টক মন্ত্র পাঠ করুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : শুভ। যদি ধৈর্য ধরতে পারেন তবে, বিবাদের পরিণতি আপনার পক্ষে আসবে। যে সন্তানকে নিয়ে বিব্রত ছিলেন আজ তার মুখ থেকে সত্যতা জানতে পারবেন। ঋণ গ্রহণে বাধা। ব্যাংক ইন্সুরেন্স সম্পর্কিত বিষয় সতর্ক থাকা শুভ। বেতন ভুক কর্মচারিদের উন্নতি কিছু যোগ তৈরী হবে। শ্রী শ্রী চন্ডীপাঠে শুভ।

মিথুন রাশি : প্রেমিক কে বিশ্বাস করে সর্বস্ব দিয়েছেন, আজ তার আজ তার মুখ থেকে ঐ শব্দগুলি শুনবেন-ভেবেছিলেন কি? হঠাৎ ভুল বোঝাবুঝি, দাম্পত্যে বিবাদ। কেমন যেন প্রেমহীন দুনিয়া। প্রেমে বিতর্ক। বিদ্যার্থীদের জন্যে দুশ্চিন্তা। যারা কর্ম প্রার্থী তাদের গুরুজনের উপদেশ অমৃত কাজে আসবে। মহাকালী জয়ন্তী মন্ত্র পাঠ।

কর্কট রাশি : পুরাতন বান্ধব দের থেকে সতর্ক থাকুন। দাম্পত্যে দুশ্চিন্তা। বিবাহ বিষয় আরো সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। যোটক বিচার মেলেনি - দাম্পত্যে মঙ্গল দ্বারা মাঙ্গলিক। এ বিবাহে শান্তি কোথায়? সন্তানের বিদ্যালয় কিছু বিতর্ক। এক ছাত্রীর মায়ের দ্বারা বিবাদ। আদ্যাস্ত্রত পাঠ শুভ।

সিংহ রাশি : নতুন উদ্যমে আবার, জমি জমা কৃষি জমিতে তে লাভ প্রাপ্তি। ইন্টারনেটের মাধ্যমে শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। সামান্য আয় বৃদ্ধি। অসৎ বান্ধবকে আর ছলনাময়ী নারীকে চিনে নিন। পথের সাথী করে লগ্নী করতে চলেছেন, যে ব্যক্তি মদতদাতা তার কাছে সংকল্প প্রকাশ করা উচিত নয়। শিবশক্তি মন্ত্র পাঠ।

কন্যা রাশি : বানিজ্যে শুভ। বিশেষত সাংবাদিক- লেখক মুদ্রণযন্ত্র বিষয়ক সম্পর্ক যুক্ত তাদের তাদের অর্থ প্রাপ্তি ও সৌভাগ্য যোগ। কিছু বিষয়ে মুখ না খোলাতে সম্মান প্রাপ্তি। নিশ্চুপ ও হাসি, আজ কর্মযোগে শুভ। শিবতান্ডব স্রোত্র পাঠ করুন শুভ।

তুলা রাশি : কর্ম সংকল্প গোপনে রাখা ভালো। তিনি কি আপনার মনন শক্তিকে শ্রদ্ধা করেন? তিনি কি সত্যি আপনার আপনজন? তবে বৃথা তর্ক বিবাদ কেনো? বিদ্যালয় যে সমস্যা চলছে, সন্তানের কারণে তার সমাধান করবেন আপনার প্রতিবেশী স্বজন। আদ্যাস্রোত পাঠে শান্তি।

বৃশ্চিক রাশি : আজ লগ্নিকরা অর্থ দ্বারা শুভ সৌভাগ্য যোগ। প্রতিবেশী তো সর্বদাই আপনার সঙ্গ চান। কিন্তু আপনি তাদের থেকে কেনো দূরে থাকছেন? বিবাহে মাঙ্গলিক দোষ, বিবাদ নিশ্চিত। যাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখছেন তিনিকি সত্যি আপনার আপনজন? শনিমন্ত্র পাঠ করুন।

ধনু রাশি : কর্মে উন্নতি র সুযোগ আছে। বানিজ্যিক শুভ। বিদ্যার্থীদের একপ্রকার। উচ্চবিদ্যা না বিদেশ যাত্রা করে যারা প্রতিষ্ঠিত হতে চান-সুবর্ণ সুযোগ। আজ সৌভাগ্য প্রতিবেশীর ঈর্ষা আপনাকে আরো জেদী করে তুলবে। গণেশ সঙ্কট নাশিনী স্ত্রত্র পাঠ।

মকর রাশি : সুস্থতা বৃদ্ধি হবে। ধনলাভ। পরিবারে সতর্ক থাকা শুভ। বিত্তের সঠিক লগ্নিতে বুদ্ধির প্রয়োজন। সন্তানের কথায় সায় দিলে-বিতর্ক বাড়বে। জীবন জীবিকার প্রয়োজনে অন্যের দেওয়া পরামর্শের দ্বারা লাভ প্রাপ্তি। কালিমন্ত্র জপে শান্তি।

কুম্ভ রাশি : সতর্ক থাকা ভালো। কোনো আপন জনের রূঢ় বাক্য মনে কষ্ট দেবে। অযথা বিবাদ বিতর্ক। যারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এ কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি। অলংকার দ্রব্যের বানিজ্যে ধনলাভ। গৌরী মন্ত্র পাঠে শুভ।

মীন রাশি : বাড়ির পরিবেশে তৃতীয় ব্যক্তির কারণে বিতর্ক। প্রতিবেশীর দুঃখ প্রাপ্তি। মন দিয়ে ভালোবেসেও মন পেলেন কি? বৃথা ব্যায় বৃদ্ধি। দুর্গা মন্ত্র জপ করুন। বিদ্যার্থী দের সুযোগের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে

বিজ্ঞপ্তি

জেলা হুগলীর জেলা জজ আদালত
২০২৪ সালের ২২ নং দেওয়ানী আপীল মোকর্দ্দমা
আপীল্যান্ট: মহঃ ইলিয়াস মল্লিক
রেসপনডেন্ট: আব্দুল আলিম মল্লিক দীং

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, উপরোক্ত আপীল মোকর্দ্দমায় আপীল্যান্ট নিম্ন লিখিত রেসপনডেন্ট ও অপরাপর ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আনয়ন করিয়াছেন যাহাদের মধ্যে আপনারা রেসপনডেন্টগণ অর্থাৎ **(৩) আব্দুল কালাম মল্লিক**, পিতা-মৃত সোহরব মল্লিক **(৪) গোমিয়া বেগম**, স্বামী- হাবিবর রহমান, **(৯) রুমজান আলি মল্লিক (১১) আমজাদ আলি মল্লিক** উভয়ের পিতা- মৃত বাসেদ আলি মল্লিক **(১৪) রজব আলি মল্লিক (১৫) মহঃ আলি মল্লিক** উভয়ের পিতা- মৃত সামসের আলি মল্লিক, সকলের সাং- কলুপুকুর, পোঃ- হাতনী, থানা- পান্ডুয়া, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২১৩৪,

আপনাদের জানানো যাইতেছে যে, উপরোক্ত মোকর্দ্দমায় আপনারা রেসপনডেন্ট শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন এবং আপনারা বারংবার কোর্টের সমন এড়াইয়া যাইতেছেন। আপনারা এই বিজ্ঞপ্তি জারীর দিন হইতে ৩০ দিনের মধ্যে স্বয়ং বা ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তির মাধ্যমে উপরোক্ত মোকর্দ্দমায় হাজির হইবেন অন্যথায় আপনাদের বিরুদ্ধে মোকর্দ্দমা একতরফা প্রসিড করিবে।

আপীল্যান্টের পক্ষে
সুপর্ণা দে (উকিলবাবু)

আদেশানুসারে
অভিজিৎ ব্যানার্জী (সেরেস্তাদার)
জেলা হুগলীর জেলা জজ আদালত।

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **১)শ্রী কুন্তল কুমার গোস্বামী** ও **২)শ্রী কৌশিক কুমার গোস্বামী** উভয়ের পিতা ৺কুসুম কুমার গোস্বামী, উভয়ের সাকিম ১৯ শিমূলতলা ভদ্রকালী, ভদ্রকালী, উত্তরপাড়া, হুগলী-৭১২২৩২ মহাশয়গণ বিগত ইং ১৮/১১/২০২১ তারিখে ডি.এস.আর.-II, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-00104/2021 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাকে (**শ্রী জিৎ গোস্বামী** পিতা ৺রাজ কুমার গোস্বামী সাকিম গোস্বামী মালিপাড়া, দাদপুর, হুগলী-৭১২৩০৫) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত আমমোক্তারনামা বলে নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি আমি বিগত ইং ২৮/০১/২০২২ তারিখে ডি.এস.আর.-II, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-00678/2022 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী প্রশান্ত সাঁতরা** পিতা দুর্যোধন সাঁতরা, সাকিম পোপাই, গোস্বামী মালিপাড়া, দাদপুর, হুগলী-৭১২৩০৫ মহাশয়কে ১৫ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি। তপশীল - জেলা হুগলী, থানা দাদপুর, মৌজা ধনিজপুর, ১২২ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ৬৫ নং খতিয়ান হইতে আর.এস. তথা হাল এল.আর. ২১, ২২, ২৩, ২৫ ও ১৭৪ নং দাগে কমবেশী ১৫ শতক সম্পত্তি অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **শ্রী প্রশান্ত সাঁতরা** পিতা দুর্যোধন সাঁতরা, তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পোলবা-দাদপুর ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি-**শ্রী জিৎ গোস্বামী (আমমোক্তার)**

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। **মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।**

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২**

শ্যাম কমিউনিকেশন,
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

এসআইআর তালিকা নিয়ে বিস্ফোরক শুভেন্দু নিশানায় রাজ্য সরকার ও বিএলওরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এসআইআর-এর চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের পর তীব্র আক্রমণ শানালেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। রাজ্যের প্রশাসন, বিএলও থেকে শুরু করে মুখ্যমন্ত্রী; কারও প্রতি রেয়াত করেননি তিনি। সরাসরি প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়ে তাঁর মন্তব্য, যাঁরা বাংলার কথা বলে, বাংলা সংস্কৃতির কথা বলে, তাঁরা হায়দরাবাদ থেকে লোক এনে এখানে সাংসদ বানাচ্ছে; এটাই কি বাংলা? তালিকা ঘিরে অনিয়মের অভিযোগ তুলে শুভেন্দুর দাবি, প্রথমে ছিল ৬৮ লক্ষ নাম। তারপর ৫-৬ লক্ষ অনুপস্থিত। শেষ পর্যন্ত ৬৩-৬৪ লক্ষ বাদ, ৬৫ লক্ষ রাখা হয়েছে। সবই ডিজিটাল ফুটপ্রিন্টের ভিত্তিতে হয়েছে। চাইলে কিছুই বদলানো যায় না। বিচারব্যবস্থার ভূমিকাও টেনে এনে তিনি বলেন, আমি ভিতরে যা খবর পাচ্ছি, বিচারব্যবস্থা খুব সিরিয়াস কাজ করছে। এটা ভালো লক্ষণ। বিএলও নিয়োগ নিয়ে কটাক্ষ করে তাঁর বক্তব্য, বিএলও কে নিয়োগ করেছে? রাজ্য সরকার। ভুল হলে দায়ও তাদের। আর এই রাজ্যে তো একটাই পোস্ট, বাকি সব ল্যাম্পপোস্ট। পাশাপাশি দাবি করেন, ১০ হাজার যে ভোটার

যাচ্ছেন, তার মধ্যে ৯ হাজার মুসলিম। ভবানীপুর ও নন্দীগ্রামের ফলাফল টেনে এনে শুভেন্দুর মন্তব্য, নন্দীগ্রাম নিয়ে যারা কথা বলছেন, তারা ভবানীপুরকে কাউন্টার করতে বলছেন। আমি এখানে তিনবার ওদের হারিয়েছি। পঞ্চায়েতে তিনবার হারিয়েছি। ১৭টি গ্রাম পঞ্চায়েত, ২টি পঞ্চায়েত সমিতি; সব জায়গায় তৃণমূল হেরেছে। সীমান্ত সিল করার প্রসঙ্গেও তিনি বলেন, ৪৫ দিনের মধ্যে সীমান্ত সিল হবে; এপ্রিল ৩০-এই শেষ দিন। সব মিলিয়ে এসআইআর তালিকা ঘিরে রাজনৈতিক উত্তাপ নতুন মাত্রা পেল বিরোধী দলনেতার এই বিস্ফোরক প্রতিক্রিয়ায়।

নিজের নামই নেই তালিকায়, দৌড়ে বেড়াচ্ছেন শিবপুরের বিএলও নবীনচন্দ্র

রাজীব মুখোপাধ্যায়

ভোটারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তথ্য যাচাই করেছেন তিনি। নতুন নাম তোলা থেকে পুরনো ভুল সংশোধন;সব দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে কাজ করেছেন দিনের পর দিন। অথচ চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের পর দেখা গেল, সেই বিএলও-র নিজের নামই নেই ভোটার তালিকায়। ঘটনাটি ১৭২ নম্বর শিবপুর বিধানসভার ৭৬ নম্বর পার্টের। সরকারি স্কুলশিক্ষক ও বুথ লেভেল অফিসার নবীন চন্দ্র সাধুখাঁর অভিযোগ, প্রয়োজনীয় সব নথি জমা দেওয়ার পরও তাঁর নাম বাদ পড়েছে। নিয়োগপত্র, শিক্ষাগত শংসাপত্র, পুরনো ওবিসি সার্টিফিকেট, আধার; সব দিয়েছি। ১৩টি গ্রহণযোগ্য নথির মধ্যে তিন ধরনের কাগজ জমা করেছি। তবু দেখলাম 'ডিলিট', ক্ষোভ ঝরে তাঁর গলায়। তাঁর দাবি, একই পার্টে আরও ৩৪ জনের নামও মুছে গেছে।

নবীনবাবু বলেন, ১৯৮৭ সাল থেকে কলকাতায় থাকি। ২০০২ সালে বাইরে কাজ করেছি ঠিকই, কিন্তু স্থায়ী ঠিকানা বদলাইনি। সব কাগজ দিয়েছি। জেলা নির্বাচন দপ্তরে যোগাযোগ করলে আশ্বাস মেলে, পরে ঠিক হবে। কিন্তু চূড়ান্ত তালিকায়ও নাম না থাকায় তিনি এখন ফর্ম ৬ জমা দিয়ে অপেক্ষায়।

অন্যদের পরিচয় যাচাই করেছি এতদিন, আজ নিজেরটাই প্রমাণ করতে হচ্ছে, বিএলও-র কণ্ঠে অসহায়তা স্পষ্ট। প্রশাসনের দাবি, নিয়ম মেনেই কাজ হয়েছে। তবু প্রশ্ন রয়ে যাচ্ছে; যিনি তালিকা তৈরির দায়িত্বে, তাঁর নামই যদি তালিকায় না থাকে, তবে দায় নেবে কে?

রামনবমী এবং দোলযাত্রায় বন্ধ ব্যাংক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শ্রী রামনবমী এবং দোলযাত্রা; দুই উৎসবেই পশ্চিমবঙ্গে ব্যাংকের শাখা পরিষেবা স্থগিত থাকবে। ফলে ওই দিনগুলিতে কাউন্টারে নগদ জমা-তোলা, চেক জমা বা নিষ্পত্তি, ডিমান্ড ড্রাফট ইস্যু, কেওয়াইসি সংক্রান্ত নথি যাচাইয়ের মতো শাখা-নির্ভর কাজ করা সম্ভব হবে না। উৎসবের মরশুমে যাতে আর্থিক লেনদেন আটকে না যায়, সে জন্য আগাম প্রস্তুতির পরামর্শ দিচ্ছে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ।

এক শীর্ষ ব্যাংক আধিকারিক বলেন, উৎসবের দিনগুলোতে শাখা বন্ধ থাকাটা স্বাভাবিক। তাই যাঁদের গুরুত্বপূর্ণ লেনদেন রয়েছে, তাঁরা আগে থেকেই পরিকল্পনা করুন। তাঁর কথায়, ব্যবসায়ী ও নিয়মিত বড় অঙ্কের অর্থ লেনদেনকারীদের বিশেষ সতর্ক থাকা প্রয়োজন। তবে গ্রাহকদের জন্য স্বস্তির খবর, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম সচল থাকবে। এটিএম থেকে নগদ উত্তোলন, ইউপিআইয়ের মাধ্যমে অর্থ প্রেরণ, নেট ব্যাংকিংয়ে তহবিল স্থানান্তর কিংবা মোবাইল অ্যাপে বিল পরিশোধ; এসব পরিষেবায় কোনও বিরতি নেই। অর্থাৎ জরুরি প্রয়োজনে ইলেকট্রনিক ব্যবস্থার উপর নির্ভর করাই একমাত্র ভরসা। ব্যাংক সূত্রের পরামর্শ, ছুটির তালিকা দেখে শাখায় যাওয়ার সময় ঠিক করুন। সংক্ষেপে, উৎসবের আনন্দে ব্যাঘাত না ঘটাতে আর্থিক কাজ আগেভাগে গুছিয়ে নেওয়াই বিচক্ষণতার পরিচয়।

দোলের দিনে দুপুরে শুরু মেট্রো, কমছে ট্রেনের সংখ্যা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দোলযাত্রা উপলক্ষে আগামী ৩ মার্চ, মঙ্গলবার শহরের মেট্রো চলাচলে বড়সড় পরিবর্তন আনছে মেট্রো রেল। দোলের দিন সকালবেলার বদলে অধিকাংশ লাইনে পরিষেবা শুরু হবে দুপুরের পরে, পাশাপাশি ট্রেনের সংখ্যাও উল্লেখযোগ্যভাবে কমানো হচ্ছে। ব্লু লাইনে দক্ষিণেশ্বর থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম পর্যন্ত এ দিন মোট ৬০টি ট্রেন চলবে; যেখানে সাধারণত চলে ২৭২টি। প্রথম ট্রেন দুপুর ২টা ৩০ মিনিটে নোয়াপাড়া থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম, একই সময়ে শহিদ ক্ষুদিরাম ও দক্ষিণেশ্বর থেকেও যাত্রা শুরু হবে। তবে দক্ষিণেশ্বর থেকে মহানায়ক উত্তমকুমারমুখী রাত ৯টা ৩৮ মিনিটের ট্রেনটি বাতিল থাকছে। হাওড়া ময়দান থেকে সল্টলেক সেক্টর ফাইভমুখী গ্রিন লাইনে ৪৫টি ট্রেন চলবে। প্রথম ট্রেন বিকেল ৩টা নাগাদ দু'দিক থেকেই ছাড়বে। ইয়েলো লাইনে নোয়াপাড়া, জয়হিন্দ বিমানবন্দর রুটে ৪৪টি, পার্পল লাইনে জোকা,মাঝেরহাটে

পিলখানা হত্যাকাণ্ডে সিআইডির ঝটিকা অভিযান, উদ্ধার দুই আগ্নেয়াস্ত্র

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: হাওড়ার পিলখানায় ভোরের গুলিচালনার ঘটনায় তদন্ত এখন দ্রুতগতিতে। গোলাবাড়ি থানা এলাকার এই হত্যাকাণ্ডে রাজ্য সিআইডি দায়িত্ব নেওয়ার পরেই ময়দানে নামেন ডিআইজি ইন্দ্র চক্রবর্তী। বুধবার ভোরের রক্তাক্ত ঘটনার সূত্র খুঁজতে তিনি নিজে দল নিয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। সম্ভাব্য সব প্রমাণ, নজরদারি ক্যামেরার ফুটেজ এবং গুলিচালনার নির্দিষ্ট জায়গা খুঁটিয়ে দেখা হয়। তদন্তের অগ্রগতিতে বড় সাফল্য মিলেছে বৃহস্পতিবার রাতে। পুলিশি হেপাজতে জেরা চলাকালীন ধৃত মহম্মদ ওয়াকিল ওরফে মুন্নার দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে কলকাতার বউবাজার থানার অন্তর্গত তাঁর বাড়ির জলের ট্যাঙ্ক থেকে উদ্ধার হয়েছে দুটি আগ্নেয়াস্ত্র ও দুটি ম্যাগাজিন। তদন্তকারীদের দাবি, ২৫ ফেব্রুয়ারি সকালে হত্যার ঘটনার পর মূল অভিযুক্ত হারুন ও রফাকত অস্ত্রগুলি তাঁর কাছেই রেখে যায়।

শহরে নারী নিরাপত্তা জোরদার করতে পিঙ্ক বুথের উদ্বোধনের সঙ্গে, 'শাইনিং' নামে একাধিক সর্ব-মহিলা মোবাইল প্যাট্রোল টিমের সূচনা হল। এদিন উপস্থিত ছিলেন নগরপাল সুপ্রতিম সরকার।

কলকাতার নয়া শেরিফ গৌতম ঘোষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতার নতুন শেরিফ হলেন বিশিষ্ট চিত্রপরিচালক গৌতম ঘোষ। কলকাতা হাইকোর্টের সুপারিশের ভিত্তিতে এবং রাজ্য সরকারের অনুমোদনক্রমে তাঁর নাম মনোনীত হয়েছে বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে। আগামী এক বছরের জন্য তিনি এই পদে দায়িত্ব পালন করবেন। প্রথা অনুযায়ী, শহরের বিশিষ্ট নাগরিকদের মধ্যে থেকে তিন জনের একটি প্যানেল তৈরি করে কলকাতা হাইকোর্ট রাজভবনে পাঠায়। সেখান থেকে রাজ্যপাল একজনকে শেরিফ পদে নিয়োগ করেন। সেই প্রক্রিয়া মেনেই এ বার গৌতম ঘোষকে মনোনীত করা হয়েছে। ঐতিহাসিক এই পদ বর্তমানে সারা দেশে কার্যত দু'টি শহরেই চালু; কলকাতা ও মুম্বই। নাগরিক জীবনের বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে শেরিফের ভূমিকা মূলত সম্মানসূচক হলেও, শহরের ঐতিহ্যের সঙ্গে এই পদ জড়িয়ে রয়েছে দীর্ঘদিন ধরে।

ফর্ম ৪

কেন্দ্রীয় সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন নিয়মাবলির (১৯৫৬) ৮-ধারা অনুযায়ী নিম্নলিখিত জ্ঞাতব্য বিষয় প্রকাশিত হল।

১.	প্রকাশস্থান	: ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্নার, ৪র্থ তল, রুম নং ৩০৬ (এস), কলকাতা ৭০০০০১
২.	প্রকাশকাল	: দৈনিক
৩.	মুদ্রক	: শ্রী কৃষ্ণানন্দ সিং
	নাগরিকত্ব	: ভারতীয়
	ঠিকানা	: অরবিন্দ টাওয়ার, ফ্ল্যাট নং ৯/৬, ২৪২/১বি, এ.পি.সি. রোড, কলকাতা-৭০০০০৪
৫.	সম্পাদক	: শ্রী সন্তোষ কুমার সিং
	নাগরিকত্ব	: ভারতীয়
	ঠিকানা	: এইচ নং. ৩, বি এল. নং.১৮ মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা জগদ্দল, জেলা ২৪ পরগনা (নর্থ) পিন ৭৪৩১২৫
৬.	যে সকল ব্যক্তি এই সংবাদপত্রের মালিক এবং যাঁহারা মোট মূলধনের এক শতাংশের অধিক অংশীদার বা শেয়ার গ্রহীতা, তাঁহাদের নাম ও ঠিকানা	ক) শ্রীমতী সুধা সিং, অরবিন্দ টাওয়ার ফ্ল্যাট নং ৯/৬, ২৪২/১বি, এ.পি.সি. রোড, কলকাতা-৭০০০০৪ খ) শ্রী কৃষ্ণানন্দ সিং, অরবিন্দ টাওয়ার, ফ্ল্যাট নং ৯/৬, ২৪২/১বি, এ.পি.সি. রোড, কলকাতা-৭০০০০৪ গ) শ্রী সন্তোষ কুমার সিং, এইচ নং. ৩, বি এল. নং.১৮ মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা: জগদ্দল, জেলা: ২৪ পরগনা (নর্থ) পিন ৭৪৩১২৫

আমি, কৃষ্ণানন্দ সিং এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে, উপরোক্ত তথ্যগুলি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

স্থান কলকাতা
তারিখ ০১/০৩/২০২৬

স্বা/-
কৃষ্ণানন্দ সিং
প্রকাশক

সীমান্তরক্ষী বাহিনীকে ১০৫ একর জমি হস্তান্তরের প্রক্রিয়া শুরু করল রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সীমান্ত নিরাপত্তা জোরদার করতে সীমান্তরক্ষী বাহিনীকে ১০৫ একর জমি হস্তান্তরের প্রক্রিয়া শুরু করল রাজ্য সরকার। ওই জমিতে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের পাশাপাশি একাধিক বর্ডার আউটপোস্ট গড়ে তুলবে বিএসএফ। কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলিকে জমি দেওয়ার প্রস্তাব খতিয়ে দেখতে গঠিত মন্ত্রিগোষ্ঠী শুক্রবার নবান্নে প্রথম বৈঠক করে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে গঠিত এই মন্ত্রিগোষ্ঠীতে রয়েছেন পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, বিদ্যুৎমন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস এবং ভূমি সংস্কার দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য।

ধর্মতলা চত্বরে স্বস্তি ফেরাতে শৌচালয় গড়ার উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ধর্মতলা: পিয়ারলেস হোটেলের কাছে ধর্মতলা-এসপ্ল্যানেড ক্রসিং-এ নতুন পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেটের শিলান্যাস করলেন ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডের পুরমাতা প্রিয়াঙ্কা সাহা ও একই ওয়ার্ডের প্রাক্তন পুরপিতা গোপাল চন্দ্র সাহা। ব্যস্ততম এই জায়গায় শৌচাগার হলে ধর্মতলা-এসপ্ল্যানেড এলাকার প্রতিদিনের যাত্রী, দোকানদার এবং আগত যাত্রীরা যে অসুবিধের মধ্যে পড়তেন, তার সুরাহা যেমন হবে, তেমন স্যানিটাইজেশনের ফলে স্বস্তি ফিরবে। ব্যস্ততম এই এলাকাকে দীর্ঘদিন ধরেই পরিচ্ছন্ন রাখার কাজ করে চলেছেন গোপালচন্দ্র সাহা।

একদিন
আমার শহর

কলকাতা ১ মার্চ ২০২৬, ১৬ ফাল্গুন ১৪৩২ রবিবার

চমকপ্রদ পরিসংখ্যান উত্তর কলকাতায়

নিষ্পত্তিহীন প্রায় ৪০ হাজার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যে বিশেষ সংশোধন অভিযানের পর প্রকাশিত হল ভোটার তালিকার চূড়ান্ত সংস্করণ। কমিশনের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, সংশোধন শুরুর আগে ভোটারের সংখ্যা ছিল ৭ কোটিরও বেশি ৬৬ লক্ষ। চূড়ান্ত তালিকায় তা নেমে দাঁড়িয়েছে ৭ কোটি ৮ লক্ষ ১৬ হাজার ৬৩০। অর্থাৎ কয়েক লক্ষ নাম তালিকা থেকে সরে গিয়েছে। ফর্ম,৭ এর মাধ্যমে বাদ পড়েছে ৫ লক্ষ ৪৬ হাজার ৫৩ জনের নাম। ৫৮ লক্ষেরও বেশি এনুমারেশন ফর্ম জমা না পড়ায় বিপুল সংখ্যক নাম ঝুঁকির মুখে পড়ে। এখনও ৬০ লক্ষ ৬ হাজার ৬৭৫টি আবেদন নিষ্পত্তির অপেক্ষায়। নতুন করে ফর্ম, ৬ ও ৬ এ মারফত যুক্ত হয়েছেন ১ লক্ষ ৮২ হাজার ৩৬ জন ভোটার। ১৩ টি নির্ধারিত ডকুমেন্টের ভিত্তিতেই এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে বলেই কমিশন জানিয়েছে।

কমিশনের বক্তব্য, সমস্ত বিধি মেনেই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। কারও নাম বাদ গেলে আইনি পথে চ্যালেঞ্জ করা যাবে। একইসঙ্গে তাঁরা

স্বীকার করেছে, এত বৃহৎ কর্মযজ্ঞে ত্রুটি ঘটতেই পারে, ইচ্ছাকৃত হলে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। জানা গিয়েছে, এই কাজে যুক্ত ছিলেন ৫ লক্ষেরও বেশি সরকারি কর্মী এবং ৮টি স্বীকৃত দলের ২ লক্ষ ১০ হাজার বুথস্তরের প্রতিনিধি।

জেলা ভিত্তিক পরিসংখ্যানেও চমক রয়েছে। নন্দীগ্রামে মোট ১০ হাজার ৯৯৪ নাম বাদ পড়েছে, যার মধ্যে চূড়ান্ত তালিকায় ৩৯৫ এবং এখনও ১০ হাজার ৬০০ মামলা বিচারাধীন। পূর্ব মেদিনীপুরে মোট বাদ ২ লক্ষ ২৫ হাজার ৯৩৬; চূড়ান্ত তালিকায় ৮৪ হাজার এবং খসড়ায় ১ লক্ষ ৪১ হাজার ৯৩৬ নাম বাদ গিয়েছিল। তালিকা ঘিরে বিতর্ক থামার লক্ষণ নেই।

এদিকে, চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের পর সামনে এসেছে উত্তর কলকাতার চমকপ্রদ পরিসংখ্যান। খসড়া পর্যায়ে যেখানে ৩ লক্ষ ৯০ হাজার নাম বাদ গিয়েছিল, সেখানে শেষ তালিকায় আরও ১৭ হাজার নাম মুছে যাওয়ায় মোট বাদ পড়া সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪ লক্ষ ৭ হাজার। পাশাপাশি প্রায় ৪০ হাজার নাম এখনও নিষ্পত্তিহীন অবস্থায় রয়েছে।

এই বিপুল বিয়োজনকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক তরজা তুঙ্গে। বিশেষ করে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে উত্তর কলকাতার সমীকরণ নিয়ে শুরু হয়েছে কড়া বিশ্লেষণ। বিজেপির রাজ্য সহ-সভাপতি তাপস রায়, যিনি গত লোকসভা নির্বাচনে উত্তর কলকাতা কেন্দ্র থেকে প্রার্থী হয়েছিলেন, সরাসরি শাসক দলকে নিশানা করেছেন। তাঁর কথায়, এই সমস্ত ভোট নিয়েই তো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জিততেন। উনি তো লোকসভা নির্বাচনের পর বলেওছিলেন, আমি না নামলে উত্তর কলকাতা হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল। তাহলে সর্বসাকুল্যে কত ভোট বাদ গেল? এর থেকেই তো বোঝা যায়, ওরা এইভাবে পুরসভা, বিধানসভা, লোকসভা সমস্ত দখল করবে। আর রাজ্যসভায় গায়ক-গায়িকা, নায়ক-নায়িকা, অবাঙালিদের পাঠাবে। ঝরে পড়ছে বাঙালির অস্মিতা। মৃত ভোটার, স্থানান্তর বা একাধিক স্থানে নাম থাকা; এসব কারণ দেখিয়েই বাদ পড়ার ব্যাখ্যা দিচ্ছে কমিশন। তবে রাজনৈতিক অভিঘাত কতদূর গড়াবে, এখন সেটাই বড় প্রশ্ন।

বিধানসভা নির্বাচনের আগে ফের আইপিএস স্তরে বদল, রুটিন বদলি বলে দাবি!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিধানসভা নির্বাচনের আগে আবারও আইপিএস বদল। মোট ১৩ জন আইপিএস-এর বদলির নির্দেশ এল ভোটের মুখে। রুটিন বদলি বলে দাবি করা হয়েছে। গত ২৫ ফেব্রুয়ারিই রাজ্য পুলিশে রদবদল করা হয়। পূর্ব মেদিনীপুরের দায়িত্বে নিয়েছেন পারিজাত বিশ্বাস। পূর্ব মেদিনীপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের পদ থেকে বদলি করা হল মিতুন দে-কে। জিআরপি খড়্গপুর ডিভিশনের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পদে বদলি করা হয় তাঁকে। ব্যারাকপুরে ডিসি সাউথের দায়িত্ব সামলাবেন দ্যুতিমান ভট্টাচার্য। আর পাপিয়া সুলতানাকে বদলি করা হয়েছে ব্যারাকপুরের ডিএসি-এসপি পদে। পাশাপাশি কে শর্বরী রাজকুমারকে হাওড়ার যুগ্ম কমিশনার পদ থেকে সিআইডি-তে গেলেন ডিআইজি পদমর্যাদা নিয়ে। একইসঙ্গে হাওড়ার যুগ্ম কমিশনার পদে গেলেন গৌরব লাল। অন্যদিকে ব্যারাকপুর এসএসএফ ব্যাটেলিয়নে গেলেন আইপিএস প্রবীণ প্রকাশ।

এছাড়াও, ডিআইজি রায়গঞ্জ পদ থেকে ডিআইজি মুর্শিদাবাদ পদে বদলি হলেন সুধীর নীলকান্ত। এডিজি সিআইডি থেকে এডিজি-আইজি ওয়েস্টার্ন জোনে বদলি করা হল বিশাল গর্গকে। এদিকে রাজেশ কুমার যাদব আইজি উত্তরবঙ্গ থেকে আইজি বাঁকুড়া রেঞ্জে বদলি করা হল। এছাড়াও শীষরাম ঝাঁঝারিয়া আইজি ট্র্যাফিক পদের দায়িত্বে পাঠানো হয়েছে। অন্যদিকে উত্তরবঙ্গে আইজি হিসেবে বদলি করা হল সুকেশ জৈনকে। এছাড়াও সৈয়দ ওয়াকার রাজা ডিআইজি জলপাইগুড়ি রেঞ্জে বদলি হলেন। পাশাপাশি ডিআইজি রায়গঞ্জ পদে বদলি হলেন সন্তোষ নিম্বলকর।

জানা যাচ্ছে, নিয়ম মেনে রুটিন রদবদল করা হয়েছে। তবে সিআইডি ডিআইজি পদে রদবদল নিয়ে একাধিক জল্পনা ছড়িয়েছে। কারণ হাওড়ায় প্রোমোটার খুনে সদ্য তদন্তভার নিয়েছে সিআইডি। তারপরই এই রদবদল।

প্রাক্তন প্রেমিকের সঙ্গে নতুন প্রেমিকের বচসা, ছুরিকাহত ৩, গ্রেপ্তার অভিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: প্রাক্তন প্রেমিকের সঙ্গে নতুন প্রেমিকের বচসা। তারই জেরে রাস্তার উপর পুরনো প্রেমিক ও তার দুই বন্ধুকে ছুরি দিয়ে কোপাল নতুন প্রেমিক। এরপর স্থানীয়রা রক্তাক্ত অবস্থায় তিন বন্ধুকেই হাসপাতালে নিয়ে যান বলে খবর। আর এই ঘটনায় উত্তর কলকাতার জোড়াবাগান থানার পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হয়েছেন অভিযুক্ত 'নতুন প্রেমিক' সুদীপ্ত মণ্ডল।

এই ঘটনায় পুলিশের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, উত্তর কলকাতার যোগেন দত্ত লেনের বাসিন্দা শুভজিৎ রায়ের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক ছিল ডানলপ অঞ্চলের বাসিন্দা এক যুবতীর। দু'জনের মধ্যে ভালো সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কিন্তু মাঝখানে এসে পড়ে সুদীপ্ত মণ্ডল নামে ওই অভিযুক্ত যুবক। তার সঙ্গে কথা বলতে শুরু করেছিলেন যুবতী। ক্রমে সুদীপ্তর প্রেমে পড়ে যান তিনি। বেশি সময় দিতে থাকেন তাঁর নতুন প্রেমিককে। এই পরিবর্তন নজর এড়ায়নি পুরনো প্রেমিক শুভজিতের। এরপর খোঁজখবর

নিতেই বিষয়টি জানতে পারেন। এরপরই যুবতীর সঙ্গে প্রায়সই বচসায় জড়িয়ে পড়তে থাকেন তিনি। এদিকে সুদীপ্ত বিষয়টি জানতে পারে। সে তাঁর নতুন প্রেমিকাকে বলে, রবীন্দ্র সরণিতে পুরনো প্রেমিককে ডেকে নিয়ে আসতে। তাঁরা গোলমাল মিটিয়ে নেবে। কিন্তু ওই যুবতীও জানতেন না যে, তাঁর উদ্দেশ্য ছিল অন্য। সে সঙ্গে নিয়ে এসেছে ধারালো অস্ত্র। রবীন্দ্র সরণিতে পৌঁছনো মাত্রই সুদীপ্ত শুভজিৎ নামে ওই যুবককে হুমকি দিতে শুরু করে। রাস্তায় শুরু করে গালিগালাজ। বেগতিক বুঝে শুভজিৎ দুই বন্ধু রাজা সিং ও জিষ্ণুদীপ পোড়েলকে ডেকে নিয়ে আসেন।

এলাকার বাসিন্দারা পুলিশকে জানিয়েছেন, বন্ধুরা আসার পরও গোলমাল করতে থাকে সুদীপ্ত। বচসা চলাকালীন পকেট থেকে ধারালো অস্ত্র বের করেন তিনি। প্রথমে আক্রমণ করেন শুভজিৎকে। রাজা বাধা দিলে তাঁর পেটে ছুরি দিয়ে আঘাত করে। তিনি রক্তাক্ত অবস্থায় বসে পড়েন রাস্তায়। তা দেখে বাকি দুই বন্ধু সুদীপ্তকে থামাতে যান। তখনই তাঁদেরই উপর ছুরি নিয়ে চড়াও হয় ওই যুবক। তাঁরাও এই ঘটনায় আহত হন। ঘটনার পর সুদীপ্ত ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। তিনজনকে রক্তাক্ত অবস্থায় এলাকার বাসিন্দারা হাসপাতালে নিয়ে যান। জোড়াবাগান থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করে। তল্লাশি চালিয়ে সুদীপ্ত মণ্ডলকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে।

আজকে ইডেনে ম্যাচ, শেষে রাতেও চলবে বিশেষ মেট্রো

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ইডেন গার্ডেন্সে ১ মার্চ ২০২৬, আজ আয়োজিত ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ টি-২০ বিশ্বকাপ ম্যাচ উপলক্ষে রাতের শেষে অতিরিক্ত মেট্রো পরিষেবার ঘোষণা করল মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ। ২৮ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, খেলা শেষ হওয়ার পর দর্শকদের বাড়ি ফেরার সুবিধার্থে ব্লু লাইনে দু'টি বিশেষ ট্রেন চালানো হবে। এই অতিরিক্ত পরিষেবা দুটি ছাড়বে এসপ্ল্যানেড স্টেশন থেকে রাত্রি ১১টা ১৫ মিনিটে। একটি যাবে দক্ষিণেশ্বর অভিমুখে, অন্যটি শহিদ ক্ষুদিরাম স্টেশনের দিকে। পথে প্রতিটি স্টেশনে দাঁড়াবে ট্রেনগুলি, যাতে বিভিন্ন প্রান্তের যাত্রীরা সমানভাবে সুবিধা পান। তবে এই বিশেষ ট্রেনগুলির জন্য টিকিট মিলবে শুধুমাত্র এসপ্ল্যানেড স্টেশনের কাউন্টার থেকে। অন্য কোনও স্টেশনে বুকিংয়ের ব্যবস্থা থাকছে না বলে স্পষ্ট করেছে কর্তৃপক্ষ। মেট্রো রেলের এক আধিকারিক বলেন, বড় ম্যাচের দিনে দর্শকের চাপ সামলাতে আমরা সবরকম প্রস্তুতি নিচ্ছি। নিরাপদ, স্বচ্ছন্দ ও সাশ্রয়ী যাত্রা নিশ্চিত করাই আমাদের লক্ষ্য। বিশ্বকাপের উন্মাদনার মধ্যেও যাতে পরিবহণে ভোগান্তি না হয়, সেদিকেই জোর দিচ্ছে শহরের প্রাচীনতম গণপরিবহণ সংস্থা। রাতের অতিরিক্ত ট্রেন পরিষেবা তাই ক্রিকেটপ্রেমীদের কাছে নিঃসন্দেহে স্বস্তির খবর।

কলকাতা পুরসভায় ৫৮ জন অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগে স্থগিতাদেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতা পুরসভায় ৫৮ জন সহকারী ইঞ্জিনিয়ার (অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার) নিয়োগ প্রক্রিয়ার ওপর অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশ জারি করল মহামান্য কলকাতা হাইকোর্ট। গত ২৬ ফেব্রুয়ারি একটি রিট পিটিশনের পরিপ্রেক্ষিতে আদালত জানিয়েছে, মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত প্রস্তাবিত নিয়োগ কার্যকর করা বা এ বিষয়ে চূড়ান্ত কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাবে না। 'কেএমসি ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যান্ড অ্যালায়েড সার্ভিসেস অ্যাসোসিয়েশন'-এর দায়ের করা রিট পিটিশনের প্রেক্ষিতে এই নির্দেশ এসেছে। অভিযোগ উঠেছে, সহকারী ইঞ্জিনিয়ার পদের প্রচলিত নিয়োগ বিধিমালা যথাযথ আইনানুগ প্রক্রিয়া অনুসরণ না করেই পরিবর্তন করা হয়েছে এবং সেই সংশোধিত বিধির ভিত্তিতেই তড়িঘড়ি ৫৮ জনকে নিয়োগের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আবেদনকারীদের দাবি, এই পদক্ষেপ প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও

ন্যায়পরায়ণতার পরিপন্থী।

আদালত স্পষ্ট করে জানিয়েছে যে, সংশ্লিষ্ট এই নিয়োগ প্রক্রিয়া মামলার চূড়ান্ত রায়ের ওপর নির্ভরশীল থাকবে। ফলে বর্তমানে এই নিয়োগ প্রক্রিয়ায় কার্যত স্থগিতাদেশ বহাল রইল। অন্যদিকে, সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, প্রতিষ্ঠিত পরিষেবা-সংক্রান্ত নীতিমালা ও আইনের শাসন রক্ষার স্বার্থেই এই আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। তাঁরা আদালতের এই নির্দেশকে স্বাগত জানিয়েছেন এবং চূড়ান্ত রায়ের অপেক্ষায় রয়েছেন। উল্লেখ্য, এই নিয়োগ প্রক্রিয়া ঘিরে ইতিমধ্যেই পুরসভার অন্দরমহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। তবে কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন (কেএমসি) সূত্রে এখনও পর্যন্ত কোনো আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

শিল্পাঞ্চলে বন্ধ কলকারখানা খোলার দাবিতে টিটাগড়ে বিজেপির অভিনব প্রতিবাদ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলে বন্ধ কলকারখানা খোলার দাবিতে শনিবার বিজেপির ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলার যুব মোর্চার তরফে টিটাগড়ে অভিনব প্রতিবাদ প্রদর্শন করা হয়। তালপুকুর পেট্রোল পাম্পের সামনে থেকে পদযাত্রা শুরু হয়ে বিটি রোড ধরে টিটাগড়ের লুমটেক্স জুটমিল গেটের সামনে শেষ হয়। খালি গায়ে থালা বাজিয়ে প্রতিবাদীরা পদযাত্রায় যোগ দেন। উক্ত পদযাত্রায় যোগ দিয়ে বিজেপির ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলার যুব মোর্চার সভাপতি বিশাল জয়সওয়াল বলেন, রাজ্যে কর্মসংস্থান নেই। টিটাগড়ে লুমটেক্স ও এম্পায়ার জুটমিল বন্ধ। অথচ বিধায়ক রাজ চক্রবর্তীর উদ্যোগে টিটাগড় উৎসব করা হচ্ছে। শ্রমিক মহল্লার মানুষজন বিপন্ন। অথচ বিধায়কের কোনও হেলদোল নেই। বিশালের দাবি, কর্মসংস্থানের দাবিতে তাঁরা এদিন প্রতীকী প্রতিবাদ প্রদর্শন করেন।

নাম বাদ পড়লে অপেক্ষা নয়, দ্রুত প্রশাসনিক পদক্ষেপের পরামর্শ কমিশনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: চূড়ান্ত এসআইআর ভোটার তালিকা প্রকাশের পর বহু মানুষের মনে দুশ্চিন্তা; নিজের নাম খুঁজে না পেলে উপায় কী? নির্বাচন দপ্তর সূত্রে স্পষ্ট বার্তা, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই পদক্ষেপ নিতে হবে, নইলে সুযোগ হাতছাড়া হতে পারে। প্রথম ধাপে তালিকা প্রকাশের দিন থেকে গণনা করে ১৫ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা নির্বাচন আধিকারিকের কাছে লিখিত আপত্তি বা আবেদন জানাতে হবে। প্রয়োজনীয় নথি যুক্ত করে কেন নাম অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত, তা পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা জরুরি। এক নির্বাচন আধিকারিকের কথায়, সময়সীমার মধ্যে আবেদন এলে নিয়ম মেনেই তা খতিয়ে দেখা হবে।

জেলা স্তরে সন্তোষজনক সুরাহা না মিললে আবেদনকারী সরাসরি মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরে বিষয়টি উত্থাপন করতে পারেন। সেখানেও শুনানি ও নথি যাচাইয়ের সুযোগ থাকে। তবু যদি নাম পুনর্বহাল না হয়, তাহলে শেষ বিকল্প হিসেবে নতুন করে ভোটার হিসেবে নাম তোলার আবেদন করতে হবে। তার জন্য ফর্ম ৬ পূরণ করে জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক। তবে গুরুত্বপূর্ণ শর্ত; মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিনের অন্তত ১০ দিন আগে এই আবেদন দাখিল করতে হবে। অতএব নাম বাদ পড়লে অপেক্ষা নয়, দ্রুত প্রশাসনিক পথেই এগোনোর পরামর্শ দিচ্ছে নির্বাচন দপ্তর। সময়ই এখানে সবচেয়ে বড় ফ্যাক্টর।

ভোটার তালিকা ঘিরে নতুন প্রশ্ন, সরব শশী পাঁজা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এসআইআর-পরবর্তী চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ হতেই নতুন করে রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়েছে। নতুন সংযোজিত ভোটারদের স্বাগত জানালেও, বাদ পড়া নামগুলিকে ঘিরে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন শ্যামপুকুরের বিধায়ক ও রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজা। তাঁর প্রশ্ন; যোগ্য নাগরিকদের কেউ কি অযথা তালিকা থেকে বাদ গেলেন?

শশীর বক্তব্য, যাঁরা নতুন করে যুক্ত হয়েছেন, তাঁদের অভিনন্দন। কিন্তু কারা বাদ পড়লেন, কোন ভিত্তিতে বাদ দেওয়া হল, তা আমরা খতিয়ে দেখব। কোনও ন্যায্য ভোটারের অধিকার খর্ব হলে তা

মেনে নেওয়া হবে না। তিনি সতর্ক করেন, এমন ঘটনা ঘটলে নির্বাচন কমিশনের উপর মানুষের আস্থা নষ্ট হবে। দলীয় সূত্রে দাবি, প্রাথমিক পর্যায়ে প্রায় ১ কোটি ২০ লক্ষ নাম তালিকা থেকে বাদ গিয়েছিল। উত্তর কলকাতায় সংখ্যাটা ৪ লক্ষেরও বেশি বলে অভিযোগ। শ্যামপুকুর বিধানসভা এলাকাতেই ১,৬৩০ জনের নাম নেই বলে জানান শশী।

তাঁর আরও অভিযোগ, ২০০২ সালের তালিকায় আত্মীয়ের নাম থাকলে শুনানিতে না ডাকার নির্দেশ ছিল। তা মানা হয়নি। অন্য রাজ্যে এক নিয়ম, বাংলায় অন্য নিয়ম কেন? পাশাপাশি সাধারণ মানুষের ভোগান্তির কথাও তুলে ধরেন তিনি। তাঁর দাবি, ২০-৩০ কিলোমিটার দূরে শুনানি কেন্দ্রে ডেকে বৃদ্ধদের হয়রানি করা হয়েছে। তবে তিনি স্পষ্ট করেন, এসআইআর প্রক্রিয়ার বিরোধিতা নয়, আপত্তি ছিল সময়সীমা ও পদ্ধতি নিয়ে। চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশিত হলেও বিতর্ক থামেনি; এখন নজর কমিশনের ব্যাখ্যার দিকে।

টিকিট কালোবাজারি চক্রের খোঁজ পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আজ রবিবার, ১ মার্চ কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে মুখোমুখি হচ্ছে ভারত ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ। এই হাইভোল্টেজ, 'ডু অর ডাই' ম্যাচকে কেন্দ্র করে শহরজুড়ে উত্তেজনার পারদ এখন তুঙ্গে। কিন্তু এই উন্মাদনার সুযোগ নিয়ে সক্রিয় হয়ে উঠেছে টিকিট কালোবাজারি চক্র। সেই চক্রেরই একজনকে হাওড়ার শিবপুরের মন্দিরতলা এলাকা থেকে আটক করল পুলিশ। শিবপুর থানা সূত্রে খবর, গোপন সূত্রে খবর আসে জনৈক ব্যক্তি মন্দিরতলার কাছে চড়া দামে বিশ্বকাপের টিকিট বিক্রি করছে। তড়িঘড়ি অভিযান চালিয়ে পুলিশ অভিযুক্তকে হাতেনাতে ধরে ফেলে। ধৃতের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ ম্যাচের ৬টি টিকিট। যার মধ্যে ক্লাব হাউসের টিকিট আছে বলেও সূত্র মারফত জানা গিয়েছে। যদিও পুলিশ সরকারিভাবে এখনও কিছু বলতে নারাজ। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের পর পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত ব্যক্তি সাধারণ দর্শকদের আবেগকে পুঁজি করে কয়েক গুণ বেশি দামে টিকিটগুলো 'ব্ল্যাকে' বিক্রি করছিল। তার সঙ্গে কোনও বড়সড় চক্রের যোগ আছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে প্রশাসন। অভিযুক্ত ইতিমধ্যে কতগুলো টিকিট চড়া দামে বাজারে ছেড়েছে এবং তার কাছে আর কোনও টিকিট মজুত আছে কি না, তা জানতে জিজ্ঞাসাবাদ জারি রেখেছে পুলিশ।

এসআইআর তালিকা নিয়ে কমিশনকে দায়িত্ব স্মরণ করালেন শমীক ভট্টাচার্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এসআইআর-এর চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশকে ঘিরে রাজনৈতিক তরজা তুঙ্গে। শনিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য ৬০ লক্ষ ভোটার সংক্রান্ত প্রশ্নে সরাসরি অবস্থান স্পষ্ট করেন। তাঁর কথায়, এখনই নতুন করে বলার কিছু নেই। আমরা আগেই জানিয়েছি; সঠিক তালিকা না হলে ভোট নয়।

তিনি অভিযোগ করেন, তাঁদের পক্ষ থেকে ফর্ম-৭ নথি জমা দেওয়া হলেও পুলিশ সেগুলি নিয়ে গেছে। শমীকের দাবি, তাঁর বক্তব্য, এই ফর্ম-৭ সব রাজনৈতিক দলের থেকে দেওয়া হয়েছিল, পুলিশ সেগুলো নিয়ে গেছে, তার বেশ কিছু জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে।

কমিশনকে জানানোর পরেও সেগুলোর কোনো শুনানি হয়নি। সেটা করতেই হবে। এখনও এই ফর্ম-৭ যা জমা পড়েনি, সেগুলি জমা দিতেই হবে। প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ না হলে এ বিষয়ে মন্তব্যের অবকাশ নেই। শাসকদলকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, জ্ঞানেশ কুমারকে তার সম্পূর্ণ টিম নিয়ে এই রাজ্যে আসতেই হবে। যে রাজ্যের সীমান্ত ২২০০ কিলোমিটার বাংলাদেশের সঙ্গে রয়েছে, যেখানে ৫৬২ কিলোমিটার কোনো ফেনসিং নেই। যেখানে একটি সরকার প্রকাশ্যে অনুপ্রবেশকারীদের নাম ভোটার তালিকাতে ঢোকায়, সেই রাজ্যের ভোটার তালিকা সংশোধন আর বাকি রাজ্যের সঙ্গে কতটা পার্থক্য সেটা দেখতে তাকে এই রাজ্যে আসতে হবে। শমীকের ভাষায়, নির্বাচন কমিশনকে জনগণ নিরপেক্ষ ও ঝামেলাহীন দায়িত্ব দিয়েছে। সেটাই তাঁদের কর্তব্য। আমরা এখনও আশাবাদী; তাঁরা সেই দায়িত্ব পালন করবেন। শেষ পর্যন্ত কমিশনের ভূমিকার উপরই আস্থা রাখার কথা জানান তিনি। পুনরাবৃত্তি করে বলেন, আমরা আশা করছি, কমিশন আইন মেনে দায়িত্ব পালন করবে।

দোলে জাঁকিয়ে বসতে পারে গরম, আশঙ্কা আবহাওয়া দপ্তরের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মার্চের শুরুতেই দোল। এদিকে মার্চ আসার আগেই চড়চড়িয়ে বাড়ছে গরম। ফলে এই দোলের আগে গরম কতটা বাড়বে তা নিয়ে শুরু হয়েছে জল্পনা। এরই মধ্যে আলিপুর আবহাওয়া অফিস আবার শোনাল বৃষ্টির সম্ভাবনা। এমনকী, রয়েছে সামান্য ঝড়েরও পূর্বাভাস।

আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, আগামী সাতদিন দক্ষিণবঙ্গে শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে। শুধু উত্তরবঙ্গে আগামী দু'দিন পশ্চিমি ঝঞ্ঝার জন্য বিক্ষিপ্তভাবে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তবে রবিবার দার্জিলিংয়ে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। পরশুদিন মানে সোমবার থেকে আকাশ পরিষ্কার হয়ে যাবে। খানিক কুয়াশার সম্ভাবনাও রয়েছে উত্তরবঙ্গে। তিনদিন পরে উত্তরবঙ্গের তাপমাত্রা সামান্য বাড়বে। অন্যদিকে দক্ষিণবঙ্গের তাপমাত্রা ও আগামী তিনদিনে বাড়ার সম্ভাবনা। কলকাতা তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩২ এবং সর্বনিম্ন ২১ ডিগ্রি আশেপাশে থাকবে। ফলে রাতের যে শিরশিরানি ভাব অনুভূত হত, পুরোপুরিভাবে হারানোর পথে। দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়াও শুষ্কই থাকবে। হাওড়া, হুগলি, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, নদিয়া, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমানে শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে। দিনের বেলায় তাপমাত্রা বাড়তে থাকবে। বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই।

আগামী সাতদিন এমনই আবহাওয়া থাকবে।

এদিকে শনিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২০.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের তুলনায় ০.১ ডিগ্রি কম। আর সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল প্রায় ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের তুলনায় ০.৯ ডিগ্রি কম। তবে আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, মার্চের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে কলকাতায় দিনের তাপমাত্রা ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত ওঠার সম্ভাবনা রয়েছে। অর্থাৎ হোলি এবং দোলের সময় দক্ষিণবঙ্গে গরম খুব জাঁকিয়ে বসতে পারে।

সম্পাদকীয়

আরও একটা যুদ্ধ, এর কি কোনও প্রয়োজন ছিল?

দুনিয়ার ঘাড়ে আরও একটা যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া হল। সৌজন্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার দোসর ইজরায়েল। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের খবর, শনিবার মাঝরাত থেকে ইরানের রাজধানী তেহরানে একের পর এক বিমান হামলা হয়েছে। আমেরিকা ও ইজরায়েলের বিমানবাহিনী এই হামলা চালিয়েছে বলেই দাবি ইরানের। যদিও পেন্টাগনের তরফে এখনও সরকারি ভাবে এই হামলার দায় স্বীকার করা হয়নি। তেহরান থেকে একাধিক বিস্ফোরণের খবর মিলেছে। ইজরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী শনিবার সকালে এই অভিযানের খবর নিশ্চিত করেছেন। ফলে এটা নিশ্চিত ভাবেই বলে দেওয়া যায় যে মধ্যপ্রাচ্যে আরও একটা দীর্ঘস্থায়ী অশান্তি শুরু হল। এই হামলায় ভারত-সহ অনেক দেশই আশঙ্কায়। এমনিতেই বিশ্ব জুড়ে রাজনৈতিক অস্থিরতা তুঙ্গে। ফের নতুন করে আরও একটা যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া হল বিশ্ববাসীর ওপর। একদিকে আড়াই বছর পেরিয়ে রাশিয়া, ইউক্রেন যুদ্ধ তো চলছেই। সমাধানের কোনও দেখা নেই। ইজরায়েল ও হামাসের সংঘর্ষ কিছুটা স্তিমিত। কিন্তু যখন, তখন লেগে যেতে পারে ফের। আমেরিকা, ভেনেজুয়েলার পারস্পরিক উত্তাপও কম নয়। যদিও সেখান থেকে এখনও সামরিক হামলার খবর নেই। সদ্য যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে আমাদের দুই নিকট প্রতিবেশী পাকিস্তান ও আফগানিস্তান। এরই মধ্যে এবার ইরান আক্রমণ করে ষোলোকলা পূর্ণ করল ডোনাল্ড ট্রাম্পের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ইরানের পরমাণু কর্মসূচি বরাবরই মার্কিন প্রভুদের চক্ষুশূল। একে অজুহাত বানিয়ে আমেরিকার নজর ইরানের তৈল ভাণ্ডারের দিকেই। এই নিয়ে দু'দেশের পুরনো বিরোধ। এর জেরে দীর্ঘদিন ধরে ইরানের ওপর একাধিক আর্থিক নিষেধাজ্ঞা চাপিয়ে রেখেছে তারা। এর ফলে নাভিশ্বাস উঠলেও মাথা নত করতে নারাজ খোমেইনি প্রশাসন। সম্প্রতি হামাসের সঙ্গে ইজরায়েলের লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়ে ইরান। তারপর থেকেই চরমে উঠেছে বিরোধ। এবার শুরু হল সামরিক হামলা। এর প্রভাব পড়বে অনেক দেশেই। কারণ, মধ্যপ্রাচ্য থেকে তেল আমদানি করে অনেক দেশ। তারাও বিপাকে পড়বে। তবে দ্বিতীয় বৈঠকের মধ্যেই যেভাবে তেহরানে হামলা হল তা অনৈতিক। কিন্তু এটা বলবে কে?

শব্দছক ৮৭

রবি দাস

পাশাপাশি: ১. জোর করে পথ আটকানো ৪. আঘাতে বহু ছিদ্র হওয়া ৬. গেঁথে যাওয়া ৭. সাদা পাখীর ঝাঁক ৮. গ্রীষ্মের সুগন্ধী ফুল ৯. অনুগত ১০. সমান-সমান ১২. মা এর দিদি বা বোন ১৪. আনন্দ ১৫. মামা সম্পর্কের আত্মীয় ১৭. নির্মিত ১৮. জলশয়ের জলজ উদ্ভিদ ১৯. গোবর ২০. জাপানী ভাষায় বৃহদাকার ২১. সঙ্গীতের বাদ্যযন্ত্র ২২. সত্যবাদী যা আঁকড়ে থাকে।

ওপর-নিচ: ১. বিশ্বাসহীনতা ২. সবদিক থেকে বন্ধ হয়ে থাকা ৩. সফেদ ৪. উপকরণ ববির বড় ঝুড়ি ৫. দানব ৮. তার সংযোগ হীন ৯. রণবাদ্য ১১. অনুশীলন ১৩. জমির প্রান্ত এলাকা ১৬. খোশামোদ ১৭. গর্বকারী ১৮. পরমান্ন ১৯. কামানের বারুদ ২০. কোন স্থানের সমগ্র অংশ

সমাধান ৮৬ — পাশাপাশি: ১. পছন্দ ৫. গোলগম্বুজ ৮. জবাফুল ৯. মাছ ১২. বল ১৩. নর্মদা ১৫. বিরহ ১৬. ভাগ ১৭. মাদক ১৮. পড়া ১৯. ধন ২০. রাবণ

ওপর-নিচ : ২. ছকবাজ ৩. বেল ৩. কম্বু ৫. গোলমাল ৬. গর্ব ৭. জয় ১০. কম৪ ১১. বিবিধ ১২. বহমান ১৩. নগ ১৪. দামড়া ১৬. ভাকরা ১৮. পর্ণ

আজকের দিন

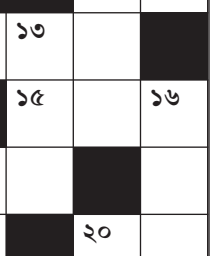

- **১৯৬৬** — অন্য গ্রহে অবতরণকারী প্রথম মহাকাশযান সোভিয়েত প্রোব ভেনেরা ৩ শুক্রগ্রহে বিধ্বস্ত হয়।
- **১৯৭১** — লাওস আক্রমণের প্রতিবাদে ওয়েদার আন্ডারগ্রাউন্ড মার্কিন ক্যাপিটল ভবনে বোমা হামলা চালায়।
- **১৯৯২** — বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা যুগোস্লাভিয়া থেকে স্বাধীনতা ঘোষণা করে।

জন্মদিন

১৯৪৪ বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের জন্মদিন।

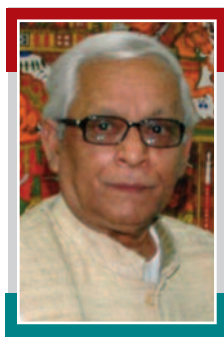

১৯৪৪ বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষের জন্মদিন।

১৯৮৩ বিশিষ্ট বক্সার মেরি কমের জন্মদিন।

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

রাজনীতির ময়দান যেন সিংহাসন নিয়ে খেলা

আধুনিক রাজনীতিতে ক্ষমতার লোভে নীতি-নৈতিকতার বিসর্জন

বেবি চক্রবর্তী

ভারতের ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে শত শত বিপ্লবীদের নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ। কোটি মানুষের রক্তের ওপর দেশভাগ। কথায় আছে গোড়ায় গলদ স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রীর সিংহাসন নিয়েও দলাদলি ছিল খোদ কংগ্রেসের অন্দরমহলে, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল এবং জওহরলাল নেহরুর মধ্যে। যখন কংগ্রেসের ওয়াকিং কমিটির ১৫ জন সদস্যের মধ্যে ১২ টা ভোট পেয়েছিলেন সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল আর বাকি তিনটে ভোট ঝুলিতে ছিল জহরলাল নেহেরুর। সেই দিন গান্ধীজি সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল কে প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে সরে আসার জন্য বাধ্য করেন। এবং গান্ধীজি নিজে প্যাটেল এর পদত্যাগপত্র লিখে তাতে সাইন করার জন্য প্যাটেলকে বললে তিনি বলেন, 'স্বাধীনতার শুরুতেই গণতান্ত্রের গলা টিপে তাঁকে হ্রাস করা হল' সেই সময় এটি একটি তৎকালীন ইংরেজি ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়। কংগ্রেসের ওয়াকিং কমিটির অনুমোদন ছাড়া প্রধানমন্ত্রী পদ নির্বাচন করা যায় না কিন্তু সেখানে গান্ধীজি সবকিছু উপেক্ষা করে খোদ স্বয়ং ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নাম ঘোষণা করেন পন্ডিত জহরলাল নেহরু'কে। আজ ও তাঁর জন্মদিন শিশু দিবস হিসাবে পালিত হয়।

ভারতের রাজনীতির মঞ্চ যেন এক চিরকালীন নাট্যগৃহ। যেখানে সিংহাসন নিয়ে চলে চরম কৌশল দ্বন্দ এবং প্রতিযোগিতা। আজও তাঁর ব্যাতিক্রম নয়। স্বাধীনতার পরবর্তী সময় থেকে আজ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীর চেয়ার কেবল একটি প্রশাসনিক পদ নয় বরং হয়ে উঠেছে শক্তির প্রভাব ও আর্দশের প্রতীক। স্বাধীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহরু ছিলেন গণতন্ত্র ধর্মনিরপেক্ষতা এবং সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রবক্তা। তাঁর শাসনে ভারতের পরিকল্পিত উন্নয়ন ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান প্রতিষ্ঠিত হয়। সিংহাসন ছিল তাঁর কাছে দায়িত্ব, দেশের ভবিষ্যৎ গড়ার মঞ্চ।পন্ডিত জহরলাল নেহরুর মৃত্যুর পর ভারতের রাজনীতিতে আবির্ভাব ঘটে ইন্দিরা গান্ধীর। তিনি ছিলেন দৃঢ় চেতা স্পষ্ট ভাষী একরকম সৈরাচারী। তাঁর আমলে ১৯৭৫ সালে জরুরি অবস্থা ছিল এক ভয়াবহ অধ্যায় যেখানে গণতন্ত্র বিপন্ন হয়েছিল। এরপর রাজীব গান্ধী - সোনিয়া গান্ধী এবং রাহুল গান্ধীর হাত ধরে গান্ধী পরিবার রাজনৈতিক সিংহাসনের মূল দাবিদার হয়ে ওঠে। কংগ্রেস এই ধারাকে 'ঐতিহাসিক উত্তারাধিকার' হিসাবে দেখে অথচ বিরোধীরা একে পরিবার তন্ত্র রাজনীতি বলে কটাক্ষ করে।

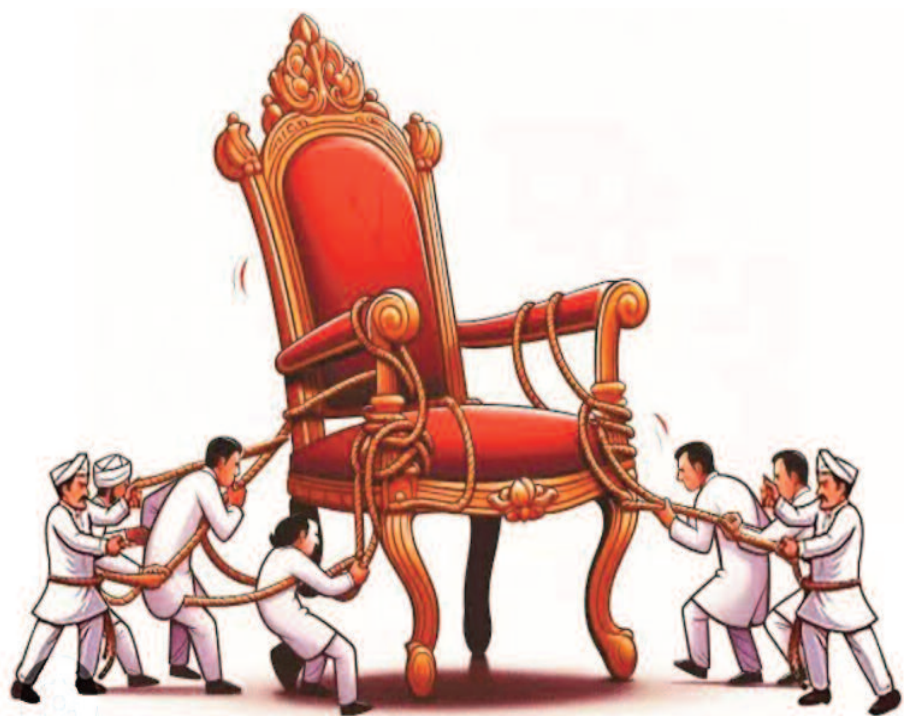

ভারতের রাজনীতির মঞ্চ যেন এক চিরকালীন নাট্যগৃহ। যেখানে সিংহাসন নিয়ে চলে চরম কৌশল দ্বন্দ এবং প্রতিযোগিতা। আজও তাঁর ব্যাতিক্রম নয়। স্বাধীনতার পরবর্তী সময় থেকে আজ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীর চেয়ার কেবল একটি প্রশাসনিক পদ নয় বরং হয়ে উঠেছে শক্তির প্রভাব ও আর্দশের প্রতীক। স্বাধীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহরু ছিলেন গণতন্ত্র ধর্মনিরপেক্ষতা এবং সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রবক্তা। তাঁর শাসনে ভারতের পরিকল্পিত উন্নয়ন ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান প্রতিষ্ঠিত হয়। সিংহাসন ছিল তাঁর কাছে দায়িত্ব, দেশের ভবিষ্যৎ গড়ার মঞ্চ।পন্ডিত জহরলাল নেহরুর মৃত্যুর পর ভারতের রাজনীতিতে আবির্ভাব ঘটে ইন্দিরা গান্ধীর। তিনি ছিলেন দৃঢ় চেতা স্পষ্ট ভাষী একরকম সৈরাচারী। তাঁর আমলে ১৯৭৫ সালে জরুরি অবস্থা ছিল এক ভয়াবহ অধ্যায় যেখানে গণতন্ত্র বিপন্ন হয়েছিল।

ভারতের রাজনীতিতে সিংহাসন কেবল পদ নয়। এ যেন এক নীতিগত প্রতিশ্রুতি ও জনগণের প্রতি দায়বদ্ধতা। এরপর নব্বইয়ের দশকে ভারতের রাজনৈতিক মানচিত্র বদলে যায়। একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। তৈরি হয় জোট সরকার। এখানে একে একে ক্ষমতায় আসে ভিপি সিং, চন্দ্রশেখর, দেবগৌড়া, আই কে গুজরাল এবং পরবর্তীতে আসে অটলবিহারী বাজপেয়ী। এই সময় সিংহাসনের খেলা হয়ে দাঁড়ায় বিরামহীন বোঝাপড়া ও সামঝোতার চর্চা। যেখানে স্থায়ী নীতি ও পরিকল্পনা থেকে রাজনৈতিক সুবিধাটাই বড় হয়ে দাঁড়ায়। ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদী একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় আসেন। তাঁর শাসনাধীন সরকার আত্মবিশ্বাসী আক্রামনাত্মক ও এক ধরনের ব্যাক্তি কেন্দ্রিক প্রতিচ্ছবি। তিনি জনসংযোগকে মূল হাতিয়ার বানিয়ে এক নিরঙ্কুশ শাসনের মডেল গড়ে তোলেন। যদিও অনেকে এই সময়কে গণতন্ত্রের সংকোচন হিসাবে ব্যাখ্যা করেন। আবার অনেকেই একে বলেন উন্নয়নের যুগান্তকারী ধারা। ভারতের রাজনীতি আজও একটি চিরন্তন দ্বন্দ্ব আদর্শ বনাম ক্ষমতা নেতৃত্ব বনাম দম্ভ। জনাসেবা বনাম ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা। প্রথম প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে আজকের প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত এই সিংহাসন ভিন্ন সময় ভিন্ন চেহারা নিয়েছে কিন্তু একটা বিষয় সব সময় স্পষ্ট থেকেছে ক্ষমতা চিরস্থায়ী নয় বরং সাধারণ মানুষের আস্থা এবং গণতান্ত্রের ভিত্তির ওপর নির্ভরশীল। ভারতের রাজনীতির এই সিংহাসন শুধু একটা পদ নয়। এটা একটি নৈতিক ও রাজনৈতিক দায়বদ্ধতা। ইতিহাস থেকে আমরা শিক্ষা পাই যে যারা এই সিংহাসনকে প্রকৃত জনসেবার হাতিয়ার বানিয়েছেন তাঁরাই মানুষের হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছেন। পাশাপাশি ভোট প্রচারের আগে বাড়ি বাড়ি ঘুরে যে জনপ্রতিনিধিরা মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোট ভিক্ষা করেন পরে তাঁদের কাছে কোন প্রয়োজনে সাধারণ মানুষ গেলে ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষা করিয়ে জুতোর সোল খইয়েছেন। তাঁরাই আবার পরে ক্ষমতাকে নিজস্ব হাতিয়ার করে। সময় তাঁদের সরিয়ে দিয়েছে ইতিহাসের প্রান্তে।

তাই আজকের প্রজন্মের উচিত রাজনীতিকে কেবল ক্ষমতার খেলা না ভেবে সমাজে পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসেবে দেখা তবেই সত্যি কারের গণতন্ত্রের নেতৃত্ব গড়ে উঠবে। বর্তমান ভারতের প্রয়োজন আর্দশবান নেতৃত্ব গণতান্ত্রের প্রতি দায়বদ্ধতা এবং স্বচ্ছ রাজনৈতিক সাংস্কৃতি। রাজনীতির আঙিনায় এই সিংহাসনের খেলা আজও চলছে। সময়ের ধারা পরিবর্তনশীল কিন্তু এখানে মানুষের আশা নেতৃত্ববোধ জনকেন্দ্রিক মানবিক এবং নৈতিকতায় ঋদ্ধ।

বসন্ত উৎসব দুঃখের উৎসব

সুবল সরদার

বসন্তের বাতাসে রঙের ছোঁয়া, প্রেমের বার্তা, চোখে নেশা এটাই তো বসন্ত উৎসব। বসন্তের বাতাসে মুক্তির স্বাদ। আনন্দের হিল্লোল। দোল, হোলি, বসন্ত যে নামে বলি না কেন প্রেমের উৎসব। মানব মানবীর দুটি হৃদয়ের মিলনে এক মূর্ত রূপ বসন্ত হয়ে ধরা দেয় বসন্ত উৎসবে। তাই প্রেমের বিমূর্ত রূপ হল বসন্ত উৎসব। বসন্ত মানে ঋতু পরিবর্তনের পালা। ফাগুন হাওয়া। কোকিলের কুহু কুহু ডাক, নদীর কলতান। সবুজ পাতায় নব সাজে বনরাজী। পলাশের লাল রূপের কাছে পৃথিবীর যে কোনো সৌন্দর্য হার মানে। চূড়ান্ত সৌন্দর্য বহিঃপ্রকাশ ঘটে তার চিরভাস্বর, উদ্ভাসিত, উজ্বল, লাল মহিমায়

মনে হয় লালের উৎসব বসেছে। লালা ফুলের দেশ হয়ে ওঠে পাহাড় থেকে সমতলে। পলাশের সৌন্দর্যের বিন্যাস নিজেকে এমন করে সজ্জিত করে রাখে তার কাছে কেউ যেতে পারে না। পলাশ প্রিয়া, সাঁওতাল কন্যার রূপে ভিমরতি খায় আর্য কুমার অর্জুন। তার প্রেম ভিক্ষা করেও ব্যর্থ হয় অপরূপা সাঁওতাল কন্যার কাছে। রূপের কী বাহার! সমতলে কৃষ্ণচূড়া দাঁড়িয়ে থাকে রাধাচূড়ার পাশে স্বপ্নের সাত বাহারি রঙ নিয়ে ডাকে শুধু -আয় আয় কাছে আয়। মনে হয় পৃথিবীর রূপের হাটে রঙিন নেশা লাগে। শীতের জরাজীর্ণতা কাটিয়ে পৃথিবীতে যৌবনের ঢল নামে। হেমন্তের নিঃশব্দতা জেগে ওঠে বসন্তের কলরবে, কুঞ্জবনে গুঞ্জরিত মুকুলে। পাল ছেঁড়া নৌকা নিয়ে আশু পাগলা দাঁড় বায় গুনগুন গান গেয়ে। বইয়ের মলাটের মতো মেঘের কোন কালো ছায়া নেই আকশে। সুবিমল, পুলকিত দখিণা বাতাসের উচ্ছ্বল ঢেউয়ে পুলকিত যামিনী। মধুমাসে পুলকিত দামিনী। বসন্তে আহ্বানে রাত জাগা অরণ্য। অনাবিল আনন্দের বাতাসে গায় ভাসিয়ে দিই নিজেকে নদীর ঢেউয়ের সাথে যেথা খুশি যাক চলে। বসন্ত এসেছে আজ দেশে। কবি শেলির মতো òl drink to the less of the glass' আনন্দের শেষ কণাটকুও পান করব। একটুও কণা মাত্রও ছেড়ে দেবো না।

হঠাৎ দমকা বাতাসে আমার ঘরের দরজা খুলে গেল। জানালা পাশে বেগুনভেলিয়ার উত্তাপে গুঞ্জরিত অলির প্রলাপ। এমন সময় আমার টেবিলে পড়ে থাকা একটি পত্রের উপর আমার চোখ পড়ে। পুরুলিয়ার বেগুনকোদর থেকে সুমনার লেখা। বসন্তের ঠিকানায় প্রেয়সীর চিঠি। প্রবাসীর চিঠি প্রেয়সীর হাতের ! তুলির মতো আঙুলের মিষ্টি রেখা। এঁকেছে যেন ছবি। পত্রটির স্পর্শ মুখে লেগে হৃদয় বিগলিত। মুগ্ধ আমার প্রাণ। লিখছে-বেগুনকোদরে ফিরে এসো। তোমার সঙ্গে হোলি খেলবো। পলাশ ফুল জলে ভিজিয়ে রেখেছি, তোমার সঙ্গে হোলি খেলবো বলে। অপেক্ষা করছি। পুরুলিয়ার হোলি খেলার প্রধান রঙ পলাশ ভেজানো সুগন্ধি রঙিন জল। মনে মনে খুব লোভ হচ্ছে। এতোদিন হোলি না খেলে রঙ মেখেছি তোমার সঙ্গে। এবার রঙ মাখবো হোলি খেলে তোমার সঙ্গে। পৃথিবীর যতো রঙ আছে সব সঙ্গে নিয়ে যাব তোমার জন্যে। তার জন্যে মন খুব ভারী হয়ে ওঠে। তোমাকে রঙ মাখিয়ে চির তৃষিত বুকের হাহাকার দূর করব। এবার হোলি শুধু তোমার জন্যে-হোলি স্পেশাল। রঙে রঙে তোমায় রঙিন করে তুলবো। রঙে রঙে হারিয়ে যাব তোমার কাছে। এতো রঙিন হয়ে উঠবো কেউ আমাদেরকে চিনতে পারবে না। কৃষ্ণের মতো স্থিতধী, অর্জুনের মতো কর্মবীর, দেবদাসের মতো প্রেমিক হব যে ভালোবাসার জন্যে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে পারে। আমাকে ফিরে যেতেই হবে বেগুনকোদরে, ধরা দেবে তোমার কাছে। হোলি খেলবো তোমার সঙ্গে। তোমার জন্যে যদি আমি দেবদাস হতে পারি, পারি। সেদিন সুমনার সঙ্গে আমার হোলি খেলা হয়নি। তার গান শোনা হয়নি আমার। অপূর্ণতা আর থাকবে না। তোমার সঙ্গে হোলি খেলতে আমি আসছি। শাল পালাশের বনে, ছায়া ঘেরা সুনিবিড় সাঁওতাল পল্লী ছায়া, পাহাড়ি পথে হারিয়ে যাব তোমার সাথে। ভাবতে ভাবতে চোখে জল আসে। মনে হয় সব ছেড়ে চলে যাই তোমার কাছে। প্রাণে লাগুক তোমার ছোঁয়া। বসন্ত এলেই মনে হয় তুমি। কখনও পলাশ রূপে কখনোবা কৃষ্ণচূড়া হয়ে। দখিণা বাতাস সব এলেমেলো করে দেয়। তোমার চুলের গন্ধ ভেসে আসে, তোমার ছবি। একটা জীবন চাই শুধু তোমার জন্যে। অনেক দেরি হয়ে গেছে। Too late much too late আর তো যাওয়া যায় না। ভাবছি লিখে জানিয়ে দিই কিন্তু লিখতে ভয় পাচ্ছি। পত্রটি পড়ে আছে আমার টেবিলের উপরে। দুচোখ দিয়ে ঝরছে ঝরছে জলধারা।

শমীন্দ্রনাথ ও দোল উৎসব

প্রণবকান্তি মুখোপাধ্যায়

শমীন্দ্রনাথ ঠাকুর রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ পুত্র। তার চলনে বলনে, কথায় বার্তায় ছিলেন রবীন্দ্রনাথের মতো।রবীন্দ্রনাথ তাই তাকে খুব স্নেহ করতেন। তিনি পাঁচজন ছাত্র নিয়ে শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় শুরু করেন। তিনি শমীকে কাছছাড়া করতে চাইতেন না তাই শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দেন। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে সমস্ত ঋতু উৎসবের সূচনা করেন শমীন্দ্রনাথ। সেখানে দোল উৎসবের সময় শমীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য ছাত্ররা রং নিয়ে 'ওরে ভাই ফাগুন লেগেছে বনে বনে...' গাইতে গাইতে রবীন্দ্রনাথের পায়ে আবির দিত। সাঁওতাল নারী পুরুষরাও দোলে অংশ নিত। তারাও তালে তালে নাচত। শমীন্দ্রনাথও নাচত। এই শমীন্দ্রনাথ এগার বছর বয়সে মামার বাড়ি যান। সেখানে কলেরায় আক্রান্ত হন। রবীন্দ্রনাথ তখন শান্তিনিকেতনে। তিনি খবর পেয়ে পতিসরে যান। সেখানে পৌঁছানোর পূর্বে দেখেন শমীন্দ্রনাথের আর নেই। রবীন্দ্রনাথ শমীন্দ্রনাথের মৃতদেহ কোলে নিয়ে পতিসর থেকে শান্তিনিকেতনে আসেন। সেই রাত্রে রবীন্দ্রনাথ দেখছেন, চরাচর জুড়ে জ্যোৎস্না উঠেছে।কোথাও যেন কিছু ঘটে নি। সব কিছুর মধ্যে যেন সমস্ত রয়েছে। এই শমীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন শান্তিনিকেতনর ঋতু উৎসবের প্রবর্তক। শমীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন শান্তিনিকেতনর ক্ষণিকের অতিথি। যদিও ক্ষণিকের হয়েও চিরন্তনের!

চর্চাবাসর ৯০

বাংলা শব্দ 'ভোট' মূলত ইংরেজি শব্দ 'Vote' থেকে এসেছে। যার মূল উৎস ল্যাটিন শব্দ 'votum'। 'Votum'-এর অর্থ হলো ব্রতইচ্ছাবা প্রতিশ্রুতি (vow– wish– or promise)। এটি ল্যাটিন ধাতু vovere (প্রতিশ্রুতি দেওয়া) থেকে উদ্ভূত।

— কলমবীর

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

ভোটার তালিকায় ব্যাপক রদবদল

নাম বাদে রাজনৈতিক মহলে শোরগোল

অমরজিৎ সিংহরায় ● বালুরঘাট

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় ভোটার তালিকা সংশোধনের প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে তীব্র রাজনৈতিক টানাপোড়েন শুরু হয়েছে। সাম্প্রতিক তথ্য অনুযায়ী, জেলাজুড়ে ভোটার তালিকা থেকে উল্লেখযোগ্য ভাবে নাম বাদ পড়ার সংখ্যা ধরা পড়েছে, যা নিয়ে সরব হয়েছে বিরোধী দলগুলো। পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে জেলায় ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে।

জেলা প্রশাসনের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে দক্ষিণ দিনাজপুরে মোট নিবন্ধিত ভোটারের সংখ্যা ১২,৩২,০৬৫ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটারের সংখ্যা ৬,৩৪,৬৭০ জন, মহিলা ভোটার ৫,৯৭,৩৪৯ জন এবং তৃতীয় লিঙ্গের ভোটারের সংখ্যা ৪৬ জন। এর আগে জেলায় মোট ভোটার ছিল ১৩,৩১,৫৪৮ জন। অর্থাৎ, আগের তুলনায় ভোটারের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য ভাবে হ্রাস পেয়েছে।

প্রশাসন সূত্রে খবর, প্রথম দফায় মৃত্যুজনিত কারণ বা স্থায়ী ভাবে এলাকা ত্যাগের কারণে প্রায় ৮০ হাজার নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। সর্বশেষ সংশোধনীতে আরও ২১,৮০৩টি নাম বাদ পড়ায় মোট কর্তন করা নামের সংখ্যা এক লক্ষ ছাড়িয়ে গিয়েছে। এছাড়াও, বর্তমানে তালিকায় থাকা ১,৩২,২৫৮ জন ভোটারের নথিপত্র কলকাতা হাইকোর্ট নিযুক্ত ১২ জন বিচারপতির একটি প্যানেল খতিয়ে দেখবে। এই স্ক্রুটিনির পর ভোটারের সংখ্যা আরও কমতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। সংশোধিত তালিকা হাতে পাওয়ার পর থেকেই ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন বিরোধী রাজনৈতিক নেতৃত্ব। তাঁদের অভিযোগ, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশিকা পুরোপুরি কার্যকর হওয়ার আগেই তাড়াহুড়ো করে নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। এর ফলে অনেক যোগ্য ভোটার ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হতে পারেন বলে তাঁরা আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। এছাড়া, চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশে অস্বচ্ছতা এবং শাসকদলের বিরুদ্ধে বিভ্রান্তি ছড়ানোর অভিযোগ তুলে সরব হয়েছেন তাঁরা।

এদিকে, ভোটার তালিকা নিয়ে তৈরি হওয়া উত্তেজনার মধ্যেই জেলায় ১০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় আধা-সামরিক বাহিনী এসে পৌঁছেছে। মহকুমা ও ব্লক স্তরে নিরাপত্তা বজায় রাখতে এই বাহিনীকে বিভিন্ন এলাকায় মোতায়েন করা হচ্ছে। জেলা শাসক জানিয়েছেন, ভোটার তালিকায় নাম তোলার প্রক্রিয়া এখনই বন্ধ হচ্ছে না। মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিন পর্যন্ত যোগ্য ব্যক্তিরা নতুন করে নাম নথিভুক্ত করার সুযোগ পাবেন।

এদিকে ভোটের আগে ভোটার তালিকার এই বড়সড় রদবদল ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপস্থিতি দক্ষিণ দিনাজপুরের রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে আরও উত্তপ্ত করে তুলেছে। এবিষয়ে তৃণমূল কংগ্রেস নেতা তরুণ ভৌমিক বলেন, আসন্ন নির্বাচনে রাজনৈতিক ফায়দা লুটতে বিজেপি 'মাইক্রো অবজার্ভার' নিয়োগ করে ভোটার তালিকা থেকে সাধারণ মানুষের নাম বাদ দেওয়ার ষড়যন্ত্র করছে। তিনি জানান, জেলায় প্রায় ২১,৮০৩ জন ভোটারের নাম বাদ পড়া নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে এবং বিজেপি সাধারণ মানুষকে হয়রানি করার চেষ্টা করছে। তবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবেদনের প্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্ট এই প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ করায় তিনি আশাবাদী যে প্রকৃত ভোটারদের অধিকার সুরক্ষিত থাকবে।

এবিষয়ে সিপিএমের তরফে কল্যাণ দাস তাঁর বক্তব্যে ভোটার তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়া নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তিনি দাবি করেন, ভোটার তালিকা থেকে বিপুল সংখ্যক মানুষের নাম বাদ দেওয়ার যে প্রক্রিয়া চলছে, তা অত্যন্ত রহস্যজনক এবং এর পেছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থাকতে পারে। তাঁর মতে, প্রশাসন ও নির্বাচন কমিশনের উচিত প্রতিটি ভোটারের নাম অত্যন্ত সতর্কতার সাথে যাচাই করা, যাতে কোনো সাধারণ নাগরিক তাঁর গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে বঞ্চিত না হন। তিনি এই পুরো প্রক্রিয়ায় আরও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জোর দাবি জানিয়েছেন।

এবিষয়ে বিজেপি প্রতিনিধি বাপি সরকার তাঁর বক্তব্যে দাবি করেছেন, ভোটার তালিকায় যদি কোনো বিদেশি বা অনুপ্রবেশকারীর নাম থেকে থাকে, তবে তা অবশ্যই বাদ দেওয়া উচিত। তিনি স্পষ্ট করেছেন প্রকৃত ভারতীয় নাগরিকদের নাম তালিকায় থাকা নিয়ে তাঁদের কোনো আপত্তি নেই এবং তাঁরা চান না কোনও বৈধ নাগরিকের অধিকার খর্ব হোক। তবে স্বচ্ছতা বজায় রাখতে ভুল বা নিয়মবহির্ভূত নামগুলো সরিয়ে ফেলা জরুরি বলে তিনি মনে করেন। তিনি বর্তমান আইনি প্রক্রিয়া এবং সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তের ওপর সম্পূর্ণ আস্থা প্রকাশ করেছেন।

তালিকায় ভোটারের সংখ্যা বৃদ্ধি

মহেশ্বর চক্রবর্তী

আরামবাগ: সারা রাজ্যের পাশাপাশি আরামবাগ মহকুমার চারটি বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটার তালিকাও এদিন প্রকাশিত হয়। অনলাইনে ভোটার তালিকা দেখার সুযোগ থাকায় বিডিও অফিসগুলিতে তেমন ভিড় লক্ষ্য করা যায়নি। তবে নিরাপত্তার স্বার্থে আরামবাগ বিডিও অফিসে ছিল কড়া পুলিশি টহল। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, মহকুমার কোথাও কোনও অপ্রীতিকর ঘটনার খবর মেলেনি। সামগ্রিক ভাবে পরিস্থিতি ছিল শান্তিপূর্ণ।

এসআইআরের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের পর পরিসংখ্যান বলছে, মহকুমার অধিকাংশ বিধানসভা কেন্দ্রেই ভোটার সংখ্যা বেড়েছে। পুরশুড়া বিধানসভা কেন্দ্র আগে ভোটার ছিলেন ২,৬১,৯০৪ জন। বর্তমানে সেই সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ২,৬২,৪২৭ জন। অর্থাৎ বৃদ্ধি ৫২৩ জন। আরামবাগ বিধানসভা কেন্দ্র পূর্বে ভোটার সংখ্যা ছিল ২,৫৫,২৯১ জন। বর্তমানে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২,৫৬,৩৮৯ জন। বৃদ্ধি ১,০৯৮ জন। গোঘাট বিধানসভা কেন্দ্র আগে ভোটার ছিলেন ২,৪৮,৭১৩ জন। এখন সংখ্যা ২,৪৯,২০৫ জন। বৃদ্ধি ৪৯২ জন। খানাকুল বিধানসভা কেন্দ্র পূর্বে ভোটার সংখ্যা ছিল ২,৭৬,৫৫৭ জন। বর্তমানে তা কমে হয়েছে ২,৭৫,৮৪০ জন। অর্থাৎ হ্রাস ৭১৭ জন।

এই পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, একটি কেন্দ্র বাদে বাকি তিনটি কেন্দ্রে ভোটার সংখ্যা বেড়েছে। যাদের নাম চূড়ান্ত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়নি, তারা পুনরায় নির্দিষ্ট পদ্ধতি মেনে নির্বাচন কমিশনের কাছে আবেদন করতে পারবেন বলেও জানানো হয়েছে। এসআইআর নিয়ে রাজনৈতিক মহলেও শুরু হয়েছে জোর তরজা। রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের সেক্রেটারি স্বপন নন্দী অভিযোগ করে বলেন, এসআইআরের নামে সাধারণ মানুষকে অযথা হয়রানি করা হয়েছে। তাঁর দাবি, এই ধরনের প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট পদ্ধতি মেনে কাজ করা উচিত ছিল, যা সঠিক ভাবে অনুসরণ করা হয়নি। তিনি আরও বলেন, আরামবাগের মানুষ এসআইআরকে ভয় পায় না, তারা দিদির পাশেই আছে।

অন্যদিকে আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সভাপতি সুশান্ত বেরা সম্পূর্ণ ভিন্ন মত পোষণ করে জানান, 'এসআইআর একটি সাংবিধানিক প্রক্রিয়া। নির্বাচন কমিশন একটি স্বশাসিত সংস্থা। স্বচ্ছ ভোট প্রক্রিয়া নিশ্চিত করতে রাজ্যজুড়ে এই পদক্ষেপ জরুরি ছিল। তা না-হলে ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ভুয়ো ভোটারদের ব্যবহার করে অনিয়মের আশঙ্কা থাকত। আমরা এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই।' এসআইআরের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের পর আরামবাগ মহকুমায় কিছুটা চাপা উত্তেজনা থাকলেও প্রশাসনের নজরদারিতে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। রাজনৈতিক তরজা থাকলেও সাধারণ মানুষ শান্তিপূর্ণ ভাবেই নিজেদের নাম যাচাই করেছেন।

বাঁশভিত্তিক জীবিকা-ব্যবসায়িক সহায়তা কেন্দ্রের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন সুকান্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: গ্রামীণ অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে এবং স্থানীয় কারিগরদের স্বনির্ভর করে তুলতে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় পথ চলা শুরু করল 'ব্যাম্বু লাইভলিহুড বিজনেস অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট সাপোর্ট সেন্টার'। শনিবার বিকেলে তপন বিধানসভা কেন্দ্রের মহিনগরে ভারত সরকারের কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রকের উদ্যোগে এই বাঁশভিত্তিক জীবিকা ও ব্যবসায়িক সহায়তা কেন্দ্রের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়।

প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে এই কেন্দ্রের দ্বারোদ্ঘাটন করেন ভারত সরকারের উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রক ও শিক্ষা মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী তথা বালুরঘাটের সাংসদ ড. সুকান্ত মজুমদার। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ তথা বালুরঘাটের বিধায়ক অশোক লাহিড়ি।

সাংসদ ড. সুকান্ত মজুমদার তাঁর বক্তব্যে বলেন, গ্রামীণ শিল্পের প্রসার এবং ঐতিহ্যবাহী কারুশিল্পীদের প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা প্রদান সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। বাজার সংযোগ এবং সঠিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এই কেন্দ্রটি জেলার সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে বড় ভূমিকা নেবে। অন্যদিকে, বিধায়ক অশোক লাহিড়ী বাঁশ ও বেত শিল্পের অর্থনৈতিক গুরুত্ব তুলে ধরে জানান, আধুনিক ব্যবসার সাথে এই কুটির শিল্পকে যুক্ত করতে পারলে জেলার সামগ্রিক অর্থনীতি আরও শক্তিশালী হবে।

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা বরাবরই বাঁশ, বেত ও প্রাকৃতিক তন্তু দিয়ে তৈরি হস্তশিল্পের জন্য পরিচিত। গৃহস্থালির আসবাব থেকে শুরু করে ঘর সাজানোর শৌখিন সামগ্রী তৈরিতে স্থানীয়দের বিশেষ দক্ষতা রয়েছে। এই নতুন সহায়তা কেন্দ্রটি খোলায় কারিগরদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ দেখা দিয়েছে। তাঁদের মতে, উন্নতমানের প্রশিক্ষণ এবং বিপণনের সুযোগ পেলে তাঁদের তৈরি পণ্য দেশের বড় বড় বাজারে পৌঁছতে সক্ষম হবে।

প্রতিযোগিতামূলক বাজারে দেশীয় শিল্পের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে এবং স্বনিযুক্তি প্রকল্পের মাধ্যমে বেকারত্ব দূর করতে এই প্রকল্পটিকে একটি মাইলফলক হিসেবে দেখছেন জেলার সচেতন মহল। প্রথাগত কারুশিল্প রক্ষার পাশাপাশি গ্রামীণ উন্নয়নের পথে এই বাঁশ উন্নয়ন কেন্দ্রটি জেলাবাসীর কাছে এক নতুন আশার আলো হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কয়েক কোটি টাকার মাদক-সহ গ্রেপ্তার এক কারবারি

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: ফের নিষিদ্ধ মাদকের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে বড়সড় সাফল্যের মুখ দেখল মালদা জেলা পুলিশ। কয়েক কোটি টাকার মাদক-সহ গ্রেপ্তার করল এক মাদক কারবারিকে। ঘটনা প্রসঙ্গে শনিবার জেলা পুলিশ সুপার অভিজিৎ ব্যানার্জি জানিয়েছেন, শুক্রবার রাতে তারা বিশেষ সূত্রে নিষিদ্ধ মাদক তৈরির বেআইনি কারবার চলছে বলে খবর পান। সেই খবরের ওপর ভিত্তি করে কালিয়াচক এবং মোথাবাড়ি থানার পুলিশ যৌথ ভাবে রাত ৯টা নাগাদ মোথাবাড়ির আমলিতলা ফিল্ড এলাকায় অভিযান চালায়। পুলিশি অভিযানের সময় কয়েকজন অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে পালাতে সক্ষম হয়। তবে এক মাদককারবারি পুলিশের জালে ধরা পড়ে। তার হেপাজত থেকে উদ্ধার হয় একটি কন্টেনার। সেই কন্টেনারে সাড়ে চার কেজির মতো নিষিদ্ধ মাদক উদ্ধার হয়।

পুলিশ তদন্তে জানতে পেরেছে, ধৃত মাদক কারবারির নাম কাইয়ুম সেখ। তার বাড়ি কালিয়াচক থানার কিসমতপুর এলাকায়। পুলিশ সুপার আরও জানান গত কয়েক মাস ধরে জেলা পুলিশ লাগাতার ভাবে মাদক তৈরির আঁতুড়ঘর হিসেবে পরিচিত কালিয়াচকের বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালাচ্ছে। সেই অভিযানের কারণে মাদক কারবারিরা বিভিন্ন পকেট এরিয়ায় ছড়িয়ে গিয়ে মাদকের বেআইনি কারবার চালানোর চেষ্টা করছে।

পুলিশ জানিয়েছে, রীতিমতো মণিপুর থেকে উপকরণ এবং প্রশিক্ষণ নিয়েই এই বেআইনি কারবার শুরু করেছিল ওই মাদক কারবারি। বিগত দিনে কালিয়াচক থেকে ধরা পড়া কয়েকজন মাদক কারবারিদের গ্রেপ্তারের পর জিজ্ঞাসাবাদ করেই এই তথ্য জানতে পারে পুলিশ। এরপরই কালিয়াচক এবং মোথাবাড়ি থানার পুলিশের একটি বিশেষ দল রাতের অভিযান চালিয়ে বেআইনি ওই মাদক কারবারীর উৎপাদন কেন্দ্র থেকেই কায়ুমকে গ্রেপ্তার করে। বাগানের গভীর জঙ্গলে রীতিমতো ব্যাটারি চালিত লাইট ব্যবহার করেই চলছিল এই মাদকের কারবার।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত দু'মাসের ব্যবধানে মালদায় প্রায় ৮০ কেজির ব্রাউন সুগার উদ্ধার হয়েছে। এই ঘটনায় গ্রেপ্তার হয়েছে প্রায় ৪০ জন। প্রতিটি ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে এই ব্রাউন সুগার তৈরির উপকরণ চোরা পথে মনিপুর থেকে আনার ব্যবস্থা করেছে দুষ্কৃতীরা। পাশাপাশি মাঝেমধ্যে আবার মণিপুরের মাদক কারবারিরা মালদা এসে নানা অছিলায় ব্রাউন সুগার তৈরির প্রশিক্ষণের দেওয়ার চেষ্টা চালিয়েছে। বিগত দিনে গ্রেপ্তারের ঘটনায় ধৃতদের মধ্যে মনিপুরেরও মাদক কারবারিরাও রয়েছে। তবে জেলা পুলিশ কোন কৌশলে একের পর এক এই মাদক কারবারিদের ধরপাকড় করছে সেই ফর্মুলা মণিপুর পুলিশকে বিশেষ ভাবে জানিয়েছে। পুলিশ মনে করছে এতে করে মণিপুরেও মাদক কারবারিদের দৌরাত্ম্য ঠেকানো সম্ভব।

রাজ্য সড়ক অবরোধ-বিক্ষোভ আদিবাসীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: সাঁওতালি মিডিয়াম ভলান্টিয়ার টিচারদের অবিলম্বে পার্শ্ব শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ করতে হবে। সাঁওতালি মাধ্যম উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ অবিলম্বে নির্মাণ করতে হবে। পৃথক সাঁওতালি শিক্ষা বোর্ড অবিলম্বে গঠন করতে হবে। এই তিন দফা দাবিতে ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহল সাঁতুড়ি মুলুকের আহ্বানে এবং পশ্চিমবঙ্গ সাঁওতাল টিচার অ্যাসোসিয়েশনের সহযোগিতায় আদিবাসীদের চারটি সংগঠন একত্রে শনিবার সকাল ৬টা থেকে পুরুলিয়ার সাঁতুড়ি থানার অন্তর্গত রঘুনাথপুর-বাঁকুড়া রাজ্য সড়কের বেনাগড়িয়া মোড়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য রাজ্য সড়ক অবরোধ করে আন্দোলন শুরু করে। ১২ ঘণ্টার থেকেও বেশি সময় পার হয়ে গেলেও অবরোধ না-ওঠায় বিভিন্ন যানবাহন আটকে পড়ে। অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে ঘটনাস্থলে প্রচুর পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। অবরোধের কারণে আটকে পড়া যানবাহনগুলো পুলিশ অন্যপথে পাঠায়। আদিবাসী নেতা রাজেন টুডু, নিত্যানন্দ মান্ডিরা জানান তাদের দাবি না-মানা পর্যন্ত তাদের আন্দোলন চলবে।

মোবাইল আসক্তি রুখতে যোগ ব্যায়ামকেই হাতিয়ার বাঁকুড়াবাসীর

মনোজ চক্রবর্তী ● আমতা

যত দিন যাচ্ছে শৈশব থেকে কৈশোর যেমন মোবাইল ফোনে আসক্ত হয়ে পড়ছে অন্যদিকে তেমনই গ্রাম বাংলা থেকে হারিয়ে যাচ্ছে খেলাধুলো। বিস্তীর্ণ ফাঁকা মাঠের কোণে বিকেলে একদল শিশু, কিশোরকে মোবাইল গেম খেলতে দেখার দৃশ্য সহজলভ্য। এই পরিস্থিতিতে নিউক্লিয়ার ফ্যামিলির যুগে তাই শিশুদের শরীর চর্চার সময় খেয়ে নিচ্ছে মোবাইল। এবার শিশুদের মোবাইল থেকে বিকেলের দিকে দূরে সরানোর আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে বাঁকুড়াবাসী। অবশ্যই একটু অন্যভাবে। যোগ ব্যায়ামকে হাতিয়ার করে এই চেষ্টায় সাফল্য আসতে শুরু করেছে বলে জানিয়েছে গ্রামবাসীরা। তবে এই বাঁকুড়ায় শুশুনিয়া পাহাড় নেই, পোড়া মাটির কাজ নেই, বরং আছে সবুজ ঢাকা বিস্তীর্ণ মাঠ। দামোদর নদের উর্বর চরের সবজি আর সহজ সরল মানুষ। যে কোনও দিন বিকেলে গেলে দেখা যাবে গ্রামের উত্তর পাড়ায় সরস্বতী মাতা ক্লাবের মাঠে একঝাঁক শিশু যোগ ব্যায়ামে মেতে আছে। আর সংসারের কাজ সামলে এদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন গৃহবধূ কাকলী মন্ডল। উল্লেখ্য পুরো বিষয়টি সুপার ভাইস করেন জাতীয় স্তরের প্রশিক্ষক সুভাষ বেরা। সুভাষবাবুর কথায়, 'প্রথমে একটু সন্দেহ থাকলে ও এত দ্রুত ওরা সাফল্য পাবে ভাবিনি।' এখন জাতীয়স্তরে সাফল্য পেয়েছে বেশ কয়েকজন।

গ্রামীণ হাসপাতালে দেড় বছরের শিশুকে ভুল চিকিৎসার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: চাঁচল মহাকুমার সামসি সরকারি গ্রামীণ হাসপাতালে দেড় বছরের শিশুকে ভুল চিকিৎসার অভিযোগ উঠল এক চিকিৎসকের বিরুদ্ধে। শুধু তাই নয়, অসুস্থ ওই শিশুর পরিবারের অভিযোগ, কর্তব্যরত ওই চিকিৎসক রীতিমতো মদপ্য অবস্থায় ভুলভাল চিকিৎসা করেছেন। শুক্রবার গভীর রাতে এই ঘটনাকে ঘিরেই কার্যত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে সামসি গ্রামীণ হাসপাতাল চত্বর। পরে পুলিশি হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। তড়িঘড়ি দেড় বছরের অসুস্থ এই শিশুকন্যাকে স্থানান্তরিত করা হয় চাঁচল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, চাঁচল মহকুমা রতুয়া ১ ব্লকের সামসি কান্ডারণ এলাকার বাসিন্দা কানু কর্মকারের দেড় বছরের মেয়ে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে। আচমকা শ্বাসকষ্ট শুরু হওয়ায় তড়িঘড়ি শিশুটিকে সামসি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। অভিযোগ, সেই সময় সামসি গ্রামীণ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে কর্তব্যরত চিকিৎসক রাহুল কর্মকার নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ছিলেন। ঠিকমতো শারীরিক পরীক্ষা না-করেই শিশুকে ভুল ওষুধ দেওয়া হয় বলে অভিযোগ পরিবারের। শ্বাসকষ্টের ওষুধের বদলে তাকে ওআরএস দেওয়া হয়। পরবর্তীতে শিশুটির শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে সন্দেহ ঘনীভূত হয়। বিষয়টি জানাজানি হতেই হাসপাতালে উত্তেজনা ছড়ায়। পরিবারের সদস্যরা চিকিৎসকের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেন এবং দায়িত্বজ্ঞানহীনতার অভিযোগ তোলেন।

অসুস্থ এই শিশুর বাবা কানু কর্মকার বলেন, 'একজন চিকিৎসক সরকারি হাসপাতালে কর্তব্যরত অবস্থায় নেশা করে ডিউটি করছেন। ওঁর সঙ্গে কথা বলতে যাওয়ার সময় মদের গন্ধ মুখ থেকে ভেসে আসছিল। মেয়ের হয়েছে শ্বাসকষ্ট। আর দিচ্ছে পেট খারাপের ওষুধ। চিকিৎসায় আকাশ-পাতাল পার্থক্য।

PROCLAMATION REQUIRING ATTENDANCE OF DEFENDANT
(ORDER V, RULE 20 of the Code of Civil Procedure)
In The Court of Sh. Sanjay Khanagwal District Judge (Commercial Court-02), Room No. 25, Patiala House Courts New Delhi.
Case No. CS (COMM.) 75/2024
HT MEDIA LTD
V/S
SIGNET MEDIA SERVICE PVT LTD

TO
1. SIGNET MEDIA SERVICE PVT LTD THROUGH ITS DIRECTOR MERLIN WARDEN LAKEVIEW, FLAT-VI, FIRST FLOOR, BLOCK-5, 104 BIDHAN NAGAR ROAD, KOLKATA-700067.

WHEREAS above named **PLAINTIFF** has instituted a commercial suit against you. You are hereby summoned to appear before this court in person or by a pleader on **02.03.2026 at 10:00 AM** to answer the same.

The written statement must be filed within thirty days from the date of receipt of the summons. You are to also file affidavit of admission/denial of the documents filed by the plaintiff with written statement.

It is made clear that any unjustified denial of documents and delay in the time lines may lead to an order of costs against the concerned party.

Take notice that, in default of your appearance on that day before mentioned, the suit will be heard and determined in your absence.

GIVEN under my hand and the seal of the Court, this **16th day of FEBRUARY, 2026.**

Sd/-
District Judge (Comm. Court)-02
Patiala House Courts New Delhi.

ফর্ম নং আইএনসি- ২৬
(২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ অধীনে)
কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যের স্থানান্তরের উদ্দেশ্যে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন
কেন্দ্রীয় সরকার
রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন সমীপে

২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১৩ এর উপধারা (৪) এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি আইনের (ইনকর্পোরেশন) রুলস এর রুল ৩০ এর সাব রুল (৫) এর ক্লজ (এ) বিষয় সম্পর্কিত

এবং

স্নিগ্ধা ডেভলপারস প্রাইভেট লিমিটেড রেজিস্টার্ড অফিস : (পুরনো ১৬৫/২) ২৭৫, নগেন্দ্র নাথ রোড, দমদম রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০৭৪ সম্পর্কিত

..... **আবেদনকারী**

এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ প্রস্তাব অনুযায়ী মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে "পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য" থেকে "জাতীয় রাজধানি দিল্লিতে" রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নির্ধারণের জন্য ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধার ১৩ অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করছে।

কোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের ফলে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in) বিনিয়োগকারীর অভিযোগের ফর্ম পূরণ করে বা হাতে হাতে বা রেজিস্টার্ড ডাকে তার আপত্তি হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে স্বার্থের ধরন এবং আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কর্পোরেট ভবন, ৭ম তল, প্লট নং ৩এফ/১৬, এএ-৩এফ, রাজারহাট, নিউ টাউন, আকন্দকেশরী, কলকাতা-৭০০১৩৫ ঠিকানায় এবং একটি কপি আবেদনকারী কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে নোটিশ প্রকাশের চৌদ্দদিনের মধ্যে এবং একটি কপি আবেদনকারী কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে নিম্নে উল্লিখিত ঠিকানায় পাঠাতে হবে :

(পুরনো ১৬৫/২) ২৭৫, নগেন্দ্র নাথ রোড, দমদম রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০৭৪

আবেদনকারীর পক্ষে
স্নিগ্ধা ডেভলপারস প্রাইভেট লিমিটেড
স্বা/-
রবীশ মেহরা
ডিরেক্টর
(ডিন : ০২৩১৮২২০)

তারিখ : ০১.০৩.২০২৬
স্থান : কলকাতা

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ
সাসা মুসা সুগার ওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেড
(দেউলিয়াগ্রস্ত)
CIN : U15432WB1933PTC007599
রেজিস্টার্ড অফিস ঠিকানা : মার্কেন্টাইল বিল্ডিং, ৯/১২, লালবাজার স্ট্রিট,কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০০১, ভারত

দেউলিয়াগ্রস্ত কোম্পানি উল্লেখ্য মহামান্য এনসিএলটি নির্দেশ তারিখ ২০.০২.২০২৫-আইএ (আইবি) নং ৫২২/কেবি/২০২৪-কোম্পানি আবেদন (আইবি) নং ১৫৭/কেবি/২০২১ অনুযায়ী

"**ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ** - কর্পোরেট ডেটর এর যৌথভাবে সম্পদসমূহ বা সম্পদসমূহ এককভাবে, সামগ্রিকভাবে একলপ্তে বিক্রি। কর্পোরেট ডেটর (দেউলিয়াগ্রস্ত) ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড অধীনে ১৪তম এসসিসি সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী।

মহামান্য এনসিএলটি কলকাতা বেঞ্চ কর্তৃক উল্লেখ্য নির্দেশ তারিখ ২০.০২.২০২৫ - নির্দেশ নং আই এ (আইবি) নং ৫২২/কেবি/২০২৪, কোম্পানি আবেদন (আইবি) নং ১৫৭/কেবি/২০২১ অনুযায়ী নিযুক্ত লিকুইডেটর শ্রী মনীশ জৈন কর্তৃক 'যেখানে যা আছে', 'যে অবস্থায় আছে' এবং 'পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত' চালু সংস্থা হিসেবে কর্পোরেট ডেটরের বিক্রি সম্পাদিত হবে। বিক্রয় নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-নিলাম প্ল্যাটফর্ম https://ibbi.baanknet.com মাধ্যমে সম্পাদিত হবে।

ক্রম নং	বিবরণ	বিস্তারিত
১.	ই-নিলাম প্রক্রিয়া নথি এবং বিক্রয় নোটিশ প্রকাশের তারিখ	২৮.০২.২০২৬
২.	ই-নিলাম অধীনে সম্পদের পর্যবেক্ষণ এবং অবধারনের মেয়াদ	ব্লক এ- ২৮ মার্চ ২০২৬ বেলা ১ টা পর্যন্ত ব্লক বি- ৩০ মার্চ ২০২৬ বেলা ১ টা পর্যন্ত ব্লক সি- ৩১ মার্চ ২০২৬ বেলা ১ টা পর্যন্ত
৩.	সম্ভাব্য ডাকদাতাগণ ব্যাঙ্কনেট অকশন প্ল্যাটফর্ম মাধ্যমে বায়না জমা (ইএমডি) দাখিল করবেন	ব্লক এ- ২৮ মার্চ ২০২৬ সন্ধে ৭টা পর্যন্ত ব্লক বি- ৩০ মার্চ ২০২৬ সন্ধে ৭টা পর্যন্ত ব্লক সি- ৩১ মার্চ ২০২৬ সন্ধে ৭টা পর্যন্ত
৪.	নিলামের তারিখ এবং সময়	নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ওয়েবপোর্টালে প্রদত্ত https://ibbi.baanknet.com প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ই-নিলাম সম্পাদিত হবে। ব্লক এ- তারিখ ০১.০৪.২০২৬, সকাল ১১.৩০ থেকে বেলা ১.৩০ পর্যন্ত (প্রতিটি ৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণে) ব্লক বি- তারিখ ০২.০৪.২০২৬, সকাল ১১.৩০ থেকে বেলা ১.৩০ পর্যন্ত (প্রতিটি ৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণে) ব্লক সি- তারিখ ০৩.০৪.২০২৬, সকাল ১১.৩০ থেকে বেলা ১.৩০ পর্যন্ত (প্রতিটি ৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণে)
৫.	লিকুইডেটরের ঠিকানা এবং ইমেল	রুম নং ৩০৩, ৪র্থ তল, ২বি গ্রান্ট লেন, বজরং ভবন, লালবাজার বাটা দোকানের নিকট,কলকাতা - ৭০০০১২। ইমেল ঠিকানা : ibc@sasamusasugar.com ipcamanishjain@gmail.com

ব্লক এ

সম্পদের বিবরণ	ই-নিলামের তারিখ এবং সময়	সংরক্ষিত মূল্য	ইএমডি	ডাক বর্ধিতকরণ মূল্য
মোলাসেস আনুমানিক ২৩৩৮০ কুইন্টাল। আইবিবিআই রেজিস্টার্ড ভ্যালুয়ার কর্তৃক মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুযায়ী (পরিমাণ সময়ে সময়ে বন্টন অনুযায়ী পরিবর্তন হতে পারে এবং মূল্যের সমন্বয় করা হবে না।)	০১.০৪.২০২৬ সকাল ১১.৩০ টা থেকে বেলা ১.৩০ টা পর্যন্ত (প্রতিটির ক্ষেত্রে ৫ মি. অসীমায়িত সম্প্রসারণ সাপেক্ষে)	আইএনআর ৭৫.৬০ লাখ টাকা ("সংরক্ষিত মূল্য")	আইএন আর ৭.৫৬ লাখ টাকা	আইএনআর ৫ লাখ টাকা

ব্লক বি

সম্পদের বিবরণ	ই-নিলামের তারিখ এবং সময়	সংরক্ষিত মূল্য	ইএমডি	ডাক বর্ধিতকরণ মূল্য
কর্পোরেট ডেটরের মূল সম্পদগুলি অবস্থিত : জমি (জমির এরিয়া বিস্তারিত পরিবারের বা প্রমোটারের জামিনদত্ত সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার নিকট (দায়মুক্ত জমির এরিয়া) : ৪৪ বিঘা-০৮ কাঠা -০৭ ধুর) এবং ভবন সুগার মিল হিসেবে ব্যবহৃত সুগার মিলের জন্য লিজ জমি এবং নির্মাণ ব্যতীত এবং প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি (২৬.১১.২০২৫ তারিখে ইতিমধ্যেই সফলভাবে নিলামকৃত প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি অনুযায়ী) আখ মাড়াই ক্ষমতা ২৫০০ টিপিডি-মেসার্স সাসা মুসা সুগার ওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেড অবস্থিত পো সাসা মুসা, থানা কুচাইকোটে, জেলা গোপালগঞ্জ, বিহার- ৮৪১৫০৫। জিপিএস মধ্যস্থতা ২৬.৫২৩৪৪০, ৮৪.৩৫৭২৮৩। সাসা মুসা এর নিকটতম রেলওয়ে স্টেশন ১ কিমি দূরে। নিকটতম রেলওয়ে জংশন সিওয়ান ৩৯ কিমি দূরে। নিকটতম দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর কুশিনগর, ৬০ কিলোমিটার দূলে। নিকটতম ন্যাশনাল হাইওয়ে এনএইচ২৭ (পোরবন্দর গুজরাত থেকে শিলচর অসম পর্যন্ত) ১ কিমি দূরে।	০২.০৪.২০২৬ সকাল ১১.৩০ টা থেকে বেলা ১.৩০ টা পর্যন্ত (প্রতিটির ক্ষেত্রে ৫ মি. অসীমায়িত সম্প্রসারণ সাপেক্ষে)	আইএনআর ৫৯৭৬ লাখ টাকা ("সংরক্ষিত মূল্য")	আইএন আর ৫৯৭.৬০ লাখ টাকা	আইএনআর ৫০ লাখ টাকা

ব্লক সি

সম্পদের বিবরণ	ই-নিলামের তারিখ এবং সময়	সংরক্ষিত মূল্য	ইএমডি	ডাক বর্ধিতকরণ মূল্য
আর্থিক সম্পদের জামিন নগদ এবং ব্যাঙ্ক আমানত এবং মোলাসেস যা পৃথকভাবে ই-নিলাম করা হয়েছে তা ব্যতীত	০৩.০৪.২০২৬ সকাল ১১.৩০ টা থেকে বেলা ১.৩০ টা পর্যন্ত (প্রতিটি অসীমায়িত ৫ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ)	আইএনআর ৪৫ লাখ ('সংরক্ষিত মূল্য')	আইএনআর ৪.৫০ লাখ টাকা	আইএনআর ৫.০০ লাখ টাকা

নিয়ম এবং শর্তাদি :

১. **এসসিসি যাচাই :** এই খসড়া বিক্রয় বিজ্ঞপ্তিটি লিকুইডেশন রেগুলেশন অনুসারে প্রকাশের আগে পর্যালোচনা এবং মন্তব্যের জন্য স্টেকহোল্ডারদের পরামর্শ কমিটির সামনে উপস্থাপন করা হয়েছে।

২. **নন-বাইন্ডিং আমন্ত্রণ :** এই আমন্ত্রণটি কেবল একটি প্রস্তাব দেওয়ার জন্য একটি আমন্ত্রণ এবং এটি নিজেই লিকুইডেটর বা কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার উপর কোনও বিক্রয় সম্পন্ন করার জন্য কোনও বাধ্যতামূলক বাধ্যবাধকতা তৈরি করে না। লিকুইডেটর যেকোনো পর্যায়ে বিক্রয় প্রক্রিয়া বাতিল, পরিবর্তন বা প্রত্যাহার করার এবং/অথবা কোনও আগ্রহী পক্ষ বা সম্ভাব্য দরদাতাকে কোনও কারণ না দেখিয়ে এবং কোনও দায়বদ্ধতা ছাড়াই প্রত্যাখ্যান বা অযোগ্য ঘোষণা করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

৩. **প্রকাশনার ধারা :** এই বিক্রয় বিজ্ঞপ্তিটি বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড এবং মর্নিং ইন্ডিয়া (ইংরেজি সংস্করণ), সনমার্গ (হিন্দি সংস্করণ) এবং একদিন (বাংলা সংস্করণ) পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে এবং আইবিবিআই (তরলীকরণ [illegible]

৪.–১৬. [illegible]

ব্লক এ- ২৮ মার্চ ২০২৬ বেলা ১টা পর্যন্ত	ব্লক সি- ৩১ মার্চ ২০২৬ বেলা ১টা পর্যন্ত
ব্লক বি- ৩০ মার্চ ২০২৬ বেলা ১টা পর্যন্ত	

[illegible]

ব্লক এ- ২৮ মার্চ ২০২৬ সন্ধে ৭টা পর্যন্ত	ব্লক সি- ৩১ মার্চ ২০২৬ সন্ধে ৭টা পর্যন্ত
ব্লক বি- ৩০ মার্চ ২০২৬ সন্ধে ৭টা পর্যন্ত	

[illegible]

মনীশ জৈন, লিকুইডেটর
সাসা মুসা সুগার ওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেড
রেজিস্ট্রেশন নং : IBBI/IPA-001/IP-P00582/2017-2018/11023
[illegible]

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২৮.০২.২০২৬

তালিকায় নাম বাদ আমডাঙার তিনবারের বিধায়ক ও ছেলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আমডাঙা: খসরা তালিকায় নাম বাদ আমডাঙার তিনবারের বিধায়ক রফিকুর রহমান ও তাঁর ছেলের। তাদের নাম বিচারাধীন তালিকায় রয়েছে। প্রশ্ন উঠছে একজন তিনবারের বিজয়ী বিধায়কের যদি এমন দশা হয় তবে সাধারণ মানুষের কি হবে। বিষয়টি নিয়ে নির্বাচন কমিশন ও বিজেপির ওপর ক্ষোভ উগরে দেন বিধায়ক রফিকুর রহমান। শুধু তাই নয় আমডাঙা বিধানসভার ৪৬ নম্বর বুথে ১২৩০ ভোটারের মধ্যে ৩৫০ জনের নাম বিচারাধীন পর্যায়ে রাখা হয়েছে, ফলে আতঙ্কে বিএলও। ভয়ে আতঙ্কে এলাকায় যেতে চাইছেন না খোদ বিএলও। তাঁকেও রাখা হয়েছে বিচারাধীনের তালিকায়।

আমডাঙায় ভোটার লিস্ট বিএলওদের হাতে আসতেই ক্ষোভ, বৈধ ভোটারদের নাম বাদ এবং বিচারাধীন রাখায়। অভিযোগ বিএলওদের। ভয়ে এলাকায় ঢুকতে ভয় পাচ্ছেন বিএলওরা। খোদ বিএলওদের নাম রয়েছে অ্যাডজুডিকেশন তালিকায়। পার্ট ৪৬, সিরিয়াল নম্বর ১১৮ রবিউল ইসলাম। এই বুথে মোট ভোটার সংখ্যা ১২৩০, যার মধ্যে ৩৫০ জন বিচারাধীন।

এসবিএস সরকারি মহাবিদ্যালয়ে পালিত জাতীয় বিজ্ঞান দিবস

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: যথাযোগ্য মর্যাদা ও বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে দক্ষিণ দিনাজপুরের এসবিএস সরকারি মহাবিদ্যালয়ে শনিবার পালিত হলো 'জাতীয় বিজ্ঞান দিবস ২০২৬'। দিনভর নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কলেজ প্রাঙ্গণ হয়ে ওঠে বিজ্ঞান অনুরাগী ও শিক্ষার্থীদের এক মিলনমেলা।

অনুষ্ঠানের সূচনায় জাতীয় বিজ্ঞান দিবসের গুরুত্ব এবং সমাজ সংস্কারে বিজ্ঞানের অপরিহার্য ভূমিকার কথা তুলে ধরেন প্রাণীবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ড. তুহিনশুভ্র সরকার। এরপর এক মনোজ্ঞ আলোচনায় সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক পবন ঘোষ প্রাচীন ভারতের উপনিষদ, পুরাণ ও দর্শনের সাথে আধুনিক বিজ্ঞানের মেলবন্ধন বিশ্লেষণ করেন। প্রাচীন পরম্পরা কী ভাবে আধুনিক বিজ্ঞানমনস্কতার ভিত্তি হতে পারে, তা তাঁর বক্তব্যে ফুটে ওঠে।

কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ড. কৌশিক মাজি ও আইকিউএসি কোঅর্ডিনেটর টোটন দাস উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানচর্চায় ব্রতী হওয়ার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে বিশেষভাবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী ও 'বঙ্গরত্ন' প্রাপক অমূল্যরতন বিশ্বাস। এছাড়াও ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে ছাত্রছাত্রীদের অনুপ্রেরণা জোগান কলেজের প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ড. নোরবু শেরপা।

অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বালুরঘাট কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ডঃ আশিস দাস, বালুরঘাট উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক হরিপদ সাহা, বালুরঘাট বি.এড কলেজের সভাপতি ডঃ নব কুমার দাস, অধ্যাপক ডঃ কৌশিক চট্টোপাধ্যায় এবং হিলি ব্লকের বিএলআরও কৌশিক মান্না। প্রশাসনের বিভিন্ন আধিকারিকদের উপস্থিতিও অনুষ্ঠানকে অনন্য মাত্রা দান করে। এদিন স্থানীয় আটটি বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বিশেষ সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। যার মধ্যে ছিল হিলি রামনাথ উচ্চ বিদ্যালয়, হিলি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, ত্রিমোহিনী পিসিইউএম বিদ্যালয়, ফতেপুর বালুপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়, পাঞ্জুল উচ্চ বিদ্যালয়, তিওর কৃষ্ণাষ্টমী উচ্চ বিদ্যালয়, তিওর সর্বেশ্বর বালিকা বিদ্যালয় এবং বাদামাইল এলপি উচ্চ বিদ্যালয়।

চাষিদের ক্ষোভে উত্তাল পুরশুড়া, মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: মাঠে আলুর দাম নেই। ক্ষতির মুখে আলু চাষিরা। অথচ রাজ্য সরকার পুরোপুরি উদাসীন। আর, তারই প্রতিবাদে এবার আরামবাগ-কলকাতা ২ নম্বর রাজ্য সড়কে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ ব্যাপক বিক্ষোভ দেখায় বিজেপির লোকজন। এই প্রধান রাজ্য সড়কের পুরশুড়া মোড়ে স্থানীয় বিধায়ক বিমান ঘোষের নেতৃত্বে রাস্তায় আলু ঢেলে টায়ারে আগুন জ্বালিয়ে দীর্ঘক্ষণ পথ অবরোধ করেন। পথ অবরোধের জেরে প্রধান এই সড়ক পুরোপুরি অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। আটকে পড়ে যানবাহন। দীর্ঘক্ষণ যানজটের সৃষ্টি হয়। চলে স্লোগান।মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে স্লোগান দেওয়া হয়। ভোটের আগে চাষীদের কাছে টানতে, এবার চাষিদের ফসলের ন্যায্য মূল্যের দাবিতে পুরশুড়ায় বিজেপি বিধায়ক বিমান ঘোষের নেতৃত্বে পথ অবরোধ।

অভিযোগ ২০০ থেকে ২৫০ টাকা (৫০ কেজি) বস্তা হিসাবে গ্রামের গরিব চাষিরা তাদের উৎপাদিত ফসল বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছেন। বিঘা প্রতি ৩০-৩২ হাজার টাকা খরচ করে সর্বস্বান্ত তারা। খরচের টাকা টুকুও ফসল বিক্রি করে উঠছে না। তাই চাষিদের নিয়ে এবার পথে নেমেছেন বিধায়ক। একাধিক চাষি আলু নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েন। বিমান ঘোষের সঙ্গে তারাও হাত মেলান। দীর্ঘক্ষণ অবরোধ চলে। খবর পেয়ে পুরশুড়া থানার পুলিশ এসে হাজির হয়। প্রথমে অবরোধ, বিক্ষোভ না তুললেও স্থানীয় বিধায়ক বিমান ঘোষ কে পুলিশ অনুরোধ জানায় যাতে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়। পুলিশের অনুরোধে তারা অবরোধ তুলে নেন বিধায়ক। তবে, বিমান ঘোষ বলেন, রাজ্য সরকার পুরোপুরি উদাসীন। প্রতিবছর এই ভাবে চাষিরা ক্ষতিগ্রস্ত হন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নাটক করতেই ব্যস্ত। আর এসব চলবে না। আলু চাষীরা যাতে মাঠেই দাম পান সেই ব্যবস্থাই করতে হবে। এই সরকার সেটা পারবে না তাই এই সরকারকে তাড়ান। তবেই শান্তি আসবে এই রাজ্যে। যদিও তৃণমূলের রাজ্য সম্পাদক স্বপন নন্দী বলেন, বিজেপি কি ময়দানে থাকে? এত দিন কোথায় ছিলেন ওই বিধায়ক। ভোটের সময় মুখ দেখাতে এসেছেন। হঠাও সব। বিজেপি হঠাও। মানুষ আর ওদের এই নাটককে পাত্তা দেয় না। মানুষ বুঝে নিয়েছে।

ভোটার লিস্টে বিএলওরাও অ্যাডজুডিকেশনের তালিকায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: অসম্পূর্ণ চূড়ান্ত তালিকা বেরনোর পর বিএলওরাও অ্যাডজুডিকেশনের তালিকায়। বিএলও নিজের সহ পরিবারের সকলের নাম আসল অ্যাডজুডিকেশন তালিকায়। অন্যদিকে আর এক বিএলওর আশি উর্ধ্ব মায়ের নামের তালিকা অ্যাডজুডিকেশনে। রীতিমতো ক্ষোভ বিএলওদের মধ্যে। তাঁদের দাবি, ইচ্ছাকৃত ইলেকশন কমিশন এইগুলো ঘটিয়েছে। এর পুরো দায়ভার ইলেকশন কমিশনের। সার এর প্রক্রিয়া সঠিক হয়নি।

বসিরহাট ১ নম্বর ব্লকের ৮৪ নাম্বার বুথের বিএলও আক্তার রসুল বাচ্চু, তাঁর ও তাঁর বোন-দিদি ও বাবা-সহ পরিবারের সকলের শুনানিতে ডাক এসেছিল। বোন রাজ্য পুলিশে কর্মরত, তার দাদা মেডিক্যাল কলেজের প্রফেসর, বাবা প্রাক্তন বেসরকারি কর্মচারী।

শুনানিতে নাম আসার পর উপযুক্ত নথি-সহ সকল ডকুমেন্টস দাখিল করেছিলেন কিন্তু তাতেও সুরাহা হয়নি। চারজনের নামই অ্যাডজুডিকেশনের এসেছে।

অন্যদিকে বসিরহাট ১ নম্বর ব্লকের ১১৭ নম্বর বুথের বিএলও মসিউর রহমান। তার মা ৮১ বছরের মনওয়ারা খাতুনের নামেও এল অ্যাডজুডিকেশনে। এইসব বিএলওদের দাবি, 'আমাদের যদি এই অবস্থা হয়, তা হলে সাধারণ মানুষ কী ভাবে সংশোধন করবে।' তাঁদির দাবি, এটা পুরোটাই ইলেকশন কমিশনের গাফিলতি। বহু বৈধ মানুষের নাম কাটা গিয়েছে, বহু মানুষের নাম অ্যাডজুডিকেশনে এসেছে। আগামী দিনে কি হবে বুঝতে পারছি না। মানসিক অশান্তি বাড়ল বলেই তাঁদের দাবি।

সরকারি প্রকল্পের বাড়ি না-পাওয়ায় বিতর্কের মাঝে আত্মঘাতী মহিলা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: বিতর্কের সূত্রপাত পাণ্ডবেশ্বর এর বেলডাঙা হুচুক পাড়ার বাসিন্দা সুন্দরা সূত্রধরের নামে সরকারি প্রকল্পের বাড়ি না-পাওয়া নিয়ে শুরু হয়েছিল রাজনৈতিক বিতর্ক। শনিবার ওই মহিলা নিজের ঘরেই গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী হন বলে জানা যায়। রাজনৈতিক টানাপোড়েনের কারণেই কি ওই মহিলা আত্মঘাতী হলেন? গুঞ্জন এলাকায়।

পাণ্ডবেশ্বরের বেলডাঙার বাসিন্দা সুন্দরা সূত্রধর এর পাশে দাঁড়িয়ে সম্প্রতি বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তেওয়ারি দাবি করেছিলেন এই অসহায় মহিলা তৃণমূল বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কারণে সরকারি প্রকল্পে পাকা বাড়ি পায়নি। সেই কারণে ওই মহিলা মাটির গোয়াল ঘরে বসবাস করতে বাধ্য হচ্ছেন ভিডিও ভাইরাল হয়।

ঘটনার পরের দিনই আসরে নামে স্থানীয় তৃণমূল কর্মীরা। শাসক দলের পক্ষ থেকে দাবি করা হয় ওই মহিলার একটি পাকা বাড়ি রয়েছে। তাই সরকারি প্রকল্পে বাড়ি পাওয়ার কথা নয় তার। পাশাপাশি পরের দিনই সমাজ মাধ্যমে একটি ভিডিও পোস্ট করে তৃণমূল। সেই ভিডিওতে দেখা যায় একটি পাকা বাড়ির সামনে স্থানীয় তৃণমূল কর্মীদের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন সুন্দরা দেবী। তৃণমূল কর্মীদের তিনি জানান এই পাকা বাড়িটি আমার। জমানো টাকা আর লোনের টাকায় তৈরি করেছি। বিজেপি নেতার দেখানো কাঁচা গোয়াল ঘরটিও তার। তবে এখন পাকা বাড়িতেই থাকেন তিনি।

এর পরই বিষয়টি নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে শুরু হয় শাসক বিরোধী রাজনৈতিক বিতর্ক। এই আবহে হটাৎ শনিবার আত্মঘাতী হন সুন্দরা দেবী। নিজের গোয়াল ঘর থেকেই উদ্ধার হয় তার ঝুলন্ত মৃতদেহ। বাড়ি নিয়ে বিতর্ক এবং তা নিয়ে রাজনৈতিক টানাপোড়নের কারণেই কি আত্মঘাতী হয়েছেন সুন্দরা দেবী? নাকি এর পেছনে আছে অন্য কোন কারণ? তা নিয়ে এলাকায় রহস্যের বাতাবরণ। এই ঘটনা প্রসঙ্গে বিজেপির পাণ্ডবেশ্বরের মণ্ডল সভাপতি সবিতা বাগদি জানান, খুবই দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছে। বিধায়কের দুই ঘনিষ্ঠের জন্য এই ঘটনা ঘটেছে তাই বিধায়কের এই বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়া উচিত।

যদিও ঘটনার খবর পেয়ে এদিন বেলডাঙ্গায় ওই মহিলার বাড়ি যান তৃণমূল বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিধায়ক বলেন ঘটনাটি খুবই দুঃখজনক। সম্ভবত মানসিক অবসাদে তিনি আত্মঘাতী হয়ে থাকতে পারেন। বিজেপি দলের কোন প্রতিক্রিয়া এখনো পাওয়া যায়নি। যদিও এই মৃত্যুর জন্য মৃত মহিলার ছেলে সরাসরি বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তেওয়ারিকেই দায়ী করেছেন। । ভোটের আগেই পাণ্ডবেশ্বরে এ ধরনের ঘটনায় আগামী দিনে এই ঘটনা কোন দিকে মোড় নেয় দেখার বিষয় সেইটাই। এই ঘটনাটা ঘিরে এলাকায় বিজেপি ও তৃণমূলের মুখোমুখি বচসা থেকে হাতাহাতি। ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশ বাহিনী। পুলিশ এসে দুই পক্ষকে ছত্রভঙ্গ করে।

বিজেপির সংকল্প যাত্রা

নিজস্ব প্রতিবেদন, জয়পুর: রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের ঢাকে কাঠি পড়ে গিয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলি নিজেদের ঘর গোছাতে ব্যস্ত। এই পরিস্থিতিতে আগামী সোমবার হাওড়ার আমতা বিধানসভা এলাকার অমরাগরি ফুটবল মাঠে আসছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজনাথ সিং। বিজেপির সংকল্প যাত্রার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন তিনি। তারই প্রস্তুতি চলছে অমরাগোড়িতে। বিজেপি সূত্রের খবর হাওড়া এবং হুগলি জেলার একটি অংশ দিয়েই এই সংকল্প যাত্রা শুরু হবে। হাওড়া গ্রামীণ জেলা এলাকার আটটি বিধানসভার মধ্যে সাতটিতে যাবে সংকল্প যাত্রা। পরে হাওড়া শহর ছুঁয়ে চলে যাবে হুগলিতে। অনেকে আবার এই সংকল্প যাত্রার ট্যাবলোকে রথযাত্রা বলছেন। হাওড়া গ্রামীণ জেলা বিজেপির সভাপতি দেবাশীষ সামন্ত জানান,ক্ষুগ্রামীণ জেলা এলাকার প্রায় ৯০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করবে সংকল্প যাত্রার ট্যাবলেট বা রথ। এদিকে এই সংকল্প যাত্রা উপলক্ষে হাওড়া গ্রামীণ জেলা বিভিন্ন বিধানসভায় রবিবার বাইক মিছিলের আয়োজন করেছে যুব মোর্চা। ফলে হাওড়া গ্রামীণ জুড়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজনাথ সিং এর সফরকে কেন্দ্র করে কেমন চলছে তৎপরতা তেমনি এই মুহূর্তে বিজেপি কর্মীরা কিছুটা চাঙ্গা বলে দাবি বিজেপি নেতৃত্বের।

ভোটার তালিকা নিয়ে অসন্তোষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তর ২৪ পরগনা: শনিবার যে অসম্পূর্ণ চূড়ান্ত ভোটার তালিকা নির্বাচন কমিশন প্রকাশ করেছে তাতে উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় আগে যে ভোটার সংখ্যা ছিল সেটা দেখানো হয়েছে ৭৫,০৮,৫৪৮ জন। নতুন যোগ হয়েছে ২১,৭৮৭ জন। বাদ গিয়েছে ১,৪২,২৯৭ জন। বর্তমানে চূড়ান্ত ভোটার ৭৩,৮৮,০৫৯ জন। এই মধ্যেই আছে বিচারাধীন ভোটার, তার সংখ্যা ৫,৯৪,০০০ জন। শনিবার বিকেলে বারাসতে জেলাশাসকের দপ্তরে সর্বদলীয় বৈঠক হয়। সেখানেই এই তথ্য জানানো হয়।

এদিন তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন দেবরাজ চক্রবর্তী, নিমাই ঘোষ, রফিকুর রহমান, আনিসুর রহমান-সহ অন্যান্যরা। এছাড়াও ছিলেন বাম নেতা সত্যসেবি কর, বিজেপি নেতা তাপস মিত্র ও কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা। বৈঠকের পর সবাই জানান যে তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে সেখানে পরিষ্কার করে কিছু বলা হয়নি। এক কথায় কেউই সন্তুষ্ট নয় বলে জানান।

বালটিকুরি কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের বিরাডিঙি শাখায় দ্বিতীয় এটিএম উদ্বোধন।

দোল-হোলিতে অশান্তি ঠেকাতে তিন সেকশন পুলিশ মোতায়েন

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: সম্প্রতি চুঁচুড়ায় চন্দননগর কমিশনারেটের অধীন সমস্ত থানার ওসি এবং অন্যান্য পুলিশ কর্তাদের নিয়ে বৈঠক করেন পুলিশ কমিশনার কোটেশ্বর রাও। আসন্ন দোল ও হোলিতে শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখতে চন্দননগর কমিশনারেট এলাকায় ড্রোন ক্যামেরার সাহায্যে নজরদারি চালাবে পুলিশ। বৈঠকে ঠিক হয়েছে, দোল ও হোলি উৎসবে যেখানে মানুষের সমাগম বেশি হয়, সেখানে সিসিটিভি ছাড়াও ড্রোন ক্যামেরার সাহায্যে এলাকায় নজরদারি চালানো হবে। যেখানে যেখানে গণ্ডগোলের আশঙ্কা রয়েছে, তার একটি তালিকা তৈরি করা হয়েছে। সেই সব জায়গায় বাড়তি নজর রাখা হবে।

পুলিশ সূত্রের খবর, দোল ও হোলিতে যে কোনও ধরনের অশান্তি ঠেকাতে ডানকুনি, উত্তরপাড়া, শ্রীরামপুর, রিষড়া, ভদ্রেশ্বর, চন্দননগর ও চুঁচুড়া থানা এলাকায় তিন সেকশন পুলিশ মোতায়েন করা হবে। নিরাপত্তা জোরদার করতে নামানো হবে র‍্যাফ, কমব্যাট ফোর্স। সেই সঙ্গে প্রচুর সাদা পোশাকের পুলিশকর্মী থাকবে। মহিলা পুলিশও থাকবে। দোল ও হোলির দিন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত পুলিশের মোবাইল ভ্যান টহল দেবে রাস্তায়। মহিলা পুলিশের উইনার্স টিমকেও কাজে লাগানো হবে।

বৈঠকে পুলিশ কমিশনার সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, দোল ও হোলির দিন যারা মদ্যপান ও নেশা করে কোনও রকম অশান্তি করার চেষ্টা করবে, তাদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেবে পুলিশ। রাস্তায় বেরিয়ে কেউ কোনও সমস্যায় পড়লে স্থানীয় থানায় ফোন করলেই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে পুলিশ। এ বিষয়ে পুলিশ আধিকারিকদের সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। পুলিশ কমিশনার বলেন, 'দোল ও হোলি উৎসবে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য পুলিশের পক্ষে থেকে বেশ কিছু আগাম ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। রাস্তায় বেরিয়ে মানুষ পুলিশকে দেখতে পাবেন। আমাদের লক্ষ্য, শান্তিপূর্ণভাবে দোল ও হোলি উৎসব পালন। সবাই যাতে রঙের উৎসবে সামিল হয়ে আনন্দ করতে পারেন, সেটা সুনিশ্চিত করতে চাইছি আমরা।'

চাঁপদানির পুরপ্রধান সুরেশ মিশ্র বলেন, চাঁপদানিতে মিশ্র ভাষাভাষীর লোকজন থাকেন। শান্তিপূর্ণভাবে মানুষরা দোল ও হোলির উৎসবে সামিল হন। আমরা চাই পুলিশ প্রশাসন সকলের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করে কাজ করুক।'

হুগলি গ্রামীণ পুলিশের তরফেও একাধিক সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। দোল ও হোলিতে গ্রামীণ পুলিশের এলাকাভুক্ত সিঙ্গুর, ধনেখালি, হরিপাল, তারকেশ্বর, আরামবাগ প্রভৃতি থানার ওসি ও সিআইদের নিয়ে কয়েক দিন আগেই বৈঠক করেছেন হুগলির পুলিশ সুপার (গ্রামীণ) কামনাশিস সেন। সেখানেও ঠিক হয়েছে, হুগলি গ্রামীণ পুলিশের অধীনে যে সব থানা রয়েছে, সেখানেও ড্রোন উড়িয়ে নজরদারি চালানো হবে। যে সমস্ত এলাকায় মিশ্র ভাষাভাষীর মানুষজন রয়েছেন, সেই সব এলাকায় রুটমার্চ শুরু করেছে গ্রামীণ পুলিশ। দিল্লি রোড ও দুর্গাপুর জাতীয় সড়কের পাশে যে সব ধাবা ও হোটেল রয়েছে, সেখানেও যাতে কোনও রকম নেশার সামগ্রী, মদ বিক্রি করা না হয়, তার জন্য বিশেষ অভিযান শুরু হয়েছে। হুগলির পুলিশ সুপার কামনাশিস সেন (গ্রামীণ) বলেন, 'দোল ও হোলি উৎসবে শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখতে সর্বত্র পুলিশ মোতায়েন থাকবে। নজরদারির জন্য সিসিটিভি ও ড্রোনের সাহায্য নেওয়া হবে। সেই সঙ্গে কোথাও কোনও ডিজে সাউন্ড বক্স বাজানো হলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেবে পুলিশ।

জমিজটে আটকে রাস্তার কাজ, প্রাক্তন প্রধানের দ্বারস্থ গ্রামবাসী

নিজস্ব প্রতিবেদন, বুদবুদ: বুদবুদের চাকতেঁতুল গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান অশোক ভট্টাচার্য। তিনিই পারবেন গ্রামের মানুষের সমস্যা সমাধান করতে। এই আশা নিয়েই রণডিহা এলাকার মানুষ তার কাছে ছুটে যান। এলাকার মানুষের অভিযোগ তাদের এলাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন এলাকা থেকে বাগদি পাড়া হয়ে রণডিহা আঁকুরে পাড়া পর্যন্ত একটি রাস্তা নির্মাণের কাজ হওয়ার কথা চূড়ান্ত হয়। আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান কর্মসূচির মাধ্যমে ওই রাস্তা টি নির্মাণ কাজের কথা চূড়ান্ত হয়। কিন্তু রাস্তা নির্মাণ করতে গিয়ে কয়েকজনের ব্যক্তিগত মালিকানার জমি পড়ে যাওয়ায় সেই জট না-কাটাতে পাড়ায় রাস্তার কাজের টেন্ডারও বাতিল হয়ে যায় ফলে হতাশ হয়ে গ্রামের মানুষ বারবার প্রশাসনের দ্বারস্থ হলেও কাজের কাজ কিছু না হওয়ায় শেষমেশ তারা প্রাক্তন প্রধানের দ্বারস্থ হন। তাঁর সঙ্গে দেখা করে গ্রামের মানুষ তাদের সমস্যার কথা জানান। গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন, প্রাক্তন প্রধান বিগত দিনেও বহু উন্নয়নমূলক কাজ করেছেন এলাকায়। তাই তাঁর ওপর ভরসা রেখেই তারা প্রাক্তন প্রধানের দারস্ত হয়েছেন। তাদের আশা, গ্রামের সমস্যা দ্রুত সমাধান হবে।

চাকতেঁতুল গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান অশোক ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, গ্রামের মানুষের সমস্যার কথা তিনি শুনেছেন। বিষয়টি নিয়ে তিনিও অবগত আছেন। যেহেতু ৫বছর মানুষের সেবার কাজ করেছেন তাই মানুষ তার ওপর ভরসা রেখেই তার কাছে ছুটে এসেছেন। তিনিও চেষ্টা করবেন যাতে গ্রামের মানুষের সমস্যা দ্রুত সমাধান হয়। এই বিষয়ে তিনি উর্ধতন কর্তৃপক্ষ ও দলের উচ্চ নেতৃত্বের নজরে বিষয়টি আনবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন।

হাওড়ায় সাংবাদিক নিগ্রহের প্রতিবাদে গানে বার্তা স্বপন বাউলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: রাজ্যে জেলায় জেলায় একের পর এক সাংবাদিক নিগ্রহের প্রতিবাদে রাষ্ট্রপতির প্রশংসিত সম্মানিত শিল্পী ডক্টর স্বপন দত্ত বাউল পথে নামলেন। পূর্ব বর্ধমানের ডিওম অফিসের সামনে থেকেই সারা রাজ্যের জেলায় জেলায় মানুষের উদ্যেশে বার্তা দিলেন গানে গানে।

স্বপন বাউল বক্তব্যে বলেন, সমাজবিরোধী কাজে দুষ্কৃতীদের নাই তুলনা। সাংবাদিকরা খবর করে দুর্নীতির কথা তুলে ধরে বলেই, ওরা সাংবাদিক অত্যাচার করে। গানে গানে আরও বলেন, সাংবাদিক খবর না-করলে কেউ সমাজে কোথায় কি ঘটনা ঘটেছে জানতে পারবে না। সুতরাং জনগণ আর সরকারকে একজোট হয়ে সাংবাদিকদের রক্ষা করতে হবে।

স্বপন বাউল বলেন, 'আমি রাষ্ট্রপতির সম্মানিত শিল্পী সামাজিক দায়বদ্ধতা মাথায় রেখে সুষ্ঠ সমাজ গঠনের লক্ষ্যে সবসময় কাজ করি নিঃস্বার্থ ভাবে বিনা পারিশ্রমিকে সকলেই জানেন। গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ সংবাদ মাধ্যম যার মুখ্য ভূমিকা সাংবাদিকরা গ্রহন করে, তাদের রক্ষা করতে নিঃস্বার্থ ভাবে আমার একটা সামাজিক দায়বদ্ধতা আছে। আমার একটাই কথা রাজ্য সরকার, কেন্দ্র সরকারের কাছে দোষীদের কঠিন শাস্তি দিতে হবে, সাংবাদিকদের নিরাপত্তা সুরক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।'

বিধায়ক ও জেলা পরিষদ সদস্যকে কটাক্ষ-পোস্টার

নিজস্ব প্রতিবেদন, ভাতার: সামনেই বিধানসভা নির্বাচন।আর তার আগেই এলাকায় পোস্টার ঘিরে চাঞ্চল্য। পূর্ব বর্ধমান জেলার ভাতার বিধানসভা এলাকায় ভাতার বাজার ও বাজার সংলগ্ন এলাকায় পোস্টার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পোস্টারে সরাসরি আক্রমণ করা হয়েছে ভাতারের বিধায়ক মান গোবিন্দ অধিকারী এবং জেলা পরিষদের সদস্য শান্তনু কর কে।

পোস্টারে উল্লেখ করা হয়েছে, 'স্বজনপোষণকারী ও মূর্খ বিধায়ক মান গোবিন্দ অধিকারী ও বিজেপি দালাল তোলাবাজ চোর শান্তনু কোনারের কার্যকলাপে ভাতারের সর্বস্তরের মানুষ আজ বিরক্ত ও হতাশ। কোনো কিছুর বিনিময়েই যেন এনাদের বিধায়কের পদপ্রার্থী না করা হয়। সৌজন্যে, ভাতার এলাকাবাসীবৃন্দ।'

পোস্টার প্রকাশ্যে আসতেই রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। কে বা কারা এই পোস্টার লাগিয়েছে তা স্পষ্ট ভাবে জানা যায় নি।তবে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বিভিন্ন মোড় ও জনবহুল এলাকায় এই পোস্টার দেখা গিয়েছে। সকাল হতেই বিষয়টি নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, বিধানসভা নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, ততই বিভিন্ন এলাকায় এই ধরনের পোস্টার রাজনীতি বাড়ছে। ভাতার এলাকায়ও তারই প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে বলে মনে করছেন অনেকে। যদিও এই পোস্টারের পেছনে বিরোধীদের হাত রয়েছে বলে অনেকেই মনে করছেন।

আহতদের তড়িঘড়ি হাসপাতালে ভর্তি জেলা সভাপতির

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাত্রসায়ের: বাঁকুড়া জেলার পাত্রসায়ের থানার হিনজুরি মোড় সংলগ্ন এলাকায় এক মোটর বাইকের সঙ্গে এক সাইকেল আরোহীর মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় দুর্ঘটনা তীব্রতা এতটাই ছিল সাইকেল ও মোটরসাইকেলটি ভেঙে যায় রাস্তার পাশেই সাইকেল আরোহী এবং মোটরসাইকেল আরোহীর রক্তাক্ত অবস্থায় পড়েছিল। ঠিক যেন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছিল আহত ওই দুই ব্যক্তি। বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি সুব্রত দত্ত পাত্রসায়ের থেকে বিষ্ণুপুরের দিকে আসছিলেন সাংগঠনিক কাজে। ভোটের আগে তার এই ব্যস্ততাকে দূরে ফেলে তড়িঘড়ি পুলিশকে খবর দেয় জেলা সভাপতি। এরপর আহতদের তোলা হয় পুলিশের গাড়িতে, নিয়ে আসা হয় বিষ্ণুপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে। পুলিশের গাড়ির পেছনে কর্মসূচি বাদ দিয়ে জেলা সভাপতি বিষ্ণুপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে আসেন।

সকলের সঙ্গে হাত লাগিয়ে আহতদের ভর্তি করেন বিষ্ণুপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে এবং তাঁদের দ্রুত চিকিৎসা পরিষেবা পাওয়ানোর ব্যবস্থা করে দেন।

তিনি জানান, মানব সেবাই তাঁদের কাজ, তাঁদের ধর্ম তাই তিনি এই কাজ করেছেন। জেলা সভাপতির পাশাপাশি বিষ্ণুপুর পুরসভার চেয়ারম্যান ও খবর পেয়ে ছুটে আসেন আহতদের দেখতে হাসপাতালে।

অন্ধ্রের আতশবাজি কারখানায় বিস্ফোরণে মৃত অন্তত ৩০

অমরাবতী, ২৮ ফেব্রুয়ারি: আবার অন্ধ্রপ্রদেশের আতশবাজি কারখানায় বিস্ফোরণ। উড়ে গেল কারখানার ছাদ। বিস্ফোরণের সময় ওই কারখানায় কাজ করছিলেন অনেকেই। বিস্ফোরণে অভিঘাতে অন্তত ৩০ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে খবর। গুরুতর জখম অনেকে। কারখানায় বাজি তৈরির প্রচুর মশলা, রাসায়নিক পদার্থ ওই কারখানায় মজুত থাকায় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং বিস্ফোরণ ঘটে। স্থানীয় সূত্রে খবর, বিস্ফোরণের অভিঘাত এতটাই ছিল যে শ্রমিকদের দেহ অনেক দূর পর্যন্ত ছিটকে গিয়েছে।

জানা গিয়েছে, শনিবার দুপুর ২টো ৪৫ মিনিট নাগাদ অন্ধ্রপ্রদেশের কাকিনাড়া জেলার ভেটলাপালেম গ্রামে এক আতশবাজি কারখানায় বিস্ফোরণ হয়। বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে ওই কারখানায় আগুন ধরে যায়। ওই জেলার পুলিশ সুপারের দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে, ভেটলাপালেম গ্রামে এক কারখানায় বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। অন্তত ৩০ জন শ্রমিকের দগ্ধ দেহ উদ্ধার হয়েছে। তবে ওই কারখানায় অনেকে কাজ করছিলেন। বিস্ফোরণের ফলে অনেকের শরীর পুড়ে গিয়েছে। তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েক জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। ফলে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে মনে করা হচ্ছে। দমকল বাহিনী সূত্রে খবর, আগুনের তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে তা নিয়ন্ত্রণে আনতে বেগ পেতে হয়। ঘটনাস্থলে দমকল বাহিনী ছাড়াও রয়েছে পুলিশ এবং উদ্ধারকারী দল। অন্ধ্রের কাকিনাড়া জেলায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে একাধিক আতশবাজি কারখানা।

গত বছর অক্টোবরে অন্ধ্রপ্রদেশের পূর্ব গোদাবরীর এক আতশবাজি কারখানায় আগুন এবং পরে বিস্ফোরণের ঘটনায় কমপক্ষে আট জনের মৃত্যু হয়েছিল।

আমেরিকা-ইজরায়েলের ক্ষেপণাস্ত্র হামলার বলি ৪০ ইরানি নাবালিকা ছাত্রী

নিহত ইরানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী-সহ খামেনেইয়ের শীর্ষ কম্যান্ডার

তেহরান, ২৮ ফেব্রুয়ারি: রাষ্ট্রের যুদ্ধে বেঘোরে প্রাণ যায় সাধারণ মানুষের। রক্ষে নেই নিষ্পাপ শিশুরও। আমেরিকা-ইজরায়েলের হামলায় ইরানে মৃত্যু হল অন্তত ৪০ জন নাবালিকা পড়ুয়ার। ইরানের রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম আইআরএনএ-র দাবি, স্কুল চলাকালীন যৌথ বাহিনীর ক্ষেপণাস্ত্রে ধ্বংস হয়েছে মিনাবের একটি 'গার্লস স্কুল'। এর ফলেই বেঘোরে মৃত্যু হয়েছে অন্তত ৪০ জন ছাত্রীর। স্কুল-হাসপাতালের মতো ভবনে হামলার ঘটনায় প্রশ্ন উঠছে আমেরিকা-ইজরায়েলের বেপরোয়া যুদ্ধনীতি নিয়ে।

আইআরএনএ জানিয়েছে, হরমোজগান প্রদেশের মিনাব শহরে হামলা চালায় ইরান-আমেরিকার যৌথ বাহিনী। এখানেই রয়েছে ইসলামিক রেভলুশনারি গার্ড কপের (আইআরজিসি) ঘাঁটি। মনে করা হচ্ছে, সেই লক্ষ্যেই হামলা হয়েছিল মিনাবে। যদিও পার্শবর্তী স্কুলটিও ক্ষেপণাস্ত্রে চুরমার হয়ে যায়। তাতেই মৃত্যু হয়েছে কমপক্ষে ৪০ জন ছাত্রীর। আরও ৪০ জন জখম হয়েছে বলে খবর।

অপারেশন 'সিংহগর্জনে' থেকে থেকে কেঁপে উঠছে ইরান। ইজরায়েল ও আমেরিকার যৌথ অভিযানে ধীরে ধীরে সামনে আসছে যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি। আগেই সংবাদসংস্থা রয়টার্স জানিয়েছিল, ইজরায়েল-আমেরিকার হামলায় মৃত্যু হয়েছে ইরানি সেনার বেশ কয়েক জন কমান্ডার এবং আধিকারিকের। জানা গিয়েছে, ইজরায়েলি হামলায় নিহত হয়েছেন ইরানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী আমির নাসিরজাদা। শেষ খবরে জানা গিয়েছে, নিহত হয়েছেন খামেনেইর শীর্ষ কমান্ডার মহম্মদ পাকপৌর। অন্যদিকে সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর আবুধাবি ও দুবাই, কাতারের দোহা এবং সৌদি আরবের রিয়াধে পালটা হামলা চালিয়েছে ইরান। এর জেরে দোহায় এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে।

উল্লেখ্য, এদিন সকালে তেহরানে খামেনেইর দপ্তরে হামলা চালায় আমেরিকা-ইজরায়েল। যার ফলে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয় ওই ভবনটির অনেকাংশ। যদিও ৮৬ বছরের খামেনেইকে আগেভাগেই তেহরান থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। এবং বর্তমানে তিনি শহর থেকে দূরে ইরানের কোন গোপন বাঙ্কারে আশ্রয় নিয়েছেন বলে খবর। তবে ইজরায়েল ও আমেরিকার যৌথ অভিযানে মৃত্যু হয়েছে ইরানি সেনার বেশ কয়েক জন কমান্ডার এবং আধিকারিকের। তাঁদের অন্যতম মহম্মদ পাকপৌর।

প্রসঙ্গত, শনিবার সকাল থেকেই তেহরান-সহ ইরানের বেশ কয়েকটি শহরে একযোগে হামলা শুরু করে আমেরিকা এবং ইজরায়েল। হামলার পর পরই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরানবাসীর উদ্দেশে বার্তা দেন, এ বার আপনাদের নিজেদের ভাগ্য নির্ধারণের সময় এসে গিয়েছে। ক্ষমতা বদলের জন্য প্রস্তুত হোন। অন্য দিকে, ইজরায়েল প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু বলেন, 'এ বার শাসক বদলানোর সময় এসে গিয়েছে। নিজেদের ভাগ্য ঠিক করতে আপনারা (ইরানবাসী) সাহসী পদক্ষেপ করুন।'

তবে পাল্টা হামলা শুরু করেছে ইরানও। আমেরিকা এবং ইজরায়েলের বাহিনী তেহরানে হামলার পরই গোটা পশ্চিম এশিয়া জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে সামরিক উত্তেজনা। পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন দেশে আমেরিকার সেনা ছাউনি রয়েছে। প্রাথমিক ভাবে জানা যাচ্ছে, সেই সেনাঘাঁটিগুলিকেই লক্ষ্য করে পাল্টা হামলা শুরু করেছে ইরান। একই সঙ্গে আমেরিকার অন্তত ছয় বন্ধু দেশে হামলা শুরু হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। ইজরায়েলের পাশাপাশি সংযুক্ত আরব আমিরশাহী, কুয়েত, কাতার, বাহরিন, ইরাক, সৌদি আরব এবং জর্ডনে উত্তেজনা ছড়িয়েছে। শনিবার দুপুরে বিস্ফোরণের শধ পাওয়া গিয়েছে কাতারের রাজধানী দোহাতেও।

পেটে (বক্স করে)

ভারতীয়দের সতর্কতা

নয়াদিল্লি, ২৮ ফেব্রুয়ারি ইজরায়েলে বসবাসকারী ভারতীয় নাগরিকদের সতর্ক করল নয়াদিল্লি। চোখ-কান খোলা রাখার পরামর্শও দিল। আমেরিকার মদতে ইরানে শনিবার সকাল থেকে হামলা চালাচ্ছে ইজরায়েল। ইরান পাল্টা হুঁশিয়ারি দিয়েছে, ইজরায়েলকে তারা ছেড়ে কথা বলবে না। তার পরেই ইজরায়েলে বসবাসকারী ভারতীয়দের সতর্ক করল নয়াদিল্লি।

এয়ার ইন্ডিয়া-ইন্ডিগো পরিষেবা মধ্যপ্রাচ্যে স্থগিত

নয়াদিল্লি, ২৮ ফেব্রুয়ারি: আশঙ্কা সত্যি করে শনিবার তেহরানে যৌথ ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে ইজরায়েল এবং আমেরিকা। এই পরিস্থিতিতে মধ্যপ্রাচ্যে পরিষেবা স্থগিত করল এয়ার ইন্ডিয়া এবং ইন্ডিগো। ইন্ডিগো জানিয়েছে, ইরান এবং মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন জায়গায় আকাশসীমা বন্ধ থাকার কারণে পরিষেবা সাময়িকভাবে বন্ধ করা হয়েছে। অন্যদিকে, স্পাইসজেটের তরফেও একটি বিবৃতি দেওয়া হয়েছে। সেখানে লেখা, 'দুবাইতে আকাশসীমা বন্ধ থাকার কারণে, আমাদের কিছু পরিষেবা ব্যাহত হতে পারে।' পাশাপাশি, এয়ার ইন্ডিয়া জানিয়েছে, বর্তমান পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে মধ্যপ্রাচ্যে সাময়িকভাবে আমাদের পরিষেবা স্থগিত করা হয়েছে। পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, শনিবার সকালে ইরানে অন্তত তিন-চারটি ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে আমেরিকা এবং ইজরায়েল। এই হামলাকে তারা সতর্কতামূলক হামলা হিসাবে ব্যাখ্যা করেছে। সে দেশের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইজরায়েল কাট্‌জ বলেছেন, 'ইরানের বিরুদ্ধে সতর্কতামূলক হামলা চালানো হয়েছে। নিজেকে সুরক্ষিত রাখতেই এই পদক্ষেপ'।

আফ্রিকার বৎসোয়ানা থেকেও কুনোয় আনা হল চিতা

ভোপাল, ২৮ ফেব্রুয়ারি: নামিবিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকার পরে এ বার আফ্রিকার আর এক দেশ বৎসোয়ানা থেকে চিতা নিয়ে আসা হল ভারতে। শনিবার সকালে বায়ুসেনার হেলিকপ্টারে তাদের গোয়ালিয়র থেকে মধ্যপ্রদেশের পালপুর কুনো জাতীয় উদ্যানে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে সে রাজ্যের বন দপ্তর জানিয়েছে। এর মধ্যে ভারতীয় বনাঞ্চলে আফ্রিকার চিতার সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৪৮। কেন্দ্রীয় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব পার্কে প্রস্তুত করা জাল ঘেরা প্রাকৃতিক পরিবেশে চিতাগুলিকে 'সফট রিলিজ' করেছেন। প্রজেক্ট চিতার পরিচালক উত্তম শর্মা বলেন, 'বৎসোয়ানা থেকে বায়ুসেনার বিমানে ন'টি চিতাকে গোয়ালিয়র বিমানবন্দরে নিয়ে আসা হয়েছিল। এই নিয়ে তৃতীয় দফায় ভারতে আফ্রিকার চিতা আনা হল।' তিনি জানান, 'এখনও পর্যন্ত তিনটি চিতাকে মধ্যপ্রদেশের গান্ধি সাগর অভয়ারণ্যে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। ৩৬টি কুনো জাতীয় উদ্যানে রয়েছে।' প্রায় সাত দশক আগে ভারতে চিতা বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। তবে পরে অন্য দেশ থেকে চিতা এনে সংখ্যা বৃদ্ধি করার চেষ্টা চলছে।

ময়দান

৬৬ বছরের অপেক্ষার অবসান ! রঞ্জিতে ইতিহাস জম্মু ও কাশ্মীরের

নিজস্ব প্রতিবেদন ২৮ ফেব্রুয়ারি: জম্মু ও কাশ্মীর ক্রিকেটের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকল। ১৯৫৯-৬০ মরসুমে প্রথমবার রঞ্জি ট্রফিতে অভিষেকের দীর্ঘ ৬৬ বছর পর অবশেষে দেশের সর্বোচ্চ ঘরোয়া ট্রফির স্বাদ পেল জম্মু ও কাশ্মীর। অধিনায়ক পরাস ডোগরার নেতৃত্বে শক্তিশালী কর্নাটককে কার্যত দমিয়ে দিয়ে ২০২৫,২৬ মরসুমের রঞ্জি ট্রফি জয় নিশ্চিত করে নেয় তারা। কর্নাটকের হুব্বলিতে অবস্থিত জ্ঞ(ঙ্খ ক্রিকেট গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত ফাইনাল ম্যাচে প্রথম ইনিংসে বিশাল লিডই ম্যাচের ভাগ্য নির্ধারণ করে দেয়। প্রথম ইনিংসে জম্মু ও কাশ্মীর তোলে ৫৮৪ রান। তিন নম্বরে নেমে শুবম পুন্ডিরের ১২১ রানের ইনিংস ছিল ভিত্তি।

এছাড়া ডোগরা (৭০), ইয়াওয়ার হাসান (৮৮), আবদুল সামাদ (৬১), কনহাইয়া ওয়াধাওয়ান (৭০) ও সাহিল লোত্রা (৭২) অর্ধশতরান করে কর্নাটক বোলারদের সাত সেশন ধরে মাঠে ঘাম ঝরাতে বাধ্য করেন। জবাবে কর্নাটক প্রথম ইনিংসে বড় ব্যবধানে পিছিয়ে পড়ে। আউকিব নাবির পাঁচ উইকেটের সুবাদে জম্মু ও কাশ্মীর নেয় ২৯১ রানের লিড। দ্বিতীয় ইনিংসে শুরুতে ধাক্কা খেলেও কামরান ইকবাল একপ্রান্ত আগলে রাখেন। শেষ দিনে ইয়াওয়ার হাসান ও সাহিল লোত্রার শতরানে আর কোনও সংশয় থাকেনি। পরিস্থিতি এতটাই একপেশে হয়ে যায় যে কর্নাটক অধিনায়ক দেবদত্ত পাডিক্কাল মূল বোলারদের তুলে নিয়ে রাহুল, নায়ার ও আগরওয়ালকে বল করান। ঐতিহাসিক এই মুহূর্তের সাক্ষী থাকতে হুব্বলিতে উপস্থিত ছিলেন জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাহ। শেষ পর্যন্ত জম্মু ও কাশ্মীর ৩৪১/৪ রানে দ্বিতীয় ইনিংস ঘোষণা করলে ম্যাচের ইতি টানা হয়।

'ভারত বিপজ্জনক, কিন্তু আমরা প্রস্তুত'

ইডেন ম্যাচের আগে আত্মবিশ্বাসী ক্যারিবিয়ান

নিজস্ব প্রতিবেদন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ২০২৬-এর সুপার এইট পর্বে ভারতের বিরুদ্ধে নামার আগে আত্মবিশ্বাসী আকিল হোসেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজের তারকা বাঁহাতি স্পিনার স্বীকার করেছেন, বছরের পর বছর ধরে ভারত জাতীয় ক্রিকেট দল সব দলের কাছেই বিপজ্জনক প্রতিপক্ষ। তবে একই সঙ্গে তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন, ভারতের নাম শুনে ভয় পাচ্ছে না তাঁর দল। আগামী ১ মার্চ কলকাতার ইডেন গার্ডেন্স-এ সুপার এইটের এই ম্যাচকে ঘিরে উত্তেজনা তুঙ্গে। আকিল হোসেন ইতিমধ্যেই টি, টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বেশ অভিজ্ঞ এক নাম। ২০২১, ২০২২ এবং ২০২৪, এই তিনটি বিশ্বকাপ খেলেছেন তিনি। বিশ্বকাপের মঞ্চে তাঁর ঝুলিতে রয়েছে মোট ২০টি উইকেট। এই বিশ্বকাপেও ওয়েস্ট ইন্ডিজের অন্যতম ভরসা তিনি। হোসেনের মতে, বর্তমান ভারতীয় দলে হয়তো আগের মতো অত বেশি 'সুপারস্টার' নাম নেই, কিন্তু দলের ভিতরের ক্ষুধা একটুও কম নয়। বরং সেই খিদে আগের থেকেও বেশি হতে পারে। সুপার এইটের ম্যাচের আগে স্টার স্পোর্টসকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে হোসেন বলেন, 'ভারতীয় দলগুলোর দিকে তাকালে দেখা যাবে, তারা বরাবরই বিপজ্জনক। এই দলে বড় নাম হয়তো কম, কিন্তু ক্ষুধা একই রকম, বরং আরও বেশি হতে পারে।' তাঁর মতে, বিশ্বকাপের মতো মঞ্চে নিজেকে প্রমাণ করার তাগিদই দলগুলোকে আরও ভয়ংকর করে তোলে। হোসেন আরও জানান, বিশ্বকাপে খেলতে নামলে প্রত্যেক ক্রিকেটারের মনেই থাকে নিজেকে চেনানোর ইচ্ছে। তাঁর কথায়, 'সবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে নিজের নাম ছাপাতে চায়। বিশ্বকাপের চেয়ে বড় মঞ্চ আর কিছু নেই। তাই এখানে ক্ষুধা সব সময়ই বেশি থাকে।' এই কারণেই ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচটি যে জমজমাট হবে, তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই বলেই মনে করেন তিনি। একই সঙ্গে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের মানসিকতাও স্পষ্ট করে দিয়েছেন আকিল হোসেন। তাঁর মতে, বিশ্বকাপ জিততে হলে কোনও নির্দিষ্ট দলের কথা ভেবে ভয় পাওয়ার সুযোগ নেই। তিনি বলেন, 'কোচ সব সময় বলেন, বিশ্বকাপ জিততে হলে সবাইকে হারাতে হবে। নাম বা অতীত কীর্তি নিয়ে ভাবলে চলবে না। এখনকার পরিস্থিতিতে কী করতে হবে, সেটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।' এই বিশ্বকাপে এখনও পর্যন্ত আকিল হোসেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে ৫ ম্যাচে ৬টি উইকেট নিয়েছেন। বিশেষ করে জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে সুপার এইটের ম্যাচে তাঁর পারফরম্যান্স ছিল নজরকাড়া। জিম্বাবোয়ে জাতীয় ক্রিকেট দল-এর বিরুদ্ধে তিনি ৪ ওভারে মাত্র ২৮ রান দিয়ে ৩টি গুরুত্বপূর্ণ উইকেট তুলে নেন। তবে আশ্চর্যজনকভাবে সেই ফর্ম থাকা সত্ত্বেও দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে তাঁকে খেলানো হয়নি। সেই ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকা জাতীয় ক্রিকেট দল-এর কাছে হেরে যায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। সব মিলিয়ে ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচের আগে আত্মবিশ্বাসী হলেও বাস্তববাদী আকিল হোসেন। তাঁর চোখে ম্যাচ শুধু জয়-পরাজয়ের লড়াই নয়, বরং দর্শকদের জন্য একেবারে পূর্ণ বিনোদনের প্যাকেজ।

নতুন দায়িত্বে বাগানকে আইএসএল জেতানো কোচ মোলিনা

নিজস্ব প্রতিবেদন: মোহনবাগানের প্রাক্তন কোচ জোসে মোলিনা পেলেন নতুন দায়িত্ব। তাঁর কোচিংয়ে দুর্দান্ত সাফল্য পেয়েছে সবুজ-মেরুন ব্রিগেড। গত মরশুমে আইএফএ শিল্ড, আইএসএল কাপ, আইএসএল শিল্ড এসেছে মোলিনার হাত ধরে। গত বছর নভেম্বরে মোহনবাগানের কোচের পদের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল মোলিনাকে। এবার নতুন দায়িত্ব হিসেবে হন্ডুরাস জাতীয় ফুটবল দলের কোচ হলেন মোলিনা।

মধ্য আমেরিকার দেশ হন্ডুরাস ফুটবল ফেডারেশন আনুষ্ঠানিক ভাবে মোলিনার যোগদানের খবর ঘোষণা করেছে। বিবৃতি দিয়ে হন্ডুরাস জানিয়েছে, 'নির্বাচন কমিটি এবং স্পোর্টিং ডিরেক্টর ফ্রান্সিস হার্নান্দেজের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনার পর ই এই সিদ্ধান্ত।'

দুর্বল মহামেডানকে পাঁচ গোল মোহনবাগানের

ঋতিকা চক্রবর্তী: ৮০-৯০ দশকের মোহনবাগান বনাম মহামেডান স্পোর্টিং ডার্বি মানে ছিল সেয়ানে-সেয়ানে লড়াই। শনিবারের যুবভারতীতে অবশ্য এই দৃশ্য দেখা যাবে না তা প্রায় নিশ্চিত ছিল। সাদা-কালো ব্রিগেডকে ৫-১ গোলে হারিয়ে এবারের আইএসএলে জয়ের হ্যাটট্রিক করল লোবেরার মোহনবাগান। অবশ্য ডার্বির মতোই উত্তেজনা নিয়ে ম্যাচের শুরুটা হয়েছিল। সকলকে চমকে দিয়ে লালথানকিমার গোলে এগিয়ে যায় মহামেডান স্পোর্টিং। প্রথম মিনিটেই সুযোগ পেয়ে যায় মোহনবাগান। সাজ্জাদ হোসেন পেয়ারেকে কাটিয়ে জেসন কামিংস শট নেন। বল গোলপোস্টের উপর দিয়ে বেরিয়ে যায়। ১২ মিনিটে গ্যালারিকে অবাক করে লালানঘাই সাকার কর্ণার থেকে লালথানকিমার হেডে গোল করেন। এরপর জেগে ওঠে মোহনবাগানের আক্রমণ। ১৮ মিনিটে রবসনের শট গোলপোস্টে লাগে। ২২ মিনিটে কামিংসের ব্যাকহিল থেকে বল পেয়ে নিখুঁত শটে বল জালে জড়িয়ে দিলেন মোহনবাগানের ব্রাজিলিয়ান তারকা রবসন রবিনহো। ২৭ মিনিটে মনবীরের শট গৌরব বোরার পায়ে লাগে, সেখান থেকে রবসনের সুদর্শন শট সাদা-কালো ব্রিগেডের তিন ডিফেন্ডারকে কাটিয়ে জালে জড়িয়ে যায়। ২-১ এগিয়ে যায় মোহনবাগান। ৩৫ মিনিটে অময়ের ক্রস থেকে কামিংসের শট আটকে দেওয়ার চেষ্টা করেন মহামেডান গোলকিপার শুভজিৎ। সেখান থেকে বল পেয়ে গোলে ঢুকিয়ে দেন ম্যাকলারেন। ৩৯ মিনিটে রবসনের চোটের কারণে পরিবর্ত হিসেবে নামলেন দিমিত্রি পেত্রাতোস। পর মূহুর্তেই জেমির শট গোলপোস্টের পাশ দিয়ে বেরিয়ে যায়। ৪২ মিনিটে মাঝমাঠ থেকে দিমিত্রির বাড়ানো বল দুর্দান্ত ভাবে রিসিভ করেন মনবীর। সেখান থেকে ম্যাকলারেন বল পেয়েও সঠিক ভাবে শট নিতে ব্যর্থ। মনবীর যা পারফর্ম করলেন, তাতে লোবেরার ভাবতে হবে পরের ম্যাচে লিস্টন কোলাসোকে প্রথম খেলানো নিয়ে। দ্বিতীয়ার্ধে মহামেডানের রেমসাঙ্গার জায়গায় নামেন ফারদিন আলি মোল্লা, সাকার জায়গায় নামেন মাখন ছোটে। দ্বিতীয়ার্ধেও বেশ কিছু সুযোগ তৈরি করে মোহনবাগান। ৬২ মিনিটে অভিষেক টেকচাম সিং এর ক্রস থেকে দুর্দান্ত হেডারে গোল করেন মনবীর। ৭০ মিনিটে ২৫ গজ দূরত্ব থেকে দিমিত্রির অসাধারণ গোল।

BOARD OF COUNCILLORS OF
RAGHUNATHPUR MUNICIPALITY
P.O. - Raghunathpur, Dist-Purulia

Chairman on behalf of Board of Councillors, Raghunathpur Municipality is hereby inviting tender for corrigendum notice for Road restoration works due to laying of di stribution net-work at various zones under Amrut 2.0 scheme within Raghunathpur Municipality.

Sl.	Particulars	Date	Time
1.	Date and Time of Publication	14.02.2026	10.30 A.M. onwards
2.	Bid Submission Start Date & Time	14.02.2026	11.00 A.M. onwards
3.	Bid Submission Close date & Time	06.03.2026	16.55 Hrs.. onwards
4.	Opening Date	09.03.2026	11.00 P.M. onwards

TENDER IDS :-
2026_MAD_1005014_1

For more details Please log on to www.wbtenders.gov.in

Sd/- Chairman
Raghunathpur Municipality,

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman
Notice Inviting e-Tender

1) Name of the Work : Alternative source of drinking water by Installation of Submersible Pump through Rig Boring System and Construction Water Reservoir with Laying of 75mm dia. HDPE pipeline at Newton Dhobi Para Basti within Ward No.-07 under DMC
e-Tender No. : WBDMC/WS/COMM/NIT-198/25-26
Tender ID : 2026_MAD_1016805_1 ● Est. Amt: Rs. 14,46,030.00

2) Name of the Work : Alternative source of drinking water by Installation of Submersible Pump through Rig Boring System and construction Water Reservoir with laying of 75mm dia. HDPE pipeline at Mahanta Bagan, Kamalpur within Ward No.-01 under DMC
e-Tender No. : WBDMC/WS/COMM/NIT-199/25-26
Tender ID : 2026_MAD_1016838_1 ● Est. Amt: Rs. 14,97,404.00

3) Name of the Work : Installation of Submersible pump through Rig Boring System and Construction Water Reservoir and stand post with Laying of 75mm dia. HDPE pipeline at Rabin Sen Pally Bastee within Ward No.-23 under DMC
e-Tender No. : WBDMC/WS/COMM/NIT-200/25-26
Tender ID : 2026_MAD_1016855_1 ● Est. Amt: Rs. 14,97,404.00

4) Name of the Work : Sinking of 1 no. borewell (250.00 mtr depth) with Installation of Submersible Pump & Laying of 75mm dia. HDPE pipeline (Supplying, fitting and fixing) at Kaniska Road within Ward No.-09 under DMC
e-Tender No. : WBDMC/WS/COMM/NIT-201/25-26
Tender ID : 2026_MAD_1016873_1 ● Est. Amt: Rs. 12,48,829.00

5) Name of the Work : Sinking of 1 no. borewell (250.00 mtr depth) with Installation of Submersible Pump & Laying of 75mm dia. HDPE pipeline (Supplying, fitting and fixing) at Old Garage Maidan Basti, Akbar Road within ward No.-09 under DMC
e-Tender No. : WBDMC/WS/COMM/NIT-202/25-26
Tender ID : 2026_MAD_1016906_1 ● Est. Amt: Rs. 12,95,646.00

6) Name of the Work : Construction of Road by Cement Concrete from Aditya Kumar Mondal House to Sanjib Karmakar House at Street No.-2H of Sukantapally, Dhandabag, Ward No.-16 under D.M.C
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-284/25-26 (2nd call)
Tender ID : 2026_MAD_1016703_1 ● Est. Amt: Rs. 11,06,262.00

7) Name of the Work : Repairing of Bituminous Roads From Sashan Kali Temple to Ghosh Market and Improvement of Road Side Drains at Post Office to Ghosh Market Connecting within Ward No.-28 under D.M.C
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-332/25-26
Tender ID : 2026_MAD_1016992_1 ● Est. Amt: Rs. 48,51,592.00

Last Date : **16.03.2026 upto 03.00 PM**

8) Name of the Work : Construction of Community Toilet including Sanitary Plumbing at near Mamra Bazar within Ward No.-24 within D.M.C area
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-307/25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_1016697_1 ● Est. Amt: Rs. 8,30,750.00

9) Name of the Work : Supply of Sanitary Items for maintenance work of DMC Asset Buildings under DMC
e-Tender No. : WBDMC/WS/COMM/NIT-195/25-26
Tender ID : 2026_MAD_1015893_1

Last Date : **09.03.2026 upto 03.00 PM**
For details: **wbtenders.gov.in**

Sd/-
Executive Engineer, DMC

OFFICE OF THE
BANNYESWAR GRAM PANCHAYAT
P.O- BANNYESWAR DIST:- MURSHIDABAD
UNDER SAGARDIGHI DEVELOPMENT BLOCK

Tender are invited through online Bid System under following. **1) NIT NO:- 18/ Ban GP/15TH CFC/2025-26, DATE:- 27.02.2026.** The last date for submission of all tender is 07/03/2026 up to 14.00 Hours. For details please visit web site htpp://wbtenders.gov.in as office notice.

Sd/-Prodhan
Bannyeswar Gram Panchayat.

OFFICE OF THE
BANNYESWAR GRAM PANCHAYAT
P.O- BANNYESWAR DIST:- MURSHIDABAD
UNDER SAGARDIGHI DEVELOPMENT BLOCK

Tender are invited through offline Bid System under following. **1) NIT NO:-17/ BAN GP/2025-26, DATE:-24.02.2026.** The last date for submission of all tender is **05.03.2026. up to 4.00 PM.**
For details please visit office notice.

Sd/-Prodhan
Bannyeswar Gram Panchayat.

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

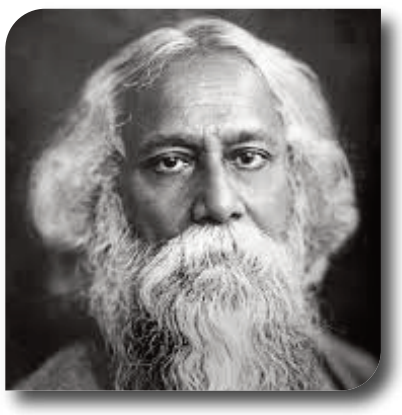

একদিন নবপত্রিকা

শ্রদ্ধায় ও বন্ধুত্বে

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু

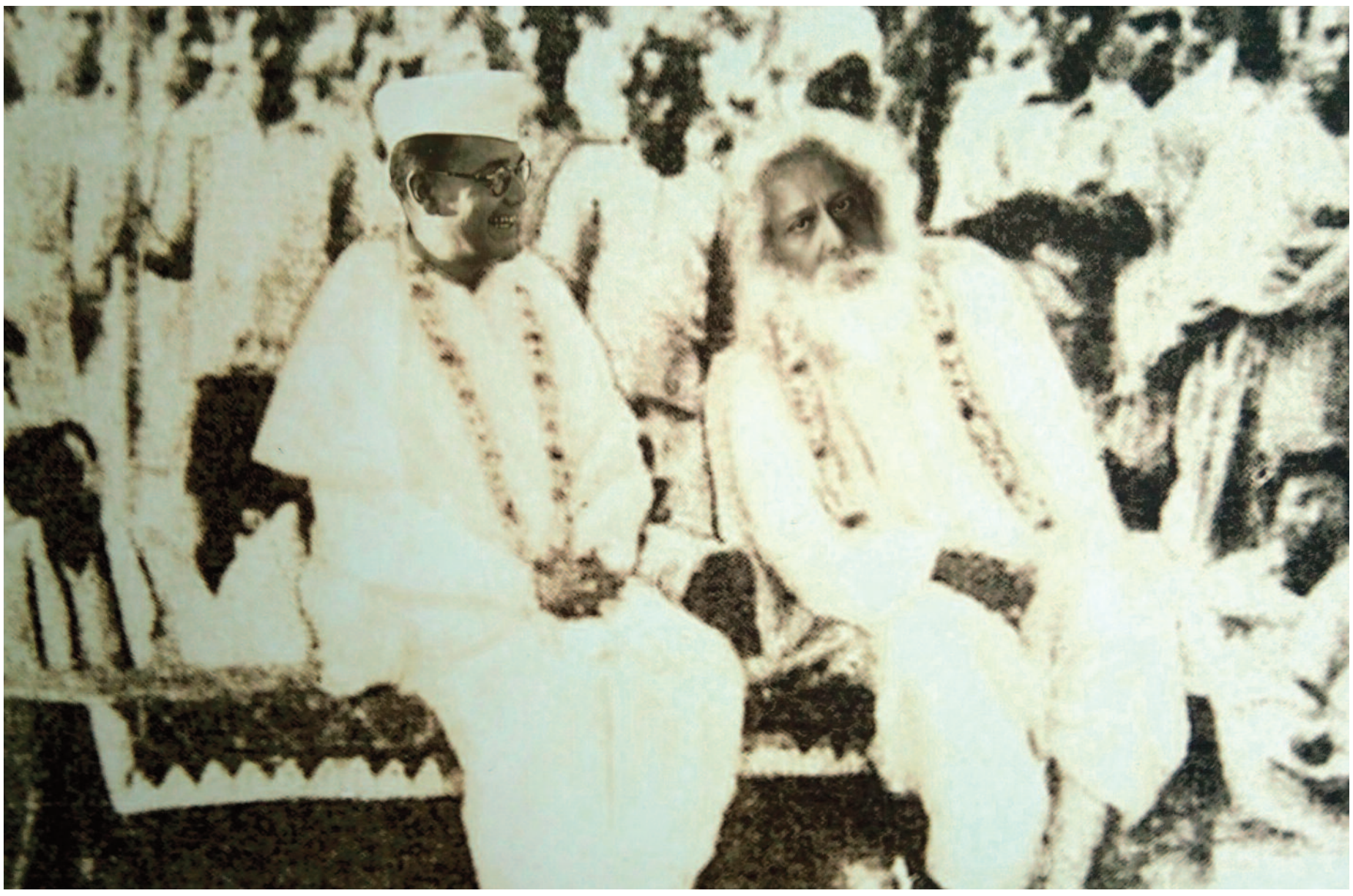

শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্রের মধ্যে সম্পর্কের ক্রমশ উন্নতি হয় ৩০ এর দশকে। সুভাষচন্দ্র বসু যখন কলকাতার মেয়র তখন রবীন্দ্রনাথ আমেরিকায় সফরে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন। সুভাষচন্দ্র বসু তাঁর কাছে তার বার্তা পাঠিয়ে লেখেন 'কলকাতা মহানগর আপনার অসুস্থতার সংবাদ এর উদ্বিগ্ন। নাগরিকদের পক্ষ থেকে আমি আপনার দ্রুত আরোগ্য ও স্বদেশে নিরাপদে প্রত্যাবর্তন কামনা করি। তার যোগে স্বাস্থ্যের সংবাদ জানাবেন।' রবীন্দ্রনাথ একটু সুস্থ হয়ে সুভাষচন্দ্রকে লিখলেন 'ধন্যবাদ পূর্বাপেক্ষা অনেকটা ভালো আছি'। কবি দেশে ফিরে আসেন ১৯৩১ এর ৩০ জানুয়ারি ওই বছর ২৬ শে জানুয়ারি কলকাতা মনুমেন্ট ময়দানে স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করতে গিয়ে সুভাষচন্দ্র গ্রেপ্তার হন এবং পুলিশের আক্রমণে গুরুতর আহত হন। রবীন্দ্রনাথ এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করে, সাংবাদিকদের কাছে দীর্ঘ বিবৃতি প্রদান করেন।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু দুই জনেই বাংলা তথা ভারতের গর্ব। ১৯২১ সালে ১৬ই ফেব্রুয়ারি ও ২ মার্চ সুভাষচন্দ্র বসু বিলেত থেকে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসকে যে দুটি চিঠি লেখেন তাতে তিনি জোর দিয়েছেন গঠনমূলক কাজের উপর। ১৯২১ সালের ২২ এপ্রিল সুভাষচন্দ্র ভারত সচিব মন্টেগুর কাছে আইসিএস থেকে পদত্যাকে চিঠি পাঠিয়ে দেন। সেই সময় চারুচন্দ্র গাঙ্গুলীকে তিনি লেখেন 'কি করব এখনো ঠিক করতে পারিনি। একবার ইচ্ছে হচ্ছে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেব। একবার ইচ্ছে হচ্ছে বোলপুরে যাব। আবার ইচ্ছে হচ্ছে সাংবাদিক হব। দেখা যাক কি হয়।' সুভাষচন্দ্রের চিঠি থেকে আমরা বুঝতে পারি, শান্তিনিকেতনের প্রতি তাঁর একটা আগ্রহ বা টান পরিলক্ষিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের কবিতা সুভাষচন্দ্রের অত্যন্ত প্রিয় ছিল। তার সহপাঠী দিলীপ কুমার রায় লিখেছেন কলেজ জীবনে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে কত কথা হতো, সুভাষ রবীন্দ্রনাথের কবিতার লাইন 'জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন' বারবার পাঠ করে শুনাতেন। রবীন্দ্রনাথের বলাকার শেষ কবিতাটি সুভাষচন্দ্রের খুব প্রিয় ছিল। তিনি প্রায়ই ওটা পাঠ করতেন। 'ঘরের মঙ্গল শঙ্খ নয়, তোর তরে' কিন্তু সেই সময় রবীন্দ্রনাথের সাথে সুভাষচন্দ্র বসুর খুব একটা ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠেনি। কারণ রবীন্দ্রনাথ তখন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শিক্ষা সংস্কৃতির মিলন কেন্দ্র হিসেবে বিশ্বভারতীকে গড়ে তোলার জন্য ব্যস্ত ।আর অন্যদিকে সুভাষচন্দ্র ব্যস্ত থেকেছেন অসহযোগ আন্দোলন নানা কর্মসূচিতে। জেলেও থেকেছেন তিনি দীর্ঘ সময়। এরপর সুভাষচন্দ্র বসু ১৯২১ সালে জাতীয় কলেজ কলকাতা বিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষ হওয়ার পর জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে দেখা করতে যান। সঙ্গে ছিলেন সাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়। সাবিত্রী প্রসন্ন লিখেছেন কবি জাতীয় কলেজের 'বিদ্যাপীঠ'নামকরণ নিয়ে বিদ্রুপ করেছিলেন। এরপর রবীন্দ্রনাথের সাথে সুভাষ চন্দ্রের সাক্ষাৎ হয় ১৯২৭ সালের ১৫ ডিসেম্বর দিলীপ কুমার রায়ের সংবর্ধনা সভায়। সেই সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তবে সেখানে নিজেদের মধ্যে খুব একটা বেশি কথোপকথন হয়নি। তবে পরের দিন সুভাষচন্দ্র একটি বিবৃতি দেন সেখানে তিনি বলেন রাজবন্দী ভান্ডারে সাহায্যের জন্য রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের লেখা একটি নাটক অভিনয় করতে সম্মতি প্রদান করেছেন। এর থেকে বোঝা যায় উভয়ের সাক্ষাতে এই কথাটুকু অন্তত হয়েছিল।

১৯২৫ সালের ৯ অক্টোবর মান্দালয় জেলে বন্দী অবস্থায় সুভাষচন্দ্র বসু দিলীপ কুমার রায় কে একটি চিঠি লেখেন চিঠিটি এইরূপ 'যে সহজ আনন্দ আমরা প্রায় হারিয়ে বসেছি তা আবার জীবনে ফিরিয়ে আনো। যার হৃদয়ে আনন্দ নেই সংগীতে যার চিত্ত সাড়া দেয় না তার পক্ষে জগতে বৃহৎ কি মহৎ কিছু সম্পাদন করা কি এখনো সম্ভব? চিঠিটি দিলীপ রায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে পাঠিয়ে দেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার উত্তরে লেখেন ' সুভাষের চিঠি বড় সুন্দর — এই লেখার ভিতর দিয়ে তাঁর বুদ্ধি ও হৃদয়ের পরিচয় পেয়ে তৃপ্তি লাভ করেছি।

সুভাষ আর্ট সম্বন্ধে যা লিখেছেন তার বিরুদ্ধে কিছুই বলবার নেই।'

তবে এই দুই মহান ব্যক্তির সম্পর্কের টানা পড়েন যে হয়নি তা নয়। ১৯২৮ সালে কলকাতার সিটি কলেজের ছাত্রাবাসে সরস্বতী পুজো করা নিষিদ্ধ ছিল। কারণ সিটি কলেজ হচ্ছে ব্রাহ্মদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। কিন্তু ছাত্ররা সেই নিষেধ অগ্রাহ্য করে সরস্বতী পুজো করে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্ম পরিবারের সন্তান। তাই তিনি কলেজ কর্তৃপক্ষের দিকে ছিলেন। অপরদিকে সুভাষচন্দ্র বসু ছিলেন ছাত্রদের দিকে। ১৯২৮ র ৯ আগস্ট রবীন্দ্রনাথ তাঁর পুত্র রথীন্দ্রনাথ কে লেখেন ' সুভাষ বোস অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করতে বসেছে এত মিথ্যে এত কপটতা এত অন্যায় যে ও লোকটার পরে শ্রদ্ধা একেবারেই চলে গেছে।... মস্ত দলের ওপর মস্ত কর্তৃত্ব করার লোভ তাকে পেয়ে বসেছে। এজন্য স্তুতিবাদের দ্বারা ছেলে ভুলিয়ে বেড়াচ্ছে এবং অসত্য উপায়ে দল বৃদ্ধি করছে।' শুধু এই সিটি কলেজ নয় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলকাতা কংগ্রেসের সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে সামরিক কায়দায় যে ভলেন্টিয়ার বাহিনী গঠিত হয়েছিল। তার সমালোচনা করেছিলেন।

সুভাষ চন্দ্র রাজনৈতিক জীবন শুরু ১৯২১ সাল থেকে। তখন থেকেই তিনি তাঁর চিঠিপত্রে রবীন্দ্রনাথের কবিতা তুলে ধরতেন। ১৯২৩ সালে লেখা 'তরুণের স্বপ্ন' প্রবন্ধের মধ্যে তিনি 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' থেকে উদ্ধৃতি প্রদান করেন। যত দেব প্রাণ বহে যাবে প্রাণ/ফুরাবে না আর প্রাণ/ এত কথা আছে এত গান আছে/ এত প্রাণ আছে মোর /এত সুখ আছে এত সাধ আছে/ প্রান হয়ে আছে ভোর। ১৯২৫ সালের শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কে সুভাষচন্দ্র বসু বার্মার মান্দালয় জেল থেকে লেখেন 'এখানে না এলে বোধহয় বুঝতাম না সোনার বাংলাকে কত ভালোবাসি। আমার সময় সময় মনে হয় বোধহয় রববিবাবু কারারুদ্ধ অবস্থা কল্পনা করে লিখেছিলেন — 'সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি/চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস/আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি/। আত্মশক্তি পত্রিকার সম্পাদক গোপাল লাল সান্যাল কে ১৯২৭ সালে বার্মার ইনসিন জেল থেকে তিনি লেখেন 'জীবন প্রভাতে এই প্রার্থনা বুকে লইয়া কর্ম ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলাম-' তোমার পতাকা যারে দাও তারে বহিবারে দাও শকতি।

রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্রের মধ্যে সম্পর্কের ক্রমশ উন্নতি হয় ৩০ এর দশকে। সুভাষচন্দ্র বসু যখন কলকাতার মেয়র তখন রবীন্দ্রনাথ আমেরিকায় সফরে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন। সুভাষচন্দ্র বসু তাঁর কাছে তার বার্তা পাঠিয়ে লেখেন 'কলকাতা মহানগর আপনার অসুস্থতার সংবাদ এর উদ্বিগ্ন। নাগরিকদের পক্ষ থেকে আমি আপনার দ্রুত আরোগ্য ও স্বদেশে নিরাপদে প্রত্যাবর্তন কামনা করি। তার যোগে স্বাস্থ্যের সংবাদ জানাবেন।' রবীন্দ্রনাথ একটু সুস্থ হয়ে সুভাষচন্দ্রকে লিখলেন 'ধন্যবাদ পূর্বাপেক্ষা অনেকটা ভালো আছি'। কবি দেশে ফিরে আসেন ১৯৩১ এর ৩০ জানুয়ারি ওই বছর ২৬ শে জানুয়ারি কলকাতা মনুমেন্ট ময়দানে স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করতে গিয়ে সুভাষচন্দ্র গ্রেপ্তার হন এবং পুলিশের আক্রমণে গুরুতর আহত হন। রবীন্দ্রনাথ এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করে, সাংবাদিকদের কাছে দীর্ঘ বিবৃতি প্রদান করেন।

রবীন্দ্রনাথ ১৯২৯ সালে কানাডা থেকে ফেরার পথে জাপানে গিয়ে জুজুৎসু ও জুডোর ক্রীড়া কসরাৎ দেখে অত্যন্ত মুগ্ধ হন এবং জাপান থেকে ফেরার সময় তাকাগাকি সান নামে একজন বিখ্যাত জুজুৎসু বীরকে শান্তিনিকেতনে নিয়ে আসেন। চুক্তির মেয়াদ ছিল দু'বছর। কিন্তু দু'বছর পরে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই তাকাগাকিকে আর শান্তিনিকেতনে অর্থের জন্য রাখতে পারছিলেন না। ফলে রবীন্দ্রনাথ সুভাষচন্দ্র কে চিঠি লিখে জানান তাকে কর্পোরেশনে নিযুক্ত করার জন্য 'জাপান থেকে এরকম গুনিকে পাওয়া সহজ হবে না। ইউরোপ আমেরিকায় জুজুৎসু শিক্ষার অধ্যাবসায় কিরকম চলছে তা তুমি নিশ্চয়ই জানো। আমাদের নিঃসহায় দেশে এর প্রয়োজন যে কত গুরুতর তাও নিশ্চয় তোমার অগোচরে নেই। এখন এই লোকটিকে তোমাদের পৌর শিক্ষা বিভাগে নিযুক্ত করবার কোন সম্ভাবনা হতে পারে কিনা আমাকে জানিও। যদি সম্ভব না হয় তাহলে একে জাপানে ফিরে পাঠাবার ব্যবস্থা করে দেব।' কিন্তু তখন কলকাতার নতুন মেয়র হয়েছেন ডা. বিধান চন্দ্র রায়।

১৯৩১ জুলাই মাসের শেষ দিকে বন্যা হয় ফলে উত্তর ও পূর্ববঙ্গের মানুষ খুবই দুর্দশাগ্রস্ত হয়। সুভাষচন্দ্র বসু তখন বাংলার প্রাদেশিক কমিটির সভাপতি। প্রদেশ কংগ্রেসের উদ্যোগে আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় কে সভাপতি করে আগস্ট মাসের প্রথমে বন্যার ত্রাণ কমিটি গঠন করা হয়। কয়েকদিন পরে সুভাষ বিরোধী গোষ্ঠী সতীশ দাশগুপ্ত আরেকটি ত্রাণ কমিটি গঠন করেন। যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত এই কমিটির সাথে যুক্ত ছিলেন। প্রফুল্লচন্দ্র রায় সুভাষচন্দ্রদের গঠিত কমিটির সভাপতি ত্যাগ করে, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের কমিটির সভাপতি হন। সুভাষচন্দ্র কবি রবীন্দ্রনাথকে তখন প্রদেশ কংগ্রেসের ত্রাণ কমিটির সভাপতি হওয়ার অনুরোধ জানান। এই উদ্দেশ্যে তিনি সেপ্টেম্বর মাসের শান্তিনিকেতনে গিয়ে কবির সাথে দেখা করেন। রবীন্দ্রনাথ সুভাষচন্দ্রদের গঠিত কমিটির সভাপতি হতে রাজি হন এবং ত্রাণের জন্য কবিতার মাধ্যমে একটি আবেদন পত্রও লিখে দেন।

এরপর ১৯৩১ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর হিজলি বন্দীশালায় পুলিশের গুলিতে সন্তোষ মিত্র ও তারকেশ্বর সেন নিহত হন। এর প্রতিবাদে যে জনসভার আয়োজন করা হয় তাতে সুভাষচন্দ্র বসুর অনুরোধে অসুস্থ শরীর নিয়ে কলকাতা মনুমেন্টের নিচে সভাপতিত্ব করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৯৩২ সালে ১০ জানুয়ারি সুভাষচন্দ্রকে গ্রেফতার করা হয়। ওই সময় জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী সুভাষ দিবস পালন করার জন্য রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে একটি বাণী প্রার্থনা করলে কবি ৩১ অক্টোবর ১৯৩২ তাকে লেখেন 'সুভাষচন্দ্রের আরোগ্য কামনা করে দেশের লোক কোন এক বিশেষ দিনে ভগবানের নিকট প্রার্থনা জানার এই তোমাদের প্রস্তাব। এই প্রস্তাবে আমার সমর্থন চেয়েছো। চাওয়াটাই বাহুল্য। দেশের লোকের হৃদয় বেদনা যে অনুষ্ঠানের দ্বারা আশ্বাস পেতে ইচ্ছা করে সে অনুষ্ঠান কোন ব্যক্তি বিশেষের প্রবর্ত্তনের অপেক্ষা করে না। কিন্তু যে কথাটা আমার কাছে গুরুতর বলে মনে হচ্ছে সে হচ্ছে এই যে দেশের কল্যাণ ব্রতে যারা প্রাণান্তিক দুঃখ ভোগ করছেন সেই দুঃখকে আমরা যেন সাধারণ লোকের দুঃখের মতো গণ্য না করি। সে আমাদের বেদনার বিষয় নয় সম্ভ্রমের বিষয়।.... বীরের যে ব্রত কষ্টই তার অপরিহার্য অঙ্গ মুক্তি প্রয়াসের পথে মৃত্যুও শোচনীয় নয়'।

১৯৩৩ সালে ২৩শে ফেব্রুয়ারি সুভাষচন্দ্র বসুকে জেল থেকে মুক্ত করা হয় একটি শর্ত প্রদান করে যে তাকে বিদেশে থাকতে হবে। সুভাষচন্দ্র বিদেশে যাবার আগে রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে একটি পরিচয় পত্র চেয়েছিলেন যাতে করে বিদেশে গিয়ে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে দেখা করতে পারেন। উত্তরে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন òmy friend Subhash Chandra Bose is going for his treatment. I earnestly hope my friends will be kind to him and help him.' ইউরোপে থাকাকালীন সুভাষচন্দ্র ভারতের মুক্তি সংগ্রাম নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। সেই বইয়ের মুখবন্ধ বার্নার্ড শ বা এইচ জি ওয়েলস কে দিয়ে লেখানোর জন্য রবীন্দ্রনাথের সাহায্য চেয়ে ১৯৩৪ এর ৩ আগস্ট তিনি একটি চিঠি লেখেন। তবে বিষয়টি ফলপ্রসু হয়নি।

১৯৩৬ সালে ৮ এপ্রিল তিন বছর নির্বাসনের পর সুভাষচন্দ্র দেশে ফিরে আসেন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাকে ১৮১৮ সালে তিন নম্বর আইনে গ্রেফতার করা হয়। এর প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ আনন্দবাজার পত্রিকায় লেখেন 'বিনা বিচারে যারা দ্বন্দ্ব ভোগ করছে অপরিমিত কাল ধরে তাদের মধ্যে দেশের যে বেদনা আছে তার চেয়ে অনেক বড় করে আছে দেশের অসম্মান।'সুভাষচন্দ্র বসু কারাগারে অসুস্থ হয়ে পড়লে শরৎ বসুর বাড়িতে তাকে অন্তরীণ করে রাখা হয়। এবং কলকাতা মেডিকেল কলেজে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তখন তাকে আশীর্বাদ জানিয়ে সঞ্চয়িতা সংকলনটি পাঠান। সুভাষচন্দ্র হাসপাতাল থেকে কবিকে লেখেন 'আপনি যে আমাকে মনে করেছেন এটা আমার কাছে বিরাট আনন্দের বিষয়'। ১৭ই মার্চ যখন সুভাষচন্দ্র বিনা শর্তে কারাগার থেকে মুক্ত পান তখন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আনন্দ প্রকাশ করে উল্লেখ করেন 'সরকার এতদিন পর শুভ বিবেচনা ও সহৃদয়তার এক পরিচয় দিলেন'। সুভাষচন্দ্রকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়,শ্রদ্ধানন্দ পার্কে। রবীন্দ্রনাথ এই উপলক্ষে বাণী পাঠান 'সমগ্র জাতির কণ্ঠের সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া আমি সুভাষচন্দ্রকে অভিনন্দিত করিতেছি'। এরপর রবীন্দ্রনাথ যখন হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন সুভাষচন্দ্র প্রথমে কবির সচিব কে তারপরে কবিকে তারবার্তা প্রদান করেন। এরপর এন্ড্রুজ বিশ্বভারতীর আর্থিক দায় থেকে রবীন্দ্রনাথকে মুক্ত করার জন্য, অর্থ সংগ্রহের জন্য সুভাষচন্দ্রকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। সুভাষচন্দ্র এই প্রস্তাবে সম্মতি জানিয়ে বিষয়টি গান্ধীজিকে জানানোর কথা উল্লেখ করেন।

এরপর বন্দেমাতরম গান নিয়ে সারাদেশে তীব্র বিতর্কের সৃষ্টি হয় গানটিতে হিন্দু দেবী দুর্গার স্তব আছে। সংখ্যালঘু মুসলিমরা এতে আপত্তি জানান। সুভাষচন্দ্র কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শরণাপন্ন হন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জানান বন্দেমাতারম গানের কেন্দ্রস্থলে আছে দুর্গার স্তব। একথা এতই সুস্পষ্ট যে এ নিয়ে বিতর্ক চলে না। অবশ্য বঙ্কিম এই গানে বাংলাদেশের সঙ্গে দুর্গাকে একাত্ম করে দেখিয়েছেন। কিন্তু স্বদেশের এই দশ ভুজা মূর্তি রূপের যে পূজা, সে কোনো মুসলমান স্বীকার করে নিতে পারেনা। যে রাষ্ট্র সবার ভারতবর্ষের সকল ধর্ম সম্প্রদায়ের মিলনক্ষেত্র শেখান এ গান সর্বজনীনভাবে সঙ্গত হতেই পারে না।' সুভাষচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের অভিমত মেনে নিয়েছিলেন এবং কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি রবীন্দ্রনাথের পরামর্শ অনুসারে বন্দেমাতরম সংগীতের প্রথম দুটি স্তবক জাতীয় সংগীত হিসেবে গাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

১৯৩৮ এ ১৮ মার্চ কলকাতার ছায়া প্রকাশনী চন্ডালিকা নৃত্যনাট্য অভিনয়ের প্রথম রজনীতে সুভাষচন্দ্র বসু উপস্থিত ছিলেন ।এরপর ১৯৩৮ এর ৩ জুন বৃটিশ ইন্ডিয়ান স্ট্রিটে সুভাষচন্দ্র শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘের চিত্রকলা প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন। এরপর রবীন্দ্রনাথ সুভাষচন্দ্রকে আহ্বান জানান কর্নওয়ালিসস্টীটে শ্রীনিকেতনের কুটির শিল্পের স্থায়ী প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র উদ্বোধনের সভাপতিত্ব করার জন্য। অসুস্থতার কারণে রবীন্দ্রনাথ আসতে না পারলেও সুভাষচন্দ্রের উদ্দেশ্যে এই সভায় রবীন্দ্রনাথ লেখনি প্রেরণ করেন তা হল ' সমস্ত জীবন দিয়ে আমি যা রচনা করেছি দেশের হয়ে তোমরা তা গ্রহণ করো'।

এরপর রবীন্দ্রনাথ তাসের দেশ নাটকটি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে উৎসর্গ করেন। তিনি লেখেন 'কল্যাণীয় শ্রীমান সুভাষচন্দ্র স্বদেশের চিত্তে নতুন প্রাণ সঞ্চার করবার পুণ্যব্রত তুমি গ্রহণ করেছ সেই কথা স্মরণ করে তোমার নামে তাসের দেশ নাটিকা উৎসর্গ করলুম'। এরপর রবীন্দ্রনাথের আহবানে সাড়া দিয়ে সুভাষচন্দ্র বসু ১৯ ৩৯ সালের ২১ শে জানুয়ারি শান্তিনিকেতনে পৌঁছান এবং সুভাষচন্দ্রকে সংবর্ধনা দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেন 'তুমি বাংলা দেশের রাষ্ট্রীয় অধিপতির আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছ, অন্য দেশকে আমি জানিনা। সেখানে আমার জোর খাটবে না আমি বাঙালি বাংলাকে জানি। বাংলার প্রয়োজন অসীম, সেই জন্য তোমাকে যদি আহ্বান করি স্বীকার করতে হবে আগামী ৩ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় আমি তোমাকে আহ্বান করব রাষ্ট্রিক সম্বন্ধ নিয়েক্ষ্ম। কিন্তু ঐ সভায় কবিগুরু অসুস্থ হওয়ার জন্য উপস্থিত থাকতে পারেন নি। কিন্তু তিনি 'দেশনায়ক' নামে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ সুভাষচন্দ্র বসুর উদ্দেশ্যে রচনা করেছিলেন এবং ভাষণটি পুস্তক আকারে মুদ্রিত হয়েছিল। ভাষণটা শুরু করেছিলেন এই কথা বলে যে, সুভাষচন্দ্র, বাঙালি কবি আমি বাংলাদেশের হয়ে তোমাকে দেশনায়কের পদে বরণ করি। সুভাষচন্দ্র বসুর উদ্যোগে যে মহাজাতি সদনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ। কবি তাঁর ভাষনে বলেন বাংলার যে জাগ্রত হৃদয় মন আপন বুদ্ধির বিদ্যার সমস্ত সম্পদ ভারতবর্ষের মহাবেদীতলে উৎসর্গ করবে বলেই ইতিহাসবিধাতার কাছে দীক্ষিত হয়েছে। তাই সেই মনীষিতাকে এখানে আমরা অভ্যর্থনা করি। এরপর ১৯৩৯ সালের ৯ই মে পুরীতে কবির জন্ম দিবস উদযাপিত হয়। ১১ই মে সকালে কবি কলকাতায় ফিরে আসেন। ওই দিন বিকেলের সুভাষচন্দ্র বসু রবীন্দ্রনাথের সাথে প্রায় এক ঘন্টা আলোচনা করেন। সম্ভবত কবি তাঁকে কিছু পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এত গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষাৎকারের কোন বিবরণী আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

এরপরে ত্রিপুরী কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্র বসু পট্টভি সীতারামাইকে পরাজিত করে, সভাপতি হন। গান্ধীজী বলেন সীতারামাইয়ার পরাজয় মানেই আমার পরাজয়। তারপর সুভাষচন্দ্র বসু ফরওয়ার্ড ব্লক গঠন করলে, তাকে বহিষ্কার করা হয়। তখন রবীন্দ্রনাথ গান্ধীকে তার বার্তা পাঠিয়ে ওয়ার্কিং কমিটি যাতে সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে শাস্তি মূলক ব্যবস্থা প্রত্যাহার করে নেয়, সেই অনুরোধ জানান। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অনুরোধ কেউই রাখেনি। এরপর সুভাষচন্দ্র বসু ছদ্মবেশে অন্তরীন অবস্থা থেকে মুক্ত হয়ে ভারতের বাইরে চলে যান ভারতকে ব্রিটিশের হাত থেকে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য। পরিশেষে বলা যেতে পারে এই দুই মহান বাঙালির মধ্যে বেশ ঘনিষ্ঠ সম্পর্কই গড়ে উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথ সুভাষচন্দ্রকে জাতীয় নায়ক হিসাবে মেনে নিয়েছিলেন। এবং সুভাষ চন্দ্রের রাজনৈতিক দুঃসময়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর পাশে ছিলেন।